প্রণবের অর্থবিকাশ

প্রণব। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ-সরস্বতীকে বলিয়াছেন,

প্রণবের যেই অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয়॥ ২।২৫।৭৮

প্রণবের যাহা অর্থ, গায়ত্রীরও তাহাই অর্থ। সেই অর্থই শ্রীমদ্‌ভাগবতের চতুঃশ্লোকীতে বিস্তৃতরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে।

প্রণবের অর্থ সম্বন্ধে কয়েকটী শ্রুতিবাক্য এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

"এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ॥ প্রশ্নোপনিষৎ॥ ৫।২॥—হে সত্যকাম! যাহা ওঙ্কার (প্রণব) বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাই পরব্রহ্ম এবং অপর ব্রহ্ম।"

মাণ্ডুক্য-উপনিষৎ বলেন—"ওঁমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্। ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব। যচ্চ অন্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপি ওঙ্কার এব॥ ১॥—এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ "ওম্"-এই অক্ষরাত্মক। তাহার সুস্পষ্ট বিবরণ এই যে—ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান, এই সমস্ত বস্তুই ওঙ্কারাত্মক এবং কালত্রয়াতীত আরও যাহা কিছু আছে, তাহাও এই ওঙ্কারই।"

"সর্ব্বং হি এতদ্ ব্রহ্ম, অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম॥ ২॥—এই পরিদৃশ্যমান সমস্তই ব্রহ্ম; এই আত্মাও ব্রহ্ম।"

"এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষ অন্তর্য্যামী এষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্॥ ৬॥—ইনি (এই ওঙ্কার) সর্ব্বেশ্বর, ইনি সর্ব্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্য্যামী, ইনি যোনি (সমস্তের কারণ); ইনি সমস্তভূতের উৎপত্তি ও বিলয় স্থান।"

তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বলেন—"ওম্ ইতি ব্রহ্ম। ওম ইতি ইদং সর্ব্বম্। ১।৮॥—ওঙ্কারই ব্রহ্ম। ওঙ্কারই এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ॥"

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যগুলি হইতে প্রণবসম্বন্ধে যাহা জানা গেল, তাহা মোটামুটি এই :—

(ক) প্রণবই ব্রহ্ম। প্রণব সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্য্যামী এবং সর্ব্বযোনি।

(খ) প্রণবই এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ। ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান—সমস্তই প্রণব, অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ অতীতে যাহা ছিল, বর্ত্তমানে যেরূপ আছে এবং ভবিষ্যতে যেরূপ হইবে, তৎসমস্তই প্রণব বা প্রণবাত্মক ব্রহ্ম। ইহা হইতে বুঝা গেল, পরিদৃশ্যমান্ জগৎ সকল সময়েই কালের প্রভাবাধীন।

প্রণব বা ব্রহ্মই এই কালপ্রভাবাধীন পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং ব্রহ্ম হইতেই এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয়।

(গ) প্রণব এই কাল-পরিণামী পরিদৃশ্যমান্ জগৎ হইলেও স্বয়ং কিন্তু কালাতীত এবং পরিদৃশ্যমান্ জগতের বাহিরেও অবস্থিত। প্রণব কালাতীত হওয়াতে তাঁহার উপর কালের প্রভাব নাই; সুতরাং প্রণব নিত্য।

(ঘ) প্রণব জগতের যোনি বলিয়া এবং প্রণবই জগৎ বলিয়া জগতের অধিষ্ঠানও প্রণবই। সুতরাং পরিদৃশ্যমান্ জগতের স্থানেও প্রণব আছেন—কিন্তু কালাতীত ভাবে।

মন্তব্য। **(ঙ)** কালপরিণামী জগতের অধিষ্ঠান হইয়াও প্রণব কালাতীত। ইহাতেই ধ্বনিত হইতেছে যে—জগতের সঙ্গে প্রণবের স্পর্শ নাই; সুতরাং প্রণব এবং জগৎ একজাতীয় বস্তু নহে; অর্থাৎ জগৎ যে জাতীয় বস্তু, প্রণব তাহার বিরুদ্ধজাতীয় বস্তু। দেখা যাইতেছে, জগৎ জড়বস্তু; সুতরাং প্রণব বা ব্রহ্ম হইবে জড়বিরোধী বস্তু। জড়বস্তুর উপরই কালের প্রভাব। জড়বিরোধী বস্তুর উপর কালের প্রভাব নাই। জড়বিরোধী বস্তু হইল—চিৎ। সুতরাং প্রণব বা ব্রহ্ম হইলেন চিদ্‌বস্তু।

(চ) প্রণবই জগতের যোনি, প্রণব হইতেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়। সুতরাং প্রণবই জগতের সর্ব্ববিধ কারণ—নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ। আবার জগৎকেই যখন ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়, ব্রহ্মই জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন। কুম্ভকারও ঘটের (নিমিত্ত) কারণ এবং মাটীও ঘটের (উপাদান-) কারণ। তথাপি কিন্তু ঘটকে মাটীই বলে, কুম্ভকার বলে না—ঘট মাটিরই পরিণতি বলিয়া। তদ্রূপ প্রণব এই জগতের উপাদান কারণ বলিয়া এবং প্রণবই জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন বলিয়া প্রণবই জগৎ—একথা বলা হইয়াছে। ইহাতে পরিণাম-বাদের ইঙ্গিত পাওয়া গেল।

(ছ) প্রণব হইতে জগতের উৎপত্তি-আদি এবং প্রণব সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর এবং অন্তর্য্যামী। সুতরাং প্রণব বা ব্রহ্ম সবিশেষ বস্তু। এস্থলে শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরেই ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথা বলিলেন। প্রণবের স্বরূপ-কথনেই প্রণবের সবিশেষত্বের স্পষ্টোক্তি থাকাতে সবিশেষত্বই প্রণবের বা ব্রহ্মের তত্ত্ব।

(জ) উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল, পরিদৃশ্যমান্ জগতের সহিত (সুতরাং জগতিস্থ জীবের সহিতও) প্রণবের বা ব্রহ্মের একটা নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। তাই প্রণব বা ব্রহ্মই হইল **সম্বন্ধ-তত্ত্ব।**

(ঝ) জগতিস্থ জীব ব্রহ্মের সহিত তাহার নিত্য অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের কথা ভুলিয়া গিয়াছে। কেন এবং কিরূপে ভুলিয়া গিয়াছে, তাহার কোনও স্পষ্ট উল্লেখ উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে দৃষ্ট হয় না। তবে জগৎকে কালপরিণামী বলাতে তাহার একটু ইঙ্গিত যেন পাওয়া যায়।

(ঞ) ব্রহ্মের সহিত জীবের সম্বন্ধ যখন নিত্য এবং অচ্ছেদ্য, তখন যে কারণে এই সম্বন্ধের বিস্মৃতি জন্মিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই আগন্তুক কারণ হইবে এবং আগন্তুক বলিয়া তাহাকে অপসারিত করা সম্ভব—অর্থাৎ সম্বন্ধের স্মৃতিকে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব।

(ট) কিন্তু কি উপায়ে সম্বন্ধের স্মৃতিকে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হইতে পারে? এখন ব্রহ্মকে আমরা জানি না, তাই তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি, তাহাও আমরা জানি না। তাঁহাকে জানিলেই সম্বন্ধের জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হইবে। কিন্তু তাঁহাকে জানিবার উপায় কি? তাহাই নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়।

ছান্দোগ্য উপনিষদ বলিতেছেন—"ওম্ ইত্যেতদ্ অক্ষরম্ উদ্গীথম্ উপাসীত॥ ১।১।১॥—ওম্—এই অক্ষররূপী অক্ষরের উপাসনা করিবে।"

কঠোপনিষৎ বলেন—"সর্ব্বে বেদা যৎপদম্ আনমন্তি, তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি। যদ্ ইচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি ওম্ ইত্যেতৎ॥ ২।১৫॥—সমস্ত বেদ যাঁহার পদে সম্যক্‌রূপে নমস্কার করে (প্রাপ্তব্যরূপে যাঁহাকে প্রতিপন্ন করে), সমস্ত তপস্যাই যাঁহার কথা বলিয়া থাকে (যাঁহাকে পাওয়ার জন্য সমস্ত প্রকার তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়), যাঁহাকে পাওয়ার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালিত হয়, তাঁহার কথা তোমাকে (নচিকেতাকে) আমি (যম) সংক্ষেপে বলিতেছি। তিনিই এই ওঙ্কার।"

"এতদ্ হি এব অক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ হি এব অক্ষরং পরম্। এতদ্ হি এব অক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদ্ ইচ্ছতি তস্য তৎ॥ ২।১৬॥—এই অক্ষরই (ওঁম্ এই অক্ষরই) (অপর) ব্রহ্ম, এই অক্ষরই পর (ব্রহ্ম)। এই ওঙ্কাররূপ অক্ষরকে জানিলেই যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই পাইতে পারেন।"

"এতদ্ আলম্বনং শ্রেষ্ঠম্ এতদ্ আলম্বনং পরম্। এতদ্ আলম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ২।১৭॥—ব্রহ্ম প্রাপ্তির যত রকম আলম্বন আছে, এই ওঙ্কারাক্ষরই তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহাই পরম-আলম্বন। এই ওঙ্কাররূপ আলম্বনকে জানিতে পারিলে ব্রহ্মলোকে (ব্রহ্মধামে) মহীয়ান্ হইতে পারা যায়।"

পাতঞ্জল-দর্শন বলেন—"ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্ বা—ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারাও (চিত্তবৃত্তি-নিরোধ হইতে পারে। সেই প্রণিধান কিরূপ, তাহা বলিতেছেন)। তজ্জপঃ তদর্থভাবনম্॥ সমাধিপাদ। ২৮॥—তাঁহার (ঈশ্বরের) জপ, তাঁহার অর্থচিন্তা। (কি জপ করা হইবে?)। তস্য বাচকঃ প্রণবঃ॥ সমাধিপাদ। ২৭॥—প্রণবই ঈশ্বরের বাচক (নাম)।"

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বলেন—স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্। ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ॥ ১।১৪॥—নিজের দেহকে একটী অরণি এবং প্রণবকে অপর এক অরণি করিয়া ধ্যানরূপ নির্ম্মথন (ঘর্ষণ) অভ্যাস করিলে নিজ দেহমধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত আত্মাকে দর্শন করা যায়। (পুরাকালে ঋষিগণ দুইখণ্ড কাষ্ঠ লইয়া ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতেন। এই কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়কে অরণি বলা হইত)।

কৈবল্যোপনিষৎও ঐ কথাই বলেন—"স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্। ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ পাশং দহতি পণ্ডিতঃ॥ ১১॥—পণ্ডিত ব্যক্তি স্বীয় দেহকে এক অরণি এবং প্রণবকে অপর এক অরণি করিয়া ধ্যানরূপ নির্ম্মথনদ্বারা (সংসার-) পাশ দগ্ধ করেন।"

মাণ্ডুক্যোপনিষদের গৌড়পাদীয়-কারিকাও বলেন—"যুঞ্জীত প্রণবে চেতঃ প্রণবো ব্রহ্ম নির্ভয়ম্। প্রণবে নিত্যযুক্তস্য ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ॥ ২৫॥—প্রণবে চিত্ত সমাহিত করিবে; কারণ, প্রণবই অভয়-ব্রহ্ম-স্বরূপ। যিনি সর্ব্বদা প্রণবে সমাহিত চিত্ত, তাঁহার কোথাও ভয় থাকে না।"

"সর্ব্বস্য প্রণবো হ্যাদির্ম্মধ্যমন্তস্তথৈবচ। এবং হি প্রণবং জ্ঞাত্বা ব্যশ্নুতে তদনন্তরম্॥ ২৭॥—প্রণবই সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত। এতাদৃশ প্রণবকে জানিলেই সেই ব্রহ্মকে পাওয়া যায়।"

"প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্য হৃদি সংস্থিতম্। সর্ব্বব্যাপিনমোঙ্কারং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥ ২৮॥—প্রণবকেই ঈশ্বর বলিয়া জানিবে। ধীর ব্যক্তি সর্ব্বব্যাপী ওঙ্কারকে জানিয়া শোকাতীত হন।"

উল্লিখিত বাক্যগুলি হইতে যাহা জানা গেল, তাহার মর্ম্ম এই :—

(ট) প্রণবকে বা ব্রহ্মকে জানিলে যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই পাইতে পারেন। সম্বন্ধজ্ঞানও উদ্বুদ্ধ হইতে পারে—সাধক ইচ্ছা করিলে।

(ড) জানিবার উপায় হইল—প্রণবের উপাসনা, ধ্যান, প্রণবে মনঃসংযোগ, প্রণবকে শ্রেষ্ঠ-আলম্বনরূপে গ্রহণ করা, প্রণবকেই ঈশ্বর (সর্ব্বেশ্বর) রূপে মনে করা, তপস্যা করা, ব্রহ্মচর্য্য পালন করা ইত্যাদি।

(ঢ) শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিতে এবং কৈবল্যশ্রুতিতে জীবের দেহদ্বারা (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহায়তায়) উপাসনার কথা স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত হইয়াছে।

(ণ) উপাসনার বা সাধনের উপদেশেই শ্রুতিতে **অভিধেয়-তত্ত্বের** কথা বলা হইয়াছে।

(ত) উপাসনার কয়েকটী ফলের কথাও বলা হইয়াছে। উপাসনার ফলে যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা পাইতে পারেন; ওঙ্কাররূপ ব্রহ্মের লোকে যাইয়াও মহীয়ান্ হইতে পারেন; নির্ভয় হইতে পারেন, শোকাতীত হইতে পারেন, সংসার-পাশ ছেদন করিতে পারেন; ইত্যাদি।

(থ) সাধনের ফলের উল্লেখে শ্রুতিতে **প্রয়োজন-তত্ত্বের** কথাই বলা হইয়াছে।

মন্তব্য। (দ) উপাসনাত্মক শ্রুতিবাক্যগুলিতেও প্রণবের স্বরূপের উল্লেখ আছে। ইহা স্বাভাবিকই।

(ধ) পূর্ব্বে উল্লিখিত প্রশ্নোপনিষদের বাক্যে প্রণবকে পরব্রহ্ম এবং অপরব্রহ্ম বলা হইয়াছে। কালের প্রভাবাধীন পরিদৃশ্যমান্ জগৎ এবং তৎসংশ্লিষ্টবস্তুই অপর ব্রহ্ম; আর কালাতীত চিৎস্বরূপ ব্রহ্মই পরব্রহ্ম। উল্লিখিত (ত) অনুচ্ছেদে উপাসনার যে কয়টী ফলের কথা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে একটী হইল—যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা পাইতে পারেন। যিনি অপর ব্রহ্ম পাইতে ইচ্ছা করেন (অর্থাৎ মনুষ্যলোকের সুখভোগাদি, স্বর্গাদি লোকের সুখভোগাদি যাহা ইচ্ছা করেন), তিনি তাহা পাইতে পারেন। এসমস্ত কালের প্রভাবাধীন বলিয়া অনিত্য। আর যিনি পরব্রহ্মকে পাইতে ইচ্ছা করেন, তিনি তাহাও পাইতে পারেন—ব্রহ্মলোকেও (ব্রহ্মের ধামেও) যাইতে পারেন। ব্রহ্মলোক কালাতীত, সুতরাং নিত্য। তাই পরব্রহ্মপ্রাপ্তিরই বাস্তব-পুরুষার্থতা আছে।

(ন) উপাসনার যত রকম প্রকার-ভেদ আছে, তাহাদের মধ্যে প্রণবকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলম্বন বলা হইয়াছে। প্রণব ব্রহ্মও বটেন, আবার ব্রহ্মের বাচকও (বা নামও) বটেন। নাম ও নামীতে যে অভেদ, তাহাও এস্থলে জানা গেল। আবার সাধনের মধ্যে নামই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন, তাহাও জানা গেল।

(প) প্রণবই যে সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্য—সুতরাং সম্বন্ধতত্ত্ব—কঠোপনিষদের উক্তি হইতে তাহাও জানা গেল।

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যগুলিতে অনেকগুলি বিষয় প্রচ্ছন্ন আছে—বীজের মধ্যে বৃক্ষের ন্যায়। বস্তুতঃ প্রণব বীজস্বরূপই। প্রণব হইতেই বেদাদি সমগ্র শাস্ত্রের অভিব্যক্তি।

প্রণবের অর্থসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপরে প্রদত্ত হইল। এক্ষণে গায়ত্রীর অর্থালোচনার চেষ্টা করা যাইতেছে।

গায়ত্রী। মূল-গায়ত্রীমন্ত্রটী হইতেছে এই—"তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।"

ইহা মূল গায়ত্রী হইলেও ইহার আরও দুইটী অঙ্গ আছে—ব্যাহৃতি ও শিরঃ। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্যম্—এই সাতটী হইল ব্যাহৃতি। তন্মধ্যে ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ এই তিনটী হইল মহাব্যাহৃতি। আর আপঃ, জ্যোতিঃ, রসঃ, অমৃতম্, ব্রহ্ম, ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, ওম্ ইহারা গায়ত্রীর শিরঃ।

শ্রীপাদশঙ্কর বলেন—প্রণবযুক্ত, ব্যাহৃতিযুক্ত এবং শিরোযুক্ত গায়ত্রীই সমস্তবেদের সার। "গায়ত্রীং প্রণবাদি-সপ্তব্যাহৃত্যুপেতাং শিরঃসমেতাং সর্ব্ববেদসারমিতি বদন্তি।"

প্রণব, ব্যাহৃতি এবং শিরঃ—এই তিন বস্তু সমন্বিত সর্ব্ববেদসার গায়ত্রীর রূপ হইবে এই :—"ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যম্, ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ, ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্।"

উহাই গায়ত্রীর পূর্ণরূপ হইলেও সাধারণতঃ পূর্ণরূপের জপ করা হয় না। মনু বলেন—"এতদক্ষরমেতাঞ্চ জপন্ ব্যাহৃতি-পূর্ব্বিকাম্। সন্ধ্যয়োর্ব্বেদবিদ্‌বিপ্রো বেদপুণ্যেন যুজ্যতে॥—প্রণবযুক্তা ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকা গায়ত্রীমন্ত্র দুই সন্ধ্যায় জপ করিলে বেদবিদ্ বিপ্র বেদপাঠের পুণ্য লাভ করেন।"

শ্রীপাদশঙ্করও বলেন—"সপ্রণব-ব্যাহৃতিত্রয়োপেতা প্রণবান্তা গায়ত্রী জপাদিভিঃ উপাস্যা—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিনটী ব্যাহৃতিযুক্তা গায়ত্রীর পূর্ব্বে ও পরে প্রণবযোগ করিয়া জপাদি দ্বারা উপাসনা করিবে।

তাহা হইলে সাধারণতঃ জপের জন্য গায়ত্রীর রূপ হইল এই :—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।"

গায়ত্রী-শব্দের অর্থ ব্যাসদেব এইরূপ বলেন—"গায়ন্তং ত্রায়সে যস্মাৎ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্মৃতা।—যিনি তোমার গান (কীর্ত্তন) করেন, তাঁহাকে ত্রাণ কর বলিয়া তোমার নাম গায়ত্রী"।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতি বলেন—"সা হৈয়ং গয়াংস্তত্রে প্রাণা বৈ গয়াস্তৎ প্রাণাংস্তত্রে তদ্ যদ্ গায়াংস্তত্রে তস্মাৎ গায়ত্রী নাম॥ ৫।১৪।৪॥ (গয়া এব গায়াঃ, গয়স্বার্থে ষ্ণ, গায়ান্ প্রাণান্ ত্রায়তে ইতি গায়ত্রী।—প্রাণসমূহকে ত্রাণ করে বলিয়া গায়ত্রী নাম হইয়াছে। গায়-শব্দের অর্থ—প্রাণ।"

ঋক, যজু ও সাম—এই তিন বেদেই গায়ত্রী দৃষ্ট হয়। ঋগ্‌বেদে—৩।৪।১০; যজুর্ব্বেদে ৩।৩৫; সামবেদে—৬।৩।১০।১।

মূল গায়ত্রীমন্ত্রের অর্থ শ্রীপাদ সায়নাচার্য্য এইরূপ করিয়াছেন। "যঃ" সবিতাদেবঃ "নঃ" অস্মাকম্ "ধিয়ঃ" কর্ম্মাণি ধর্ম্মাদিবিষয়া বা বুদ্ধীঃ "প্রচোদয়াৎ" প্রেরয়েৎ, "তৎ" তস্য "দেবস্য সবিতুঃ" সর্ব্বান্তর্য্যামিতয়া প্রেরকস্য জগৎস্রষ্টুঃ পরমেশ্বরস্য আত্মভূতস্য "বরেণ্যং" সর্ব্বৈরুপাস্যতয়া জ্ঞেয়তয়া চ সম্ভজনীয়ং "ভর্গঃ" অবিদ্যাতৎকার্য্যয়োঃ ভর্জ্জনাৎ ভর্গঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ পরব্রহ্মাত্মকং তেজঃ "ধীমহি" ধ্যায়েম। (ভর্গস্—ভ্রস্জ্ + অসুন্; ক্লীবলিঙ্গ)।

সায়নাচার্য্যের ব্যাখ্যা অনুসারে গায়ত্রীমন্ত্রের অন্বয় হইবে এইরূপ :—যঃ নঃ ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ, তৎ দেবস্য সবিতুঃ বরেণ্যং ভর্গঃ ধীমহি।

সায়নাচার্য্যের ভাষ্যানুসারে গায়ত্রীমন্ত্রের অর্থ হইল এইরূপ—"যে সবিতাদেব আমাদের কর্ম্মসমূহকে অথবা ধর্ম্মাদিবিষয়ে বুদ্ধিসমূহকে প্রেরণ করেন (যিনি আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম-বিষয়িণী বুদ্ধির প্রেরক, যাঁহার প্রেরণায় বা কৃপায় আমরা ধর্ম্মবিষয়িণী বা কর্ম্মবিষয়িণী বুদ্ধি পাইয়া থাকি), সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী বুদ্ধি-প্রেরকের, সেই জগৎ-স্রষ্টার, সেই আত্মভূত পরমেশ্বরের—সকলের উপাস্য এবং সকলেরই জ্ঞেয় বলিয়া সকলেরই সম্যক্‌রূপে ভজনীয় ভর্গকে, অর্থাৎ, অবিদ্যা এবং অবিদ্যার কার্য্যকে সম্যক্‌রূপে দূরীভূত করিতে (ধানকে আগুনের উপরে খোলার ভাজিয়া ফেলিলে তাহার যেমন আর অঙ্কুরোদ্‌গমের সম্ভাবনা থাকে না, তদ্রূপ মায়া এবং মায়ার কার্য্যকে ফল প্রদানে সম্যক্‌রূপে অসমর্থ করিতে) সমর্থ স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মাত্মক তেজকে ধ্যান করি"।

এই অর্থকে আর একটু পরিস্ফুট করিলে দাঁড়ায় এইরূপ।—আমরা তাঁহার তেজকে (অর্থাৎ শক্তিকে) ধ্যান করি। কি রকম তেজ? স্বয়ংজ্যোতীরূপ—স্বপ্রকাশ, যাহা নিজকেও প্রকাশ করিতে পারে, অপরকেও প্রকাশ করিতে পারে—সূর্য্যের ন্যায়। আর কি রকম? পরব্রহ্মাত্মক তেজ—পরব্রহ্মই আত্মা বা অধিষ্ঠান যাহার, সেই তেজ বা শক্তি। স্বপ্রকাশ বলিয়া এই তেজ বা শক্তি হইল চিচ্ছক্তি; আর পরব্রহ্মে তাহার অধিষ্ঠান বলিয়া এই তেজ হইল পরব্রহ্মের স্বরূপশক্তি—যাহাকে শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি "স্বাভাবিকী পরাশক্তি" বলিয়াছেন তাহা। "পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে। স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ। শ্বেতা। ৬।৮॥"

এই তেজ বা পরব্রহ্মের স্বরূপশক্তি আবার কি রকম? ভর্গ শব্দে তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে। তেজ না বলিয়া ভর্গ বলার একটা তাৎপর্য্য আছে। ভ্রস্‌জ্‌-ধাতু হইতে ভর্গ শব্দ নিষ্পন্ন। ভ্রস্‌জ্‌ ধাতুর অর্থ ভাজা—আগুনের উপরে খোলা চড়াইয়া তাহাতে যেমন ধান বা ডাইল ভাজা হয়। যে ধানকে বা ডাইলকে খোলায় ভাজা হয়, তাহা হইতে আর অঙ্কুর জন্মেনা—ইহাই ভ্রস্‌জ্‌ (ভাজা) ধাতুর তাৎপর্য্য। অবিদ্যাকে এবং অবিদ্যার কার্য্যকে ধানের বা ডাইলের মত করিয়া ভাজিতে পারে যে তেজঃ, তাহাকেই "ভর্গঃ—তেজঃ" বলা হয়। অবিদ্যার বা মায়ার আবরণাত্মিকা শক্তি আমাদের স্বরূপের স্মৃতিকে এবং পরব্রহ্মের সহিত আমাদের সম্বন্ধের স্মৃতিকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে—স্বরূপের এবং সম্বন্ধের জ্ঞানকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে এবং তাহার বিক্ষেপাত্মিকা শক্তিতে দেহাত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া দেহেতে আমাদের আবেশ জন্মাইয়াছে। তাহার ফল হইয়াছে—আমাদের সংসার-বন্ধন, পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু। পরব্রহ্মের এই তেজ বা স্বরূপশক্তি এই মায়াকে এবং তাহার কার্য্যকে (অর্থাৎ আমাদের স্বরূপের এবং পরব্রহ্মের সহিত আমাদের সম্বন্ধের জ্ঞানহীনতাকে এবং আমাদের দেহাবেশকে) ভাজিয়া দিতে পারে—একেবারে নিঃশক্তিক করিয়া দিতে পারে; মায়ার কবল হইতে সম্যক্‌রূপে মুক্ত করিয়া আমাদের সংসার-বন্ধন চিরকালের জন্য ছিন্ন করিয়া দিতে পারে। তাই পরব্রহ্মের এই তেজকে (স্বরূপশক্তিকে) ভর্গ বলা হইয়াছে।

এত মাহাত্ম্য যাঁহার তেজের বা শক্তির, তিনি কি রূপ? তৎ দেবস্য সবিতুঃ—তিনি সবিতাদেব। তিনি জগৎ-প্রসবিতা, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, সকলের অন্তর্য্যামী, সকলের বুদ্ধির প্রেরক; তিনি পরমেশ্বর—তাঁহা অপেক্ষা বড় ঈশ্বর (শক্তিশালী) আর কেহ নাই, তিনি আত্মভূত—পরমাত্মা, পরব্রহ্ম—শ্রুতি যাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন —"ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে॥ শ্বেতাশ্বর॥ ৬।৮॥", এবং "এষঃ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষ অন্তর্য্যামী এষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্‌॥ মাণ্ডুক্য॥৬॥" এই সবিতাদেবই তিনি। দেব-শব্দে তাঁহার স্বপ্রকাশতা (দিব্‌ দীপ্তৌ) এবং সচ্চিদানন্দত্বও সূচিত হইতেছে।

তিনি "নঃ ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ"—আমাদের বুদ্ধির (ধী-অর্থ—বুদ্ধি) প্রেরক। কোন্‌ বুদ্ধির প্রেরক তিনি? ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি যাহাই কিছু আমরা করিনা কেন, তজ্জন্য যে বুদ্ধির প্রয়োজন হয়, সেই বুদ্ধি তিনিই দিয়া থাকেন। (জীবতত্ত্ব প্রবন্ধে ঈশ্বরাধীন কর্ত্তৃত্ব অংশ দ্রষ্টব্য)।

তাহা হইলে সায়নাচার্য্যের ভাষ্যানুসারে গায়ত্রীমন্ত্রের স্থূল তাৎপর্য্য হইল এই—যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা, যিনি আমাদের অন্তর্য্যামী এবং সর্ব্ববিষয়িণী বুদ্ধির প্রেরক, যিনি সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর এবং যাঁহার

স্বরূপশক্তি মায়াকে এবং মায়ার প্রভাবকে সম্যক্‌রূপে অপসারিত করিতে সমর্থ, তাঁহার স্বরূপ-শক্তিকে আমরা ধ্যান করি।

সায়নাচার্য্য গায়ত্রীর চারিপ্রকার অর্থ করিয়াছেন, প্রথম প্রকার অর্থের কথা বলা হইয়াছে। প্রথম প্রকারের অর্থে তৎ-শব্দকে তস্য অর্থে সবিতুঃ-এর বিশেষণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রকারের অর্থে তৎ-শব্দকে "ভর্গঃ" এর বিশেষণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রকারের অর্থে—গায়ত্রীর অন্বয় হইবে এইরূপ :—যঃ ভর্গঃ নঃ ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ, দেবস্য সবিতুঃ তৎ বরেণ্যং ভর্গঃ ধীমহি। এইরূপ অন্বয়েও শব্দসমূহের অর্থ প্রথম প্রকারের অর্থের শব্দসমূহের অর্থের অনুরূপই হইবে। কেবল পরমেশ্বরকে বুদ্ধির প্রেরক না বলিয়া এস্থলে পরমেশ্বরের ভর্গ বা তেজকে বুদ্ধির প্রেরক বলা হইয়াছে। আর সমস্ত প্রথম প্রকারের অর্থের অনুরূপ। প্রথম প্রকারের এবং দ্বিতীয় প্রকারের অর্থে তাৎপর্য্যের কোনও পার্থক্য নাই।

সায়নের তৃতীয় প্রকারের অর্থ সূর্য্যবিষয়ক। "যঃ" সবিতা—সূর্য্যঃ "ধিয়ঃ" কর্ম্মাণি "প্রচোদয়াৎ" প্রেরয়তি, তস্য "সবিতুঃ" সর্ব্বস্য প্রসবিতুঃ "দেবস্য" দ্যোতমানস্য সূর্য্যস্য "তৎ" সর্ব্বৈঃ দৃশ্যমানতয়া প্রসিদ্ধং "বরেণ্যং" সর্ব্বৈঃ সম্ভজনীয়ং "ভর্গঃ" পাপানাং তাপকম্ তেজোমণ্ডলং "ধীমহি" ধ্যেয়তয়া মনসা ধারয়েম।

এস্থলে ধী-শব্দের অর্থ করা হইয়াছে—কর্ম্ম। আর তাহার প্রেরক বা প্রবর্ত্তক—সবিতা বা সূর্য্য। সূর্য্যোদয়েই লোকের কর্ম্ম আরম্ভ হয়; তাই সূর্য্যকে কর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলা হইয়াছে। ভর্গ-শব্দের অর্থ হইয়াছে—সূর্য্যের তেজোমণ্ডল। সকলেই এই সূর্য্যতেজ চাহিয়া থাকে, কেহ অন্ধকারে থাকিতে চায় না—কেবল অন্ধকারে কেহ বাঁচিতেও পারে না। তাই এই ভর্গ—সূর্য্যের তেজোমণ্ডল হইল বরেণ্যং—প্রার্থনীয়, কাম্য। সূর্য্য হইতে এই জগতের—আমাদের এই পৃথিবীর এবং পৃথিবীস্থ বস্তুসমূহের—উদ্ভব বলিয়া সূর্য্যের নাম সবিতা—জগৎ-প্রসবিতা। এইরূপে সায়নাচার্য্যকৃত গায়ত্রীর তৃতীয় অর্থের তাৎপর্য্য হইল এইরূপ—যে সূর্য্য হইতে জগতের উদ্ভব, যে সূর্য্য আমাদের কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, সেই সূর্য্যের তেজোমণ্ডলকে—যে তেজোমণ্ডল সকলেই দেখে এবং সকলেরই কাম্য, সেই তেজোমণ্ডলকে—ধ্যেয় বস্তু বলিয়া আমরা মনে ধারণা করি।

সায়নাচার্য্যের চতুর্থ রকমের অর্থে ভর্গঃ-শব্দের অর্থ করা হইয়াছে—অন্ন, আর ধী-শব্দের অর্থ করা হইয়াছে—কর্ম্ম। "ভর্গঃশব্দেন অন্নমভিধীয়তে। যঃ সবিতা দেবঃ ধিয়ঃ প্রচোদয়তি তস্য প্রসাদাৎ অন্নাদিলক্ষণং ফলং ধীমহি ধারয়ামঃ তস্য আধারভূতাঃ ভবেম ইত্যর্থঃ। ভর্গঃশব্দস্য অন্নপরত্বে ধীশব্দস্য চ কর্ম্মপরত্বে চ আথর্ব্বণমিত্যাদি।"

এস্থলেও সবিতা-অর্থ—সূর্য্য। প্রথম তিন প্রকারের ব্যাখ্যায় ধীমহি ক্রিয়াপদ ধ্যানার্থক "ধ্যৈ"-ধাতু হইতে এবং চতুর্থ প্রকারের অর্থে আধারার্থক "ধীঙ"-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে করা হইয়াছে। চতুর্থ প্রকারের অর্থের তাৎপর্য্য এই—যে সূর্য্যদেব আমাদের সমুদয় কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, তাঁহার প্রসাদ আমরা যেন অন্নাদিরূপ ফল ধারণ করিতে পারি।

তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকারের অর্থ পরব্রহ্ম বিষয়ক নয়।

এক্ষণে গায়ত্রীর ব্যাহৃতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্যম্—এই সাতটী ব্যাহৃতিতে সপ্তলোক বুঝাইতেছে। প্রণবের অর্থে যাহাকে কেবল "ইদম্—ইহা" বলা হইয়াছে, যেন পরিদৃশ্যমান্ ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াই "ইদম্—ইহা" বলা হইয়াছে, কোনও নাম করা হয় নাই, গায়ত্রীতে তাহারই নামোল্লেখ করা হইয়াছে—ভূঃ, ভুবঃ-ইত্যাদি। ভূর্ভুবাদি সাতটী লোককেই ওম্-এর অর্থে "ইদম্—ইহা" বলা হইয়াছে। এই সাতটীও প্রণবই—ব্রহ্মই—প্রণবের বা ব্রহ্মের পরিণতি। এই সপ্তলোকও ব্রহ্মাত্মক বলিয়া এই সপ্তলোক ব্যাপিয়াও ব্রহ্ম বিরাজিত, তাহাই সূচিত হইল। গায়ত্রীর সঙ্গে এই সপ্তলোকের উল্লেখের তাৎপর্য্য এই যে—যিনি এই সপ্তলোক ব্যাপিয়া বিরাজিত, অথবা, যিনি এই সপ্তলোকরূপে নিজকে পরিণত করিয়াছেন, সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমেশ্বরই আমাদের বুদ্ধির প্রবর্ত্তক এবং তাঁহার মায়ানিবর্ত্তিকা স্বরূপ-শক্তির ধ্যানই আমরা করি। তাঁহা হইতে এই সপ্তলোক জন্মিয়াছে, তাই তিনি সবিতা—জগৎ-প্রসবিতা।

ব্যাহৃতি-শব্দের অর্থ—বাক্য। সৃষ্টির প্রারম্ভে সৃষ্টিকামী ব্রহ্মা ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্যম্—এই সাতটী শব্দের উচ্চারণ (ব্যাহরণ) করিয়াছিলেন বলিয়া এই সপ্তলোককে ব্যাহৃতি বলে।

এক্ষণে গায়ত্রীর শিরঃ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুর্বঃ স্বরোম্—আপঃ, জ্যোতিঃ, রসঃ, অমৃতম্, ব্রহ্ম, ভূঃ, ভুর্বঃ, স্বঃ এবং ওম্—এই নয়টী হইল গায়ত্রীর শিরঃ বা মস্তকতুল্য। এই কয়টী শব্দ সাক্ষাদ্‌ভাবেই পরব্রহ্মকে বুঝায়। তাই ইহারা গায়ত্রীর উত্তমাঙ্গস্থানীয়। ব্যাহৃতিগুলি কারণরূপ-ব্রহ্মের বাচক; অর্থাৎ সপ্তব্যাহৃতি পরম্পরাক্রমেই ব্রহ্মকে বুঝায়। অথবা, সপ্তব্যাহৃতি হইল অপর-ব্রহ্মবাচক। আর শিরঃ হইল পরব্রহ্ম-বাচক। প্রণবও পর এবং অপর উভয়-ব্রহ্মবাচক।

গায়ত্রীর শিরোবাচক শব্দগুলি কিরূপে পরব্রহ্মকে বুঝায়, তাহারই আলোচনা হইতেছে।

আপঃ—আপ্-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। আপ্-ধাতুর অর্থ ব্যাপ্তি। তাই, আপঃ-শব্দে ব্যাপকত্ব বুঝায়। ব্রহ্ম হইলেন সর্ব্বব্যাপক। ইহাদ্বারা তাঁহার সর্ব্বব্যাপক সত্ত্বাই সূচিত হইতেছে।

জ্যোতিঃ—শব্দে প্রকাশকত্ব সূচিত হয়। যেমন সূর্য্য—নিজেকেও প্রকাশ করে, অপরকেও প্রকাশ করে। জ্যোতিঃ-শব্দ স্বপ্রকাশত্ব বুঝাইতেছে; স্বপ্রকাশ বলিয়া চিদ্রূপত্বও বুঝায়। ব্রহ্ম হইলেন স্বপ্রকাশ, চিদেকরূপ।

রসঃ—শ্রুতির "রসো বৈ সঃ।" ব্রহ্ম রসস্বরূপ। রসয়তি আস্বাদয়তি ইতি রসঃ—আস্বাদক, রসিক। আর রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ,—আস্বাদ্যবস্তু। ব্রহ্ম হইলেন পরম-আস্বাদ্যবস্তু এবং পরম-আস্বাদকও।

অমৃতম্—জন্ম-জরা-মৃত্যুশূন্য। ইহাদ্বারা নিত্য-মায়ামুক্তত্ব সূচিত হইতেছে। ব্রহ্ম নিত্য-মায়ানির্মুক্ত, শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বভাব।

ব্রহ্ম—বৃহত্ত্বা। সকল বিষয়ে—স্বরূপে, শক্তিতে, শক্তির কার্য্যে—সমস্ত বিষয়ে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। প্রণব বা পরব্রহ্ম সকল বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে॥ শ্বেতাশ্বতর। ৬।৮॥"

উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা গেল—পরব্রহ্ম (বা প্রণব) সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্ববৃহত্তম তত্ত্ব, সর্ব্বব্যাপক, শুদ্ধবুদ্ধনিত্যমুক্ত-স্বভাব, স্বপ্রকাশ, সৎ-চিৎ-আনন্দময়, পরম-আস্বাদ্য এবং পরম-আস্বাদক।

ইহার পরেই গায়ত্রীর শিরের অপর তিনটী বস্তু—ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ। ব্যাহৃতিতেও এই তিনটী বস্তু আছে; কিন্তু ব্যাহৃতির সাতটী বস্তুই প্রণবার্থের "ইদম্ বা এতৎ"-শব্দের বিবৃতি বা বাচ্য। "ইদম্ বা এতৎ"-শব্দবাচ্য বস্তুগুলি যে কালপরিণামী, একথা প্রণব-সম্বন্ধীয় শ্রুতিবাক্যে স্পষ্টরূপেই বলা হইয়াছে। সুতরাং সাতটী ব্যাহৃতিই কালপরিণামী। গায়ত্রীর শিরঃস্থানীয় অর্থাৎ উত্তমাঙ্গ-স্থানীয় বস্তুগুলি কালপরিণামী হইতে পারে না। তাই, মনে হয়, শিরঃ-স্থানীয় "ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ" এই তিনটীও কালপরিণামী নয়, অর্থাৎ ব্যাহৃতিতে যে "ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ"-এর উল্লেখ আছে, শিরঃস্থানীয় "ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ" তাহা নয়। একার্থবোধক বা একবস্তুজ্ঞাপক শব্দ একই গায়ত্রীতে দুইবার উল্লেখের সার্থকতাও দেখা যায় না। শিরঃস্থানীয় "ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ" হইবে প্রণবের বা ব্রহ্মেরই ন্যায় কালাতীত। এক্ষণে, কালাতীত "ভূ, ভুবঃ, স্বঃ"-এর কি তাৎপর্য্য হইতে পারে, তাহাই বিবেচ্য।

প্রণবের অর্থই গায়ত্রী প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রণবসম্বন্ধীয় শ্রুতিবাক্যগুলিতে যে কয়টী বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে, তাহা এই:—(১) ইদম্ বা এতৎ (পরিদৃশ্যমান্ কালপরিণামী), (২) অপরব্রহ্ম, (৩) পরব্রহ্ম (কালাতীত), (৪) প্রণবের বা ব্রহ্মের উপাসনা, (৫) উপাসনার ফল—অপরব্রহ্মপ্রাপ্তি, (৬) উপাসনার ফল পরব্রহ্মপ্রাপ্তি (৭) ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি।

গায়ত্রীতে এই সমস্ত থাকিলেই গায়ত্রীকে প্রণবের অর্থবাচক বলা সঙ্গত হইবে। এ পর্য্যন্ত গায়ত্রীর অর্থে উল্লিখিত বিষয়গুলির কোন্ কোন্টী পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেখা যাউক। (১) ব্যাহৃতিতে "ইদম্ বা এতৎ"-এর বিবৃতি, (২) ব্যাহৃতিতেই অপর ব্রহ্মের বিকাশ, (৩) মূলগায়ত্রীস্থিত সবিতাদেব-শব্দে, সায়নাচার্য্যের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাষ্যানুসারে, পরব্রহ্ম এবং গায়ত্রীশিরঃস্থানীয় আপঃ, জ্যোতিঃ, রসঃ, অমৃতম্ এবং ব্রহ্ম শব্দসমূহেও পরব্রহ্ম, (৪) "ধীমহি"-শব্দে উপাসনা, (৫) উপাসনায় ব্যাহৃতির চিন্তায় অপরব্রহ্মের প্রাপ্তি, সায়নাচার্য্যের তৃতীয় ও চতুর্থ

প্রকারের অর্থেও অপরব্রহ্মের প্রাপ্তি, (৬) গায়ত্রীর শিরঃস্থানীয় আপঃ, জ্যোতিঃ, রসঃ, অমৃতম্ এবং ব্রহ্মের চিন্তাগর্ভ উপাসনায় পরব্রহ্মপ্রাপ্তি—এই কয়টী বিষয় পাওয়া গিয়াছে। গায়ত্রীর যে অর্থ এপর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে "ব্রহ্মলোক" সম্বন্ধে কোনও কথা পাওয়া যায় নাই। তাহাতে মনে হয়, পূর্ণ গায়ত্রীর অবশিষ্ট অংশের—শিরঃস্থানীয় "ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ"-এই অংশের—ব্যাখ্যায় সম্ভবতঃ "ব্রহ্মলোকই" বিবৃত হইয়াছে।

ভূঃ এবং ভুবঃ—এই উভয় শব্দই ভূ-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ভূ-ধাতুতে সত্তা বুঝায়। সুতরাং এই উভয় শব্দই স্থানবাচক—লোক-বাচক হইতে পারে। অভিধানে দেখা যায়, ভূ-শব্দে স্থানমাত্রকেই বুঝায় (মেদিনী)। সুতরাং এস্থলেও ভূ-শব্দে স্থানবিশেষ বা লোকবিশেষকে বুঝাইতে পারে এবং ভূ-শব্দ গায়ত্রীর শিরঃস্থানীয় বলিয়া এই স্থান হইবে কালাতীত স্থান—কালাতীত ব্রহ্মের ধাম-বিশেষ।

প্রণবের উপাসনাবাচক শ্রুতিবাক্যে, "ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্" হওয়াকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনার ফল বলা হইয়াছে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনার ফলও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—কালাতীত কোনও নিত্যবস্তুই হইবে। সুতরাং ব্রহ্মলোক যে কালাতীত নিত্যবস্তু, তাহাই বুঝা গেল। মুণ্ডক-শ্রুতিতেও ব্রহ্মের ধামের কথা পাওয়া যায়। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য এষ মহিমা ভুবি দিবে ব্রহ্মপুরে হ্যেব ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ॥ ২।২।৭॥" ঋক্‌পরিশিষ্টেও বিষ্ণুলোকের কথা দৃষ্ট হয়। "যত্র তৎপরমং পদং বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥" অন্যত্রও এইরূপ শ্রুতিবাক্য দৃষ্ট হয়। "স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি। সে মহিম্নি ইতি॥" ছাঃ উঃ ৭।২৪।১॥" ব্রহ্মের এই "স্বীয়-মহিমা" তাঁহার স্বরূপ-শক্তি ব্যতীত অপর কিছুই নহে। সুতরাং ব্রহ্মের স্বরূপশক্তির বিলাসবিশেষই তাঁহার ধাম বা লোক; তাই ব্রহ্মলোক হইবে—নিত্য, লোকাতীত। কারণ, ইহা লোকাতীত ব্রহ্মের ধাম।

এক্ষণে বুঝা গেল, গায়ত্রী-শিরঃস্থানীয় ভূঃ-শব্দে কালাতীত নিত্য ব্রহ্মলোকই বুঝাইতেছে।

ভুবঃ-শব্দের আভিধানিক অর্থ আকাশও হয় (শব্দকল্পদ্রুম); আকাশে ব্যাপ্তি বুঝায়। সুতরাং ভুবঃ-শব্দে ব্যাপকত্ব সূচিত হইতেছে। ব্রহ্মলোক সর্ব্বব্যাপক—ইহাই তাৎপর্য্য। অথবা, ভূ-ধাতুর প্রকাশন অর্থও হইতে পারে। "ভুবঃ ইতি সর্ব্বং ভাবয়তি প্রকাশয়তি ইতি ব্যুৎপত্ত্যা চিদ্রূপমুচ্যতে (শঙ্করাচার্য্য)—সমস্তকে প্রকাশ করে, এই ব্যুৎপত্তিবশতঃ ভুবঃ-শব্দে চিদ্রূপতা বুঝাইতেছে।" এই অর্থে ভুবঃ-শব্দে স্বপ্রকাশতা এবং চিদ্রূপতা বুঝাইতেছে। ব্রহ্মলোক হইল স্বপ্রকাশ এবং চিদ্রূপ—সুতরাং কালাতীত।

তারপর "স্বঃ"-শব্দের তাৎপর্য্য। শ্রীমদ্‌ভাগবতের "নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্যোষিতাম"—ইত্যাদি ১০।৪৭।৬০-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী "স্বর্যোষিতাম্-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"দিব্যসুখ-ভোগাস্পদ-লোকগণশিরোমণিবৈকুণ্ঠস্থিতানাং যোষিতাম্।" তিনি "স্বঃ"-শব্দের অর্থ করিলেন—দিব্যসুখভোগাস্পদ বৈকুণ্ঠ বা ভগবদ্ধাম। এই ভগবদ্ধাম বা ব্রহ্মলোক হইল দিব্যসুখভোগাস্পদ—দিব্যসুখ বলিতে কালাতীত নিত্য চিন্ময় সুখকেই বুঝায়। মূল গায়ত্রীতে যাঁহাকে "সবিতুঃ দেবস্য" বলা হইয়াছে, সেই দেবের ধাম দিব্যসুখময়ই হইবে। এইরূপে দেখা গেল "স্বঃ"-শব্দে চিন্ময়-সুখস্বরূপত্ব সূচিত হইতেছে। ব্রহ্মলোক হইল চিন্ময়সুখস্বরূপ।

অথবা, স্বঃ-শব্দে দিব্যসুখময় ব্রহ্মধাম, ভূঃ-শব্দে তাহার নিত্যত্ব এবং ভুবঃ-শব্দে তাহার স্বপ্রকাশত্ব এবং চিন্ময়ত্ব সূচিত হইতেছে—এইরূপ অর্থও হইতে পারে।

এইরূপে দেখা গেল—গায়ত্রী শিরঃস্থানীয় "ভূঃ ভুবঃ, স্বঃ"-অংশে দিব্যসুখস্বরূপ, স্বপ্রকাশ, চিদ্রূপ এবং সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মলোক সূচিত হইতেছে।

সর্ব্বশেষ "ওম্"-শব্দে সূচিত হইতেছে যে, গায়ত্রীর অর্থে—ব্যাহৃতি এবং শিরোযুক্ত গায়ত্রীর অর্থে—যাহা যাহা বলা হইল, তৎসমস্তই "ওম্" বা প্রণব এবং প্রণবেরই বিভূতি।

গায়ত্রীর সম্পূর্ণ অর্থ বিবৃত হইল। এই অর্থ হইতে দেখা যায়, প্রণবের অর্থ গায়ত্রীতে কিঞ্চিৎ পরিস্ফুট হইয়াছে। "ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ"-অংশের ব্যাখ্যার উপক্রমে তাহার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি,

প্রণবের অর্থে বীজাকারে সম্বন্ধতত্ত্ব, অভিধেয়তত্ত্ব এবং প্রয়োজনতত্ত্বের কথাও আছে। গায়ত্রীতেও এসকল কথা একটু স্ফুটতর ভাবে বিদ্যমান, তাহাই এক্ষণে দেখান হইতেছে।

গায়ত্রীতে সম্বন্ধ-তত্ত্ব। (ক) প্রণবে যাহা কেবল "ইদম্ বা এতৎ" এবং "ভূতম ভবৎ—ভবিষ্যৎ" ইত্যাদি বাক্যে ইঙ্গিতে মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে, গায়ত্রীর ব্যাহৃতিতে তাহাকে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে—ভূর্ভুবাদি সপ্ত-লোকই প্রণবার্থের ইদম্-শব্দের বাচ্য।

(খ) প্রণবের অর্থে যাহা কেবল "যচ্চ অন্যৎ ত্রিকালাতীতম্"-বাক্যে ইঙ্গিতে উল্লিখিত হইয়াছে, গায়ত্রীর শিরে তাহাই একটু স্পষ্টীকৃত হইয়াছে—আপঃ, জ্যোতিঃ, রসঃ, অমৃতম্, ব্রহ্ম—এই পদসমূহে। প্রণব বা ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক, স্বপ্রকাশ, চিদেকরূপ, পরম-আস্বাদ্য, পরম-আস্বাদক, শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব—অজর, অপহতপাপ্মা ইত্যাদি, স্বরূপে, শক্তিতে, শক্তির কার্য্যে—সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্ববৃহত্তম তত্ত্ব।

(গ) প্রণব বা ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ সর্ব্বেশ্বর এবং অন্তর্য্যামী বলিয়া এবং জগতের যোনি ও সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া আমাদের—জগতিস্থ জীবের—বুদ্ধির প্রেরক, আমাদের কর্ম্মবিষয়া বুদ্ধি এবং ধর্ম্মবিষয়া বুদ্ধির প্রবর্ত্তক, অর্থাৎ আমাদের পুরুষার্থ-বিষয়ক প্রয়াসে আমাদের বুদ্ধির বা ইচ্ছার প্রবর্ত্তক।

গায়ত্রীতে অভিধেয়তত্ত্ব। (ঘ) প্রণবের অর্থে উপাসনার বা ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রণবের কোন বৈশিষ্ট্যের উপাসনা বা ধ্যান করিতে হইবে, তাহা বলা হয় নাই। গায়ত্রীতে তাহা বলা হইয়াছে—তাঁহার ভর্গের বা তেজের (স্বরূপশক্তির) ধ্যান করিতে হইবে; যেহেতু, এই তেজ সকলের উপাস্য, সকলের জ্ঞেয়, সম্যক্‌রূপে সকলের ভজনীয়। কেন এই তেজ সকলের সম্যক্‌রূপে ভজনীয়, তাহাও বলা হইয়াছে —এই তেজ স্বয়ংজ্যোতি এবং ব্রহ্মাত্মক বলিয়া ইহাদ্বারা মায়া এবং মায়ার কার্য্য ভর্জ্জিত বা নির্বীর্য্য হয়—সম্যক্‌-রূপে দূরীভূত হয়।

(ঙ) সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বকারণকারণ, রসস্বরূপ প্রণব বা ব্রহ্মের তেজের ধ্যানের কথা বলাতে ইহাও সূচিত হইতেছে যে, গায়ত্রীর ব্যাহৃতিস্থানীয় ভূর্ভুবাদি সপ্তলোক—প্রণবের অভিব্যক্তি হইলেও—সুতরাং অপরব্রহ্ম হইলেও—অবিদ্যা ও অবিদ্যার প্রভাব হইতে মোক্ষাকাঙ্ক্ষী পুরুষের পক্ষে ধ্যেয় নয়; তাঁহার পক্ষে প্রণবের তেজই ধ্যেয়। যাঁহারা অপর ব্রহ্ম প্রাপ্তির—অর্থাৎ ভূর্ভুবাদিলোকের অনিত্য সুখভোগ প্রাপ্তির—আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা ঐসমস্ত সুখভোগের কামনা চিত্তে পোষণ করিয়া প্রণবের তেজের ধ্যান করিলে তাহা পাইতে পারেন। যাঁহারা অবিদ্যা হইতে উদ্ধার লাভ পূর্ব্বক পরব্রহ্ম প্রাপ্তির কামনা করিবেন, ব্রহ্মকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহার তেজের ধ্যানই তাঁহাদের কর্ত্তব্য। প্রণবার্থে কঠোপনিষদের "যো যদ্ ইচ্ছতি তস্য তৎ"—এই বাক্য হইতেই সাধকের ইচ্ছানুরূপ প্রাপ্তির কথা আসিতেছে।

গায়ত্রীতে প্রয়োজনতত্ত্ব। (চ) গায়ত্রীর অর্থ হইতে জানা যায়, অবিদ্যার এবং অবিদ্যার প্রভাবের সম্যক্ অপসারণই ব্রহ্মের তেজের ধ্যানের মুখ্য ফল। ইহা হইতে বুঝা যায়, এই অবিদ্যার প্রভাবেই জগতিস্থ জীব কালের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতেছে এবং ব্রহ্মের সহিত তাহার সম্বন্ধের কথা ভুলিয়া আছে। সুতরাং অবিদ্যা অপসারিত হইলেই জীব কালের প্রভাবের বাহিরে যাইতে পারিবে, পরিদৃশ্যমান্ জগতে পুনঃ পুনঃ গতাগতি হইতে রক্ষা পাইতে পারিবে; তখনই তাহার সম্বন্ধের জ্ঞান স্ফুরিত হইবে, তখনই জীব "ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্" হইতে পারিবে।

(ছ) ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধটী যখন নিত্য এবং অবিচ্ছেদ্য, যে আবরণে তাহা আবৃত হইয়া আছে, তাহা (অর্থাৎ অবিদ্যা) অপসারিত হইলে সম্বন্ধের জ্ঞান আপনা-আপনিই স্ফুরিত হইতে পারে, সম্বন্ধের জ্ঞান স্ফুরিত হইলেই জীব "ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্" হইতে পারে। ইহাই উপাসনার ফল বা প্রয়োজনতত্ত্ব।

এইরূপে দেখা গেল, প্রণবে যাহা বলা হইয়াছে, গায়ত্রীতে তাহাই স্ফুটতর ভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। প্রণবকে বীজ মনে করিলে গায়ত্রীকে তাহার অঙ্কুর মনে করা যায়; বস্তুতঃ বেদ-উপনিষদাদি সমস্ত শাস্ত্রই

প্রণবের এবং গায়ত্রীর অর্থপ্রকাশক। বীজরূপ প্রণবই গায়ত্রীতে অঙ্কুরিত হইয়া বেদ-উপনিষদাদিরূপ বিরাট মহীরুহে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

গীতায় প্রণবের অর্থ-বিকাশ। মহাভারতের অন্তর্গত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতে প্রণবের বা গায়ত্রীর অর্থ আরও একটু পরিস্ফুট হইয়াছে। গীতাসম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ। পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥—সমস্ত উপনিষদ্-রাশি গাভীসদৃশ; পার্থ বৎসসদৃশ; আর গোপরাজনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গাভীদোহনকারী। বৎসরূপ অর্জ্জুনের উপলক্ষে তিনি গীতামৃতরূপ দুগ্ধ দোহন করিয়াছেন। নির্ম্মলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ এই দুগ্ধের ভোক্তা।" এই উক্তি হইতে জানা যায়—সমস্ত উপনিষদের সার হইল শ্রীমদ্‌-ভগবদ্‌গীতা। সুতরাং গীতার উক্তি হইল উপনিষদেরই উক্তি। গীতায় প্রণব বা গায়ত্রীর অর্থ কিরূপ বিকাশ লাভ করিয়াছে; দেখা যাউক।

(ক) গীতা হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণই প্রণব এবং শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম, সমস্তের আদি, অজ, শাশ্বত, বিভু। শ্রীকৃষ্ণোক্তি যথা। পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কারঃ ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥ ৯।১৭ ॥" শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জ্জুনোক্তি, যথা। "পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্। পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥ ১০।১২ ॥" প্রণবের অর্থেও বলা হইয়াছে—প্রণবই ব্রহ্ম।

(খ) প্রণবের অর্থে বলা হইয়াছে, প্রণব বা ব্রহ্মই জগতের যোনি,—উৎপত্তি ও প্রলয়ের হেতু। গীতা বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণই জগতের যোনি। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—"অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৭।৬ ॥ বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ॥ ৭।১০ ॥ অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ॥ ১০।৮ ॥"

(গ) প্রণবের অর্থে ইঙ্গিতে জানা গিয়াছিল, প্রণব বা ব্রহ্মই জগতের অধিষ্ঠান; গীতায় স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণই জগতের অধিষ্ঠান। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—"ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭।৭ ॥" বিশ্বরূপে অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখাইয়াছেনও।

(ঘ) জগতের অধিষ্ঠানভূত হইয়াও জগতের সহিত যে প্রণবের বা ব্রহ্মের স্পর্শ নাই, প্রণবের অর্থে প্রচ্ছন্নভাবে তাহা জানা গিয়াছে। গীতা স্পষ্ট কথায় বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ জগতের অধিষ্ঠান হইয়াও স্পর্শহীন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—"যে চৈব সাত্ত্বিকাভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে। মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ৭।১২ ।—সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস যত প্রকার পদার্থ অছে, তৎসমস্ত আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। তাহারা আমাতে আছে, আমি কিন্তু তাহাদের মধ্যে নাই।"

এইরূপে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম, শ্রীকৃষ্ণই প্রণব।

(ঙ) প্রণবের বা গায়ত্রীর অর্থে যাহা পরিস্ফুট হয় নাই, পরব্রহ্মের রূপ-গুণ-লীলাদি সম্বন্ধে সেইরূপ কথাও গীতায় জানা যায়। "জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্ ॥ ৪।৯ ॥"-ইত্যাদি বাক্যে অর্জ্জুনের নিকট পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—তাঁহার আবির্ভাব-তিরোভাব (দিব্যজন্ম) আছে, তাঁহার লীলা (কর্ম্ম) আছে। জগতের কল্যাণের নিমিত্ত তিনি জগতে অবতীর্ণ হন। "যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সংভবামি যুগে যুগে ॥ ৪।৭-৮ ॥" তাঁহার যে অনন্ত রূপ আছে, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ তাহাও অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন এবং অর্জ্জুনকে কোনও কোনও রূপ দেখাইয়াছেনও। "পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ। নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনিচ। ১১।৫ ॥"

(চ) প্রণবের অর্থে প্রণব বা ব্রহ্মকে অন্তর্য্যামী বলা হইয়াছে। অন্তর্য্যামী বলিয়া গায়ত্রীতে তাঁহাকে বুদ্ধির প্রবর্ত্তক এবং ধ্যেয় বলা হইয়াছে। এসম্বন্ধে গীতার উক্তি বেশ সুস্পষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট বলিয়াছেন—"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ। বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫।১৫ ॥—অন্তর্য্যামিরূপে সকলের হৃদয়ে আমিই প্রবিষ্ট হইয়া আছি। আমা হইতেই তাহাদের পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের

স্মৃতি জন্মে, আমা হইতেই তাহাদের বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগজ জ্ঞান জন্মে এবং আমা হইতেই তাহাদের স্মৃতি ও জ্ঞানের অভাব হয়। আমিই সকল বেদের বেদ্য। বেদান্তার্থের প্রবর্ত্তকও আমি, বেদের প্রকৃত অর্থবেত্তাও আমি।"

অন্যত্রও এরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া॥ ১৮।৬১॥—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—ঈশ্বর (প্রণব-রূপ সর্ব্বেশ্বর) অন্তর্য্যামিরূপে প্রাণিসমূহের হৃদয়ে বাস করিয়া স্বীয় শক্তিদ্বারা যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন—বিবিধ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন।" শ্রুতিও এরূপ বলিয়া থাকেন। "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥ শ্বেতাশ্বতর। ৬।১১॥ য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মানমন্তরো যময়তি যমাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরমেষ ত আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃতঃ॥ বৃহদারণ্যক। ৩।৭।৩॥"

ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি-বিষয়ে বুদ্ধির প্রবর্ত্তকও তিনি। "তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ গীতা। ১০।১০॥—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে বলিতেছেন—যাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক সর্ব্বদা ঐকান্তিক ভাবে আমার ভজন করেন, আমি তাঁহাদিগকে সেইরূপ বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে পাইতে পারেন।"

এইরূপে গীতাতে প্রণবের যে অর্থ বিকশিত হইয়াছে, তদনুসারে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম, শ্রীকৃষ্ণই প্রণব, শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্য এবং **শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধতত্ত্ব।**

গীতায় অভিধেয়তত্ত্ব। (ছ) প্রণবের অর্থে প্রণবকে বা ব্রহ্মকে জানার উপদেশ এবং তদনুকূল সাধনের উপদেশও আছে। গায়ত্রীর অর্থেও তাঁহার তেজের ধ্যানের কথা দৃষ্ট হয়। সেই ধ্যানের তাৎপর্য্য কি, কোন্ উপায়ে পরব্রহ্মকে জানা যায়, গীতা অতি স্পষ্ট ভাবে তাহা বলিয়া গিয়াছেন। অর্জ্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—ভক্তিদ্বারাই তাঁহাকে জানা যাইতে পারে। "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ১৮।৫৫॥—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, আমি স্বরূপতঃ যেরূপ (সর্ব্বব্যাপী) এবং স্বরূপতঃ আমি যাহা (সচ্চিদানন্দ), ভক্তিদ্বারাই তাহা সম্যক্‌রূপে জানা যায়।" আরও তিনি বলিয়াছেন—"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যো হ্যহমেবংবিধোঽর্জ্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥ ১১।৫৪॥—অনন্যভক্তিদ্বারাই আমার এই তত্ত্ব জানিতে, আমার স্বরূপ দর্শন করিতে এবং আমাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হওয়া যায়।"

গায়ত্রীর অর্থে যে ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে, গীতার বাক্য হইতে জানা গেল, তাহা হইবে ভক্তিমূলক ধ্যান। ভক্তিদ্বারাই তাঁহাকে জানা যায় (অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধের জ্ঞান জন্মিতে পারে), ভক্তিদ্বারাই তাঁহার দর্শন লাভ হইতে পারে এবং ভক্তির সাহায্যেই তাঁহাতে প্রবেশ লাভ (অর্থাৎ সাযুজ্যমুক্তি) হইতে পারে। এইরূপে ভক্তির অভিধেয়ত্বই গীতায় প্রতিপন্ন হইল।

গীতায় প্রয়োজনতত্ত্ব। (জ) উপাসনার ফলে যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই পাইতে পারেন—প্রণবের অর্থে তাহা জানা গিয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন প্রাপ্তব্য বস্তুর স্বরূপ কি, তাহা প্রণবের বা গায়ত্রীর অর্থে জানা যায় নাই; কেবল পরব্রহ্মের এবং অপর-ব্রহ্মের প্রাপ্তি—ইহারই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছিল। এসম্বন্ধে গীতায় স্পষ্টতর উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

কর্ম্মের অনুষ্ঠানে স্বর্গাদিসুখভোগ লাভ হইতে পারে; কিন্তু এই স্বর্গসুখ যে অনিত্য, তাহাও গীতায় বলা হইয়াছে। ইহা অপরব্রহ্ম প্রাপ্তি।

পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগের কথা, ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্যের কথা এবং শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির (ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হওয়ার) কথাও গীতায় বলা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির কথাই গীতার শেষ কথা (১৮।৬৫)। এবং ইহা যে সর্ব্বগুহ্যতম পরম-বাক্য, তাহাও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন (১৮।৬৪)। ইহাতে বুঝা যায়, সেবাপ্রাপ্তিই চরম-তম কাম্যবস্তু। ইহাই চরম-তম প্রয়োজন।

মন্তব্য। (ঝ) গীতা হইতে জানা গেল, শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম, শ্রীকৃষ্ণই প্রণব।

(ঞ) প্রণবের অর্থে সাধনের উপদেশ আছে। কেন সাধনের প্রয়োজন হইল, তাহা বলা হয় নাই। তাহা প্রচ্ছন্ন আছে। গায়ত্রীর ভর্গ-শব্দের অর্থে সায়নাচার্য্য একটু ইঙ্গিত দিয়াছেন—অবিদ্যাকে অপসারিত করাইবার জন্যই ব্রহ্মের তেজের ধ্যান করিতে হয়। এই অবিদ্যার বা মায়ার কথা গায়ত্রীতেও স্পষ্ট নহে। গীতায় একটু স্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ। মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ ৭।১৩॥ —শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে বলিতেছেন, মায়ার ত্রিবিধ গুণময় ভাবই (অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা মায়াই) জগৎকে (অর্থাৎ জগদ্বাসী জীবগণকে) মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। মায়িক-গুণসমূহের অতীত অব্যয় (নির্ব্বিকার) আমাকে মুগ্ধজীব জানিতে পারে না।" জীব মায়াদ্বারা মুগ্ধ হইয়া আছে বলিয়াই পরব্রহ্মকে (সুতরাং পরব্রহ্মের সহিত জীবের সম্বন্ধকেও) ভুলিয়া আছে। তাই, এই ভুল দূর করার জন্য সাধনের প্রয়োজন হয়।

(ট) মায়ার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই জীব ব্রহ্মকে জানিতে পারে, জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধের জ্ঞানও স্ফুরিত হইতে পারে। কিরূপে, অর্থাৎ কিরূপ সাধনে, মায়ার প্রভাব হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তাহাও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন। "দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ৭।১৪॥—এই গুণময়ী মায়া আমার শক্তি; তাই জীবের পক্ষে দুর্ল্লঙ্ঘনীয়া। যাহারা আমার শরণাপন্ন হয়, কেবলমাত্র তাহারাই মায়ার কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে।" তাঁহার শরণাপন্ন হওয়ার তাৎপর্য্য হইতেছে—ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার ভজন করা। পূর্ব্বোল্লিখিত "ভক্ত্যা মামভিজানাতি"-ইত্যাদি বাক্যে তাহাই প্রকাশ করা হইয়াছে। গায়ত্রীর ভাষ্যে "ভর্গ"-শব্দের অর্থে সায়নাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, গীতার উল্লিখিত "দৈবীহ্যেষা"-ইত্যাদি শ্লোকে তাহার সমর্থন পাওয়া যায়। মায়া যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শক্তি, তাহাও জানা গেল।

(ঠ) প্রণবের অর্থে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মই এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ এবং এই পরিদৃশ্যমান্ জগতের অতীতও অন্য কিছু আছে, যাহা ত্রিকালাতীত—তাহাও ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম। উপরোক্ত (ঞ)-অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত (৭।১৩) গীতা-শ্লোকের অন্তর্গত "এভ্যঃ পরমব্যয়ম্"-বাক্যে যেই কালাতীত ব্রহ্মের পরিচয় পাওয়া যায়—তিনি শ্রীকৃষ্ণ। গায়ত্রীর শিরঃ-অংশে "আপঃ, জ্যোতিঃ, রসঃ, অমৃতম্ এবং ব্রহ্ম"—এই শব্দসমূহেও এই কালাতীত ব্রহ্মের কথাই বলা হইয়াছে; তবে তিনি যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহা গীতার শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। গোপালতাপনী-শ্রুতিতেও এইরূপ স্পষ্টোক্তি দৃষ্ট হয়।

(ড) ব্রহ্মকর্ত্তৃক সৃষ্ট বলিয়া জীবের সহিত তাঁহার একটা নিত্য সম্বন্ধের ইঙ্গিত প্রণবের অর্থে পাওয়া যায়। প্রণবের অর্থে এবং গায়ত্রীতে উপাসনার উপদেশেও সেই সম্বন্ধের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সম্বন্ধটী কিরূপ, প্রণবের বা গায়ত্রীর অর্থে তাহা জানা যায় না। গীতাতে তাহা জানা যায়। "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো"-ইত্যাদি (৭।৫)-শ্লোকে বলা হইয়াছে—জীব স্বরূপতঃ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শক্তি—জীবভূতা-শক্তি বা জীবশক্তি এবং এই শক্তি তাঁহার মায়াশক্তি হইতে উৎকৃষ্টা। আবার "মমৈবাংশো জীবভূতো"-ইত্যাদি (১৫।৭)-শ্লোকে বলা হইয়াছে—জীব স্বরূপতঃ তাঁহার অংশ। আবার "অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।"-ইত্যাদি (২।২৪)-শ্লোক হইতে জানা যায়, জীব স্বরূপতঃ জড়-বিরোধী—চিন্ময় বস্তু। এজন্যই জীবশক্তিকে মায়াশক্তি হইতে শ্রেষ্ঠা বলা হইয়াছে।

(ঢ) জীব পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং অংশ হওয়ায় ইহাও জানা যাইতেছে যে, জীব স্বরূপতঃ পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণেরই দাস। কারণ, শক্তিমানের সেবাই শক্তির স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্ম এবং অংশীর সেবা করাই অংশেরও স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এজন্যই শ্রীকৃষ্ণসেবাকে "সর্ব্বগুহ্যতম পরম-বাক্য" বলা হইয়াছে।

(ণ) প্রণবের অর্থে যে "ব্রহ্মলোকের" উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে এবং গায়ত্রীর শিরোভাগে "ভূর্ভুবঃ স্বঃ"-অংশে যাহার স্বরূপের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে, গীতাতেও "যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ৮।২১॥" এবং "যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ১৫।৬॥—যেস্থানে গেলে আর এই সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না।"—এই বাক্যদ্বয়ে তাহারই কথা দৃষ্ট হয়।

(ত) প্রণবের অর্থে ব্রহ্মকে সবিশেষ বলা হইয়াছে। সবিশেষ হইলে তাঁহার শক্তিও থাকিবে। গায়ত্রীর "ভর্গ"-শব্দে এই শক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। এই শক্তিরই আরও এক বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে গীতার "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্—আমি ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা। ১৪।২৭॥"-বাক্যে। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—তিনি ব্রহ্মের আশ্রয়। মুণ্ডক-শ্রুতিতেও অনুরূপ উক্তি পাওয়া যায়। "সদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্॥ ৩।১।৩॥"—এই শ্রুতিবাক্যে "কর্ত্তা, ঈশ্বর, পুরুষকে"—প্রণবের অর্থে যাঁহাকে "সর্ব্বেশ্বর"-বলা হইয়াছে, তাঁহাকে "ব্রহ্মের যোনি" বা "ব্রহ্মের মূল" বলা হইয়াছে। "একোঽপি সন্ যো বহুধাবভাতি॥"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জানা যায়, পরব্রহ্ম এক হইয়াও বহু রূপে প্রতিভাত হন। তাঁহার শক্তির প্রভাবেই ইহা সম্ভব। গীতায় পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণকে যে-ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় বলা হইয়াছে, সেই ব্রহ্মও এই পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণেরই এক রূপ—একথাই যেন প্রকাশ পাইতেছে। শক্তির অস্তিত্ব হইতেও জানা যায়—ব্রহ্ম বা প্রণব সবিশেষ।

(থ) গীতায় পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের দুইটী শক্তির স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া গেল—জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি। তাৎপর্য্যার্থে স্বরূপ-শক্তির উল্লেখও দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণের দিব্য-জন্ম-কর্ম্মাদি, বিশ্বরূপ-প্রকটনাদি, মায়াদূরীকরণ-সামর্থ্যাদি তাঁহার স্বরূপ-শক্তির পরিচায়ক।

এইরূপে দেখা গেল, যে অর্থ প্রণবে বীজরূপে এবং গায়ত্রীতে অঙ্কুররূপে দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাই গীতাতে পরিপুষ্ট অঙ্কুররূপে—শাখাপত্রাদিসমন্বিতরূপে—অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

চতুঃশ্লোকীতে প্রণবের অর্থবিকাশ। সৃষ্টি-আরম্ভের পূর্ব্বে—কিরূপে সৃষ্টি করা হইবে—এবিষয় চিন্তা করিতে করিতে ব্রহ্মার সুদীর্ঘকাল অতীত হইল; তথাপি তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি চিন্তা হইতে বিরত হইলেন না। তখন, তপস্যা করার জন্য এক আকাশবাণী তাঁহাকে আদেশ দিলে, তিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়-কর্ম্মেন্দ্রিয়াদি সংযত করিয়া দেবপরিমিত সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তপস্যা করিলেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করাইলেন। সপার্ষদ শ্রীভগবানকে দর্শন করিয়া ব্রহ্মার দেহে অশ্রু-কম্প-পুলকাদির উদয় হইল, তিনি ভগবানের চরণে প্রণত হইলেন। ভগবান্ স্বীয় করে তাঁহার করস্পর্শ করিয়া, তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছেন জানাইয়া, তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলে ব্রহ্মা চারিটী বিষয় জানিতে চাহিলেন, যথা "(১) আপনার স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপ কীদৃশ, (২) আপনার মায়া কি বস্তু, (৩) মায়ার সহযোগে আপনার লীলাতত্ত্ব কিরূপ এবং (৪) কি উপায় অবলম্বন করিলে এসমস্ত তত্ত্বের জ্ঞান জন্মিতে পারে এবং মায়াভিভূতও হইতে হইবে না।" ভগবান্ প্রীত হইয়া চারিটী শ্লোকে কয়েকটী তত্ত্বকথা ব্রহ্মকে উপদেশ করিয়া বলিলেন—"এই উপদেশগুলির কথা একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিলে কল্প-বিকল্পেও তোমার আর মোহ জন্মিবে না।" ব্রহ্মার প্রতি শ্রীভগবানের উপদিষ্ট এই চারিটী শ্লোককেই চতুঃশ্লোকী বলে। এই চারিটী শ্লোক ব্রহ্মা স্বীয় পুত্র নারদকে একটু বিস্তৃতভাবে উপদেশ করেন (শ্রীভা, ২।৭।৪১ এবং ২।৯।৪৩) এবং নারদ আবার সরস্বতী-নদীতীরে স্বীয় আশ্রমে ধ্যাননিমগ্ন ব্যাসদেবের নিকটে তাহা কীর্ত্তন করেন (শ্রীভা, ২।৯।৪৪)। শুনিয়া ব্যাসদেব মনে করিলেন—"এই অর্থ আমার সূত্রের ব্যাখ্যারূপ। শ্রীভাগবত করি সূত্রের ভাষ্যরূপ॥ ২।২৫।৮১॥"

বিভিন্ন উপনিষদের সমন্বয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে ব্যাসদেব বেদান্ত-সূত্র গ্রথিত করিয়াছিলেন। চতুঃশ্লোকী দেখিয়া তিনি মনে করিলেন—বেদান্ত-সূত্রে তিনি যাহা প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছিলেন, এই চতুঃশ্লোকীর প্রতিপাদ্যও তাহাই। এই চতুঃশ্লোকীকে বিবৃত করিয়া তখন তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রকটিত করিলেন। "অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীভাগবত॥ ২।২৫।৮৪)।" শ্রীমদ্‌ভাগবত বেদান্তসূত্রকার-ব্যাসদেবকৃত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য স্বরূপ। "অতএব ভাগবত—সূত্রের অর্থরূপ। নিজকৃত সূত্রের নিজ ভাষ্যস্বরূপ॥ ২।২৫।১০৮॥" শ্রীমদ্‌ভাগবত গায়ত্রীরও ভাষ্যসদৃশ। শ্রীমদ্‌ভাগবত সম্বন্ধে তাই গরুড়পুরাণ বলেন "অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ। পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ ভগবতোদিতঃ। দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ। গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্‌ভাগবতাভিধঃ॥—শ্রীমদভাগবতগ্রন্থ স্বয়ংভগবান্ কর্তৃক কথিত। ইহাতে দ্বাদশটী স্কন্ধ এবং শত শত (তিনশত

পঁয়ত্রিশটী) অধ্যায় আছে। ইহা ব্রহ্মসূত্রের অর্থসদৃশ, ইহাতে সমগ্র মহাভারতের অর্থ-নির্ণীত হইয়াছে, ইহা গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ, সমগ্র বেদার্থ-দ্বারা ইহার কলেবর বর্দ্ধিত এবং পুরাণসমূহের মধ্যে ইহা সামবেদসদৃশ।" শ্রীমদ্‌ভাগবতের মধ্যেই স্বয়ং সূতগোস্বামী বলিয়াছেন—এই শ্রীমদ্‌ভাগবতে "সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্॥ ১।৩।৪২॥ সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে॥ ১২।১৩।১৫॥"

যাহা হউক, শ্রীমদ্‌ভাগবত যখন গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ এবং চতুঃশ্লোকীর বিবৃতিস্বরূপ, তখন চতুঃশ্লোকীই হইবে গায়ত্রীর—সুতরাং প্রণবেরও—সংক্ষিপ্ত অর্থস্বরূপ। চতুঃশ্লোকীতে যে প্রণবের অর্থ একটু বিস্তৃত ভাবেই কথিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করা হইবে।

প্রণব ও গায়ত্রীর ন্যায় চতুঃশ্লোকীতেও সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন এই তিন তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মাকে যাহা বলিয়াছিলেন, ছয়টী শ্লোকে তাহা নিবদ্ধ হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম দুইটী শ্লোক উপক্রমণিকাস্থানীয়। পরবর্ত্তী চারিটীকেই চতুঃশ্লোকী বলা হয়। আমরা প্রথমে উপক্রমণিকা-স্থানীয় শ্লোক দুইটীরই উল্লেখ করিব।

"জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্‌বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥ শ্রীভা, ২।৯।৩০॥"

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! (জড়বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান হইল সাধারণ জ্ঞান, জড়াতীত নির্ব্বিশেষ-সচ্চিদানন্দ-বিষয়ক জ্ঞান হইল গুহ্য (ইন্দ্রিয়াতীত) জ্ঞান, অন্তর্যামি-পরমাত্মা-বিষয়ক জ্ঞান হইল গুহ্যতর জ্ঞান এবং ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ লীলাময় সবিশেষ চতুর্ভুজরূপে যিনি তোমাকে উপদেশ দিতেছেন, সেই) আমার সম্বন্ধীয় পরম-গুহ্য (গুহ্যতম) জ্ঞানের কথা, মদ্‌বিষয়ক জ্ঞানের বিজ্ঞানের (বা অনুভবের) কথা, মদ্‌বিষয়ক জ্ঞানলাভের যে রহস্য (অর্থাৎ প্রেমভক্তি, যাহা সহজে ভগবান্ কাহাকেও দেন না, সুতরাং যাহা পরম গোপনীয় অর্থাৎ রহস্যময়-বস্তু) আছে, তাহার কথা এবং মদ্‌বিষয়ক জ্ঞানের যে অঙ্গ (অর্থাৎ প্রেমভক্তি উন্মেষিত হওয়ার অনুকূল সাধন) আছে, তাহার কথাও (আমি ব্যতীত অন্য কেহ জানে না বলিয়া আমিই) তোমাকে কথায় বলিতেছি, তুমি তৎসমস্ত গ্রহণ কর।

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥ শ্রীভা, ২।৯।৩১॥"

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে আরও বলিলেন—ব্রহ্মন্! আমি যে স্বরূপ-বিশিষ্ট (অর্থাৎ আমি যে পরিমাণবিশিষ্ট), আমি যে লক্ষণবিশিষ্ট, আমি শ্যাম-চতুর্ভুজ-দ্বিভুজাদি যে সকল রূপবিশিষ্ট, আমি যাদৃশ-রূপগুণ-লীলাবিশিষ্ট, আমার অনুগ্রহে সে সমস্তের যথার্থ অনুভব তোমার হউক।

শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া কিম্বা অপরের মুখে শুনিয়া তত্ত্বাদিসম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মে, তাহা হইল পরোক্ষ জ্ঞান বা আক্ষরিক জ্ঞান। এই জ্ঞান মস্তিষ্কেই থাকে, হৃদয়কে স্পর্শ করে না। এই জ্ঞানের অনুভব যখন জন্মে, তখনই তাহাকে বলে বিজ্ঞান বা অপরোক্ষ জ্ঞান। পরোক্ষ জ্ঞানের মূল্য বিশেষ কিছু নাই; তাহা আমাদের চিত্তের উপরে বিশেষ প্রভাবও বিস্তার করিতে পারে না। লোকের সাক্ষাতে আমরা কোনও অন্যায় কাজ করি না; কারণ, লোকসম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। কিন্তু ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বত্র বিদ্যমান—ইহা জানিয়াও (এবিষয়ে পরোক্ষ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও) আমরা অপর লোকের অলক্ষিতভাবে অন্যায় কাজ করি, অসঙ্গত চিন্তা মনে পোষণ করি। ভগবান্ সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞান নাই বলিয়াই আমরা অনুভব করিতে পারি না যে, আমাদের গুপ্ত কাজ বা চিন্তাও তিনি জানিতে পারেন। এই অপরোক্ষ জ্ঞান কিন্তু ভগবৎ-কৃপা (অথবা ভগবদনুগৃহীত মহাপুরুষের কৃপা) ব্যতীত জন্মিতে পারে না। তাই পরম-করুণ ভগবান্ ব্রহ্মকে বলিলেন—"তত্ত্বের কথা আমি তোমাকে কথায় বলিয়া যাইব; তুমিও শুনিবে, শুনিয়া হয়তো মনে করিয়াও রাখিবে। কিন্তু আমার কথিত বিষয়ের অনুভব

না জন্মিলে, তাহাতে তোমার বিশেষ কোনও উপকার হইবে না। আমার কৃপা ব্যতীত তুমি নিজে নিজে অনুভবও করিতে পারিবে না। আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি—আমার কৃপায় আমার কথিত তত্ত্বসম্বন্ধে তোমার বিজ্ঞান বা অনুভব—অপরোক্ষ জ্ঞান—জন্মুক।

এই শ্লোক দুইটীতে—সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন—এই তিনটী তত্ত্বেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি (ভগবান্), আমার চতুর্ভুজ-দ্বিভুজাদিরূপ, আমার গুণ, আমার লীলা—এসমস্তই সম্বন্ধতত্ত্ব। আমার সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান হইল সম্বন্ধ-তত্ত্বের জ্ঞান ও বিজ্ঞান। আমাকে (ভগবান্‌কে) জানিবার—অনুভব করিবার—একমাত্র উপায় হইল প্রেম। এই প্রেমই (যাহাকে উল্লিখিত শ্লোকে রহস্য বলা হইয়াছে, সেই রহস্যই) হইল প্রয়োজন-তত্ত্ব। আর এই প্রেম-প্রাপ্তির জন্য যে সাধন করিতে হয়, সেই সাধনই (শ্লোকে যাহাকে তদঙ্গ বলা হইয়াছে, তাহাই) অভিধেয়-তত্ত্ব।

ভগবানের রূপ-গুণ-লীলাদি হইল তাঁহার স্বরূপশক্তির বিলাস। শক্তি ও শক্তিমান্‌কে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না বলিয়া ভগবানের শক্তি এবং শক্তির বিলাসাদিও (অর্থাৎ তাঁহার রূপ-গুণ-লীলাদিও) তত্ত্বতঃ স্বরূপাতিরিক্ত নহে। রূপগুণাদি স্বরূপ হইতে অভিন্ন হইলেও ভেদবোধক বিশেষত্ব। বিশেষত্বের জ্ঞানেই স্বরূপের জ্ঞানের পূর্ণতা। তাই, উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ের প্রথম শ্লোকে কেবল স্বরূপের জ্ঞানের কথা (মে জ্ঞানং) বলিয়াও দ্বিতীয় শ্লোকের "যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।"-বাক্যে রূপগুণাদির কথা বলা হইয়াছে। রূপগুণাদির জ্ঞানও সম্বন্ধজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

যাহা হউক, এইরূপ উপক্রম করিয়া শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে তাঁহার প্রার্থিত বিষয়গুলি পরবর্ত্তী চতুঃশ্লোকীতে জানাইতেছেন। চতুঃশ্লোকীর প্রথম শ্লোকে সম্বন্ধতত্ত্বের কথা বলিতেছেন।

"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥ শ্রীভা ২।৯।৩২॥"

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! অগ্রে (সৃষ্টির পূর্ব্বে, মহাপ্রলয়ে) আমিই ছিলাম; অন্য যে স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ এবং তাহাদের কারণ যে প্রধান এবং যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, তাহারাও আমা হইতে পৃথক্ ছিল না। সৃষ্টির পরেও (পশ্চাৎ) আমিই আছি। এই যে বিশ্ব দেখিতেছ, তাহাও আমিই। প্রলয়ে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাও আমিই।

এই শ্লোকসম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাইতেছে। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—**অগ্রে অহম্ এব আসম্**—আগে আমিই ছিলাম। আগে-শব্দের তাৎপর্য্য এই—সৃষ্টির এবং সৃষ্টির সূচনারও আগে। ভগবান্ যখন সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করেন, তখনই সৃষ্টির সূচনা (তাহার পরে মায়ার প্রতি দৃষ্টি, তারপর প্রকৃতির বিক্ষোভাদি)। এই সূচনার অর্থাৎ ভগবানের মনে সৃষ্টিবাসনা জন্মিবারও পূর্ব্বে, যখন মহাপ্রলয় চলিতেছিল, সেই সময়টাই আগে-শব্দে সূচিত হইতেছে। ভগবান্ বলিতেছেন—মহাপ্রলয়ের সময়েও আমিই—হে ব্রহ্মন্! যে আমি তোমাকে কৃপা করিয়াছি, তোমার করস্পর্শ করিয়া বর-প্রার্থনার আদেশ করিয়াছি, তুমি যে-আমার ধাম বৈকুণ্ঠের দর্শন পাইয়াছ, বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী-আদি যে-আমার পরিকর-বর্গের দর্শন পাইয়াছ, অশেষ-ঐশ্বর্য্যপূর্ণ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ যে-আমি তোমাকে তত্ত্বোপদেশ করিতেছি, সেই আমিই, মহাপ্রলয় যখন চলিতেছিল, তখন—ছিলাম।

কোনও স্থানে রাজা আসিয়াছেন বলিলে রাজা একাকী আসেন নাই, তাঁহার পরিকরবর্গও আসিয়াছেন, ইহাই বুঝায়, (যথা রাজাসৌ গচ্ছতি ইত্যুক্তে সপরিবারস্য রাজ্ঞো গমনমুক্তং ভবতি তদ্বৎ॥ বেদান্তসূত্র। ১।১।১-সূত্রের শঙ্করভাষ্য।) অথচ পরিকরবর্গের উল্লেখ সাধারণতঃ থাকে না। তদ্রূপ, এস্থলে "আমি ছিলাম" বলাতেও "আমার পরিকরবর্গও ছিলেন" তাহাই বুঝাইতেছে। বিশেষতঃ ব্রহ্মাও ভগবানের ধাম এবং পরিকরবর্গ দর্শন করিয়াছেন—যদিও ব্রহ্মার এই দর্শন-সময়ে তাঁহার ব্যষ্টিসৃষ্টির আরম্ভও হয় নাই। প্রশ্ন হইতে পারে, ভগবানের পরিকরবর্গও মহাপ্রলয়ে থাকিয়া থাকিলে "এব—অহম্ এব"—আমিই ছিলাম বলা হইল কেন? "এব"-শব্দের সার্থকতা কি?

চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডাদি তখন ছিল না—ইহাই এব-শব্দের ব্যঞ্জনা। সপরিকর আমিই ছিলাম—ইহাই তাৎপর্য্য। কাশীখণ্ডের ধ্রুবচরিত হইতে জানা যায়—মহাপ্রলয়েও ভগবদ্ভক্তগণ তাঁহাদের স্বরূপচ্যুত হন না, তখনও তাঁহারা ভগবৎ-সেবকরূপেই বর্ত্তমান থাকেন। "ন চ্যবন্তেঽপি যদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদি। অতোঽচ্যুতোঽখিলে লোকে স একঃ সর্ব্বগোঽব্যয়ঃ॥" সাধনসিদ্ধ জীবদের সম্বন্ধেই একথা। নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের নিত্যত্ব-সম্বন্ধে কথাই উঠিতে পারে না।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে, ভগবানের যে পরিকর আছেন, তাহারই বা প্রমাণ কি? প্রমাণ বেদান্ত-সূত্রেই পাওয়া যায়। "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্॥ ২।১।৩৩॥"-সূত্রে ব্রহ্মের বা ভগবানের লীলার কথা জানা যায়। লীলা বা খেলা একাকী হয় না। লীলার সঙ্গী চাই। লীলাসঙ্গীরাই পরিকর। গোপালতাপনী শ্রুতিতে বহু লীলাপরিকরের নাম দৃষ্ট হয়; তাহা প্রবন্ধান্তরে দেখান হইয়াছে। "রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা।" —ইত্যাদি ঋক্‌পরিশিষ্ট-বাক্যেও পরিকর-শিরোমণি শ্রীরাধার নাম দৃষ্ট হয়।

পরিকরগণের অস্তিত্বে লীলার অস্তিত্বও সূচিত হয়। মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি-আদিরূপ লীলা থাকে না বটে; কিন্তু স্বীয় পরিকরবর্গের সহিত ভগবানের অন্তরঙ্গলীলা চলিতেই থাকে। রাজা এখন কোনও কাজ করিতেছেন না বলিলে যেমন তিনি রাজসম্বন্ধি কোনও কাজ করিতেছেন না—ইহাই বুঝায়; কিন্তু তিনি শয়ন-ভোজনাদি অন্তঃপুর-করণীয় কার্য্যাদিও করিতেছেন না, ইহা যেমন বুঝায় না—তদ্রূপ।

লীলার অস্তিত্বে আরও একটী তথ্য সূচিত হইতেছে। "একোঽপি সন্ যো বহুধাবভাতি"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, পরব্রহ্ম এক বিগ্রহেই নানা রূপ ধারণ করেন। এই নানা রূপ হইল রসস্বরূপ ভগবানের অনন্ত রসবৈচিত্রীর মূর্ত্ত বিগ্রহ। এই অনন্তরূপে পরিকরবর্গের সহিত তিনি অনন্ত-লীলারস-বৈচিত্রীর আস্বাদন করেন। শ্লোকস্থ "অহম্—আমি"—শব্দে এই অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপকেও—নারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদি এবং শ্রীকৃষ্ণাদি অনন্ত রূপকেও—এবং তাঁহাদের পরিকরবর্গকেও বুঝাইতেছে; যেহেতু, ভগবান্ এক বিগ্রহেই বহু।

তাহা হইলে বুঝা গেল—শ্রীভগবান্ তাঁহার অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ, প্রত্যেক স্বরূপের ধাম, লীলা এবং লীলাপরিকর —এই সমস্তই শ্লোকস্থ "আমি"-শব্দের অন্তর্ভুক্ত। মহাপ্রলয়েও এই সমস্ত বিদ্যমান ছিল।

মহাপ্রলয়ে ভগবান্ যে সবিশেষরূপেই বিদ্যমান ছিলেন, তাহার শ্রুতিপ্রমাণও আছে। "বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীৎ ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ।—মহাপ্রলয়ে বাসুদেব (শ্রীকৃষ্ণই) ছিলেন; ব্রহ্মাও ছিলেন না, শঙ্করও ছিলেন না। একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানঃ।—এক নারায়ণই (যিনি ব্রহ্মাকে উপদেশ দিতেছেন, তিনিই) ছিলেন; ব্রহ্মাও ছিলেন না, ঈশানও ছিলেন না। ক্রমসন্দর্ভধৃত শ্রুতিবাক্য।" ঐতরেয় শ্রুতিও বলেন—"আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ।—অগ্রে—মহাপ্রলয়ে—এই পুরুষাকার (সবিশেষ) আত্মাই ছিলেন।" ঐতরেয়-শ্রুতির এই উক্তি মহাপ্রলয়-সময়-সম্বন্ধে—প্রকৃতির প্রতি ভগবানের দৃষ্টিপাতের পূর্ব্বসময়-সম্বন্ধে। প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাতের পরেই গর্ভোদশায়ী আদি পুরুষের প্রকাশ। সুতরাং এই শ্রুতিবাক্যে যে পুরুষের কথা বলা হইয়াছে, তিনি গর্ভোদশায়ী-আদি নহেন; তাঁহাদেরও অতীত, তাঁহাদেরও মূলীভূত কারণ শ্রীভগবানই এই শ্রুতিবাক্যের লক্ষ্য।

উপক্রম-শ্লোকদ্বয়ে "জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে" এবং "যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপ গুণকর্ম্মকঃ।"—বাক্যদ্বয়ে যাহা বলা হইয়াছে, এই শ্লোকের "অহমেবাসমেবাগ্রে"-বাক্যও তাহাই বলা হইয়াছে। প্রণবের এক অংশের অর্থ —পরব্রহ্ম; গায়ত্রীর শিরোভাগেও পরব্রহ্মের কথা এবং ব্রহ্মলোকের কথাও বলা হইয়াছে। চতুঃশ্লোকীর প্রথম-শ্লোকের "অহমেবাসমেবাগ্রে"-অংশেও সেই পরব্রহ্মের, তাঁহার ধাম-পরিকরাদির কথাই উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রণবের অর্থে প্রণব বা ব্রহ্মকে "সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ সর্ব্বেশ্বর অন্তর্য্যামী" ইত্যাদি বলাতে এবং গায়ত্রীতেও তাঁহাকে সবিতা বলাতে এবং তাঁহার "ভর্গ বা তেজ বা শক্তির" কথা বলাতে—প্রণবের বা ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে। গীতাতেও পরব্রহ্মের সবিশেষত্বের প্রমাণই পাওয়া গিয়াছে। চতুঃশ্লোকীতেও তাহাই প্রতি-পাদিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা নির্ব্বিশেষবাদও খণ্ডিত হইতেছে।

নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্। অন্যৎ যৎ সৎ অসৎ পরম্ ন। যৎ সৎ অসৎ অন্যৎ ন, পরং অন্যৎ ন। সৎ—স্থূল; পরিদৃশ্যমান্ ব্রহ্মাণ্ডাদি। অসৎ—সূক্ষ্ম; ব্রহ্মাণ্ডাদির সূক্ষ্ম অবস্থা—স্থূলত্বপ্রাপ্তির পূর্ব্বাবস্থা, মহত্তত্ত্বাদি। অন্যৎ—অন্য। অন্য যে স্থূল বা সূক্ষ্ম জগৎ, তাহাও পৃথক্ ভাবে ছিল না। মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বেই স্থূল জগৎ সূক্ষ্ম মহত্তত্ত্বাদিতে এবং সূক্ষ্ম মহত্তত্ত্বাদি প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায় এবং এই সমস্ত সহ প্রকৃতি ভগবানের স্বরূপবিশেষ কারণার্ণবশায়ীতে লীন হইয়া থাকে। যতকাল মহাপ্রলয় চলিতে থাকে, ততকালই এই সমস্ত কারণার্ণবশায়ীতে লীন থাকে, তাহাদের পৃথক্ কোনও অস্তিত্ব থাকেনা। একথাই ভগবান্ বলিতেছেন—"হে ব্রহ্মন্! মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডাদি স্থূল পরিদৃশ্যমানরূপেও ছিলনা, সূক্ষ্ম মহত্তত্ত্বাদিরূপেও ছিলনা, তাহাদের কারণ প্রকৃতিতেও লীন অবস্থায় ছিল না। প্রকৃতিসহ তৎসমস্ত আমাতেই (আমার স্বরূপবিশেষ কারণার্ণবশায়ীতেই) লীন ছিল, তাদের পৃথক্ কোনও অস্তিত্ব ছিল না।"

পরং অন্যৎ ন—পরং—স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের পর বা অতীত। স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ হইল জড়; তাহাদের অতীত হইল জড়াতীত; চিৎ; চিন্মাত্র-সত্ত্বা, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। কেহ কেহ বলেন—জড় জগতের অভাবে, মহাপ্রলয়ে জড় জগতের স্থলে সর্ব্বব্যাপক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ছিলেন। তদুত্তরেই যেন ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন—পরং ন অন্যৎ; সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মও আমা হইতে অন্য বা পৃথক নহেন; তাহা আমারই প্রকাশ-বিশেষ। গীতার "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহম্।"-বাক্যেরই ইহা তাৎপর্য্য।

পশ্চাদহম্। পশ্চাৎ (পরেও—সৃষ্টির পরেও) অহম্ (আমি)। ব্রহ্মন্! প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পরেও আমিই থাকি। যখন সৃষ্টি করিবার জন্য আমার ইচ্ছা হয়, তখন প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রকৃতিকে বিক্ষোভিত করি; ক্রমে মহত্তত্ত্বাদির এবং অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের এবং তাহারও পরে অনন্তকোটি ব্যষ্টিজীবের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের এবং প্রত্যেক জীবের অন্তর্য্যামিরূপে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে আমি অবস্থান করি এবং আমার পার্ষদদের সঙ্গে লীলা-বিলাসীরূপেও আমার নিত্য চিন্ময়ধামে তখনও (মহাপ্রলয়ে যেমন ছিলাম, তেমনি) আমি অবস্থান করি।

এপর্য্যন্ত প্রণবোক্ত পরব্রহ্মের পরিচয় গেল। সৃষ্ট জগৎ ত্রিকালের অধীন। তাহার বাহিরেও যে কালাতীত ব্রহ্মের পরিচয় প্রণবের অর্থে পাওয়া গিয়াছে, উল্লিখিত "পশ্চাদহম্"-বাক্যে তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। ভগবান্ অন্তর্য্যামিরূপে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডেও আছেন, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের অতীত কালাতীত চিন্ময় ভগবদ্ধামেও আছেন।

মহাপ্রলয়ে সপরিকর ভগবান্ ব্যতীত অপর কেহ যখন ছিলেন না এবং তাহার পরেই যখন প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইল, তখন ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তাও ভগবান্ই। ইহা গায়ত্রীর "সবিতা"-শব্দের এবং প্রণবের "সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্"-বাক্যেরই তাৎপর্য্য।

যদেতচ্চ। যদেতৎ বিশ্বং তদপি অহমেব মদনন্যত্বাৎ মামকমেব (ক্রমসন্দর্ভঃ)। সকলের পরিদৃশ্যমান্ ব্রহ্মাণ্ডও আমিই; কারণ, আমি ব্যতীত যখন অন্য কিছুই নাই, তখন এই পরিদৃশ্যমান্ ব্রহ্মাণ্ডও আমা হইতে পৃথক্ নহে; আমিই (অর্থাৎ আমার বহিরঙ্গা শক্তি মায়াই) ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হইয়াছি; সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড আমারই। সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম—এই শ্রুতিবাক্যেও তাহাই প্রকাশ পাইতেছে; এই সমগ্র জগৎ ব্রহ্মই, ব্রহ্মের পরিণামই, ব্রহ্ম হইতে অভিন্নই—যেমন তরঙ্গ সমুদ্র হইতে অভিন্ন। শক্তি শক্তিমান্ হইতে অভিন্ন। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার পরিণতি হইল প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড। সুতরাং প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডও ভগবান্ হইতে অভিন্ন। কিন্তু তরঙ্গ যেমন সমুদ্র নয়, তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ডও ভগবান্ নহেন। তরঙ্গ যেমন সমুদ্র হইতে অভিন্ন নয়, অথচ সমুদ্র তরঙ্গ হইতে ভিন্ন; সূর্য্যের কিরণ যেমন সূর্য্য হইতে ভিন্ন নয়, অথচ কিরণ হইতে সূর্য্য ভিন্ন; তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ড ভগবান্ হইতে ভিন্ন নয়, অথচ ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ড হইতে ভিন্ন। "তদেবং ভেদেঽপি লব্ধে যদুত্তরত্র বহূনাং জন্মনামিত্যাদৌ বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি (গীতায়াং) জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যত ইত্যত্র প্রতিপাদ্যে যদভেদ ইব শ্রূয়তে তৎখলু সূর্য্যতদ্-

ব্রহ্মাদিবৎ বাসুদেবাৎ সর্ব্বং ন ভিন্নং সর্ব্বস্মাৎ বাসুদেবো ভিন্ন ইত্যেব সঙ্গচ্ছতে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ১।২।১৪ শ্লোক-টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী।” ভগবান্ হইতে জগৎ অভিন্ন হওয়ার হেতু এই যে, ভগবান্ হইতেই জগতের উৎপত্তি, ভগবানের সত্তাতেই জগতের সত্তা। আর জগৎ হইতে ভগবান্ ভিন্ন হওয়ার হেতু এই যে—জগৎ হইল জড়বস্তু এবং ভগবান্ হইলেন চিদ্‌বস্তু। এস্থলে জগৎ ও ব্রহ্মাণ্ডের সম্যক্-অভেদবাদ নিরাকৃত হইল।

পরিদৃশ্যমান্ ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতির কারণও যে ভগবান্, তাহাও যদেতচ্চ-বাক্যে সূচিত হইল।

প্রণবের অর্থে এবং গীতার ব্যাহৃতিতে অপর ব্রহ্মের কথা জানা গিয়াছে। যদেতচ্চ-বাক্যেও তাহাই জানা গেল।

যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্। মহাপ্রলয়ে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাও আমিই। সৃষ্টবস্তু মাত্রেরই বিনাশ আছে, তাই সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডেরও ধ্বংস আছে।—প্রলয়ে এই স্থূল ব্রহ্মাণ্ড কিরূপে প্রকৃতির সঙ্গে ভগবানে (ভগবানের প্রকাশবিশেষ কারণার্ণবশায়ীতে) লীন হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পরিদৃশ্যমান্ ব্রহ্মাণ্ড তখন না থাকাতে একমাত্র ভগবানই তখন অবশিষ্ট থাকেন। তাহাই এস্থলে বলা হইল। জগতের ধ্বংসের বা লয়ের কারণও যে ভগবান্, তাহাও এস্থলে সূচিত হইল।

প্রণবের অর্থে জানা গিয়াছিল, পরিদৃশ্যমান্ জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-লয়ের কারণ ব্রহ্ম। এই শ্লোকে, “যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্”-বাক্যেও তাহাই জানা গেল।

চতুঃশ্লোকীর এই প্রথম-শ্লোকটীতে পরব্রহ্ম এবং অপর-ব্রহ্মের পরিচয় পাওয়া গেল। সুতরাং এই শ্লোকটী হইল প্রণব ও গায়ত্রী কথিত সম্বন্ধ-তত্ত্বের পরিচায়ক। প্রণবে ব্রহ্মকে সবিশেষ বলাতে তাঁহার শক্তির ইঙ্গিতমাত্র দেওয়া হইয়াছে। গায়ত্রীতে “ভর্গ”-শব্দে তাঁহার শক্তির স্পষ্ট উল্লেখ করা হইয়াছে। গীতাতে সেই শক্তির আরও বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। চতুঃশ্লোকীর এই প্রথম শ্লোকটীতে তদধিক বিশেষ পরিচয় মিলিয়াছে—পরব্রহ্ম ভগবানের লীলা, ধাম, পরিকরাদির উল্লেখে। প্রণব ও গায়ত্রীর ন্যায় এই চতুঃশ্লোকীও জানাইতেছে—ভগবান্ ব্যতীত অন্য কোনও পৃথক্ বস্তুই কোথাও নাই, তিনিই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মূল, জগতের সঙ্গে তাঁহার একটা নিত্য অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে, তাই তিনিই সম্বন্ধতত্ত্ব।

“যাবানহং যথাভাবঃ”-ইত্যাদি শ্লোকে যে যে বিষয়ে অনুভূতি লাভের জন্য ভগবান্ ব্রহ্মাকে কৃপা করিলেন, এই শ্লোকে সেই সেই বিষয়েরই উপদেশ করিয়াছেন। এই শ্লোকে যাহা বলা হইল, তাহাতে জানা গেল—ভগবান্ দেশ-কালাদির অতীত, সর্ব্বদেশ-সর্ব্বকাল ব্যাপিয়া তিনি এবং তাঁহার ধাম-পরিকর-লীলা-স্বরূপাদি নিত্য বিরাজিত। ইহাদ্বারা পূর্ব্বশ্লোকস্থ “যাবান্—যৎপরিমাণক”-অংশের তত্ত্ব প্রকাশ করা হইল। “নান্যদ্‌যৎ সদসৎ পরম্”-ইত্যাদি বাক্যে, স্থূল-সূক্ষ্মজগৎ এবং তাহার মূল প্রকৃতি যে তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে এবং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মও যে তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে—এই তত্ত্বকথায় তাঁহার “যথাভাবত্ব—যল্লক্ষণত্ব”-প্রকাশ করা হইয়াছে। আর তিনি অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপরূপে বিরাজিত—এই সূচনাদ্বারা তাঁহার রূপের কথা, ব্রহ্মাণ্ডাদি সকলের আশ্রয়ত্ব-সূচনাদ্বারা তাঁহার অনন্ত গুণের কথা, এবং জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদির উল্লেখে তাঁহার বহিরঙ্গা লীলার কথা এবং তদুপলক্ষণে—বিশেষতঃ তাঁহার ধাম পরিকরাদির সূচনায় অন্তরঙ্গা লীলার কথাদ্বারা তাঁহার অনন্ত কর্ম্ম বা লীলার কথা—এইরূপে “যদ্রূপগুণ কর্ম্মকঃ”-অংশের তত্ত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে।

ব্রহ্মা যে ভগবানের স্থূল রূপ (অপর ব্রহ্ম) এবং সূক্ষ্মরূপের (পরব্রহ্মের) রহস্য জানিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাও এই শ্লোকে জানান হইল।

জগৎ-সৃষ্টিরূপ বহিরঙ্গালীলা সম্পাদিত হয় ভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তির আনুকূল্যে এবং অন্তরঙ্গা লীলা সম্পাদিত হয় তাঁহার অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তির বিলাসবিশেষ যোগমায়ার আনুকূল্যে। এইরূপে, মায়ার (বহিরঙ্গা মায়ার এবং যোগমায়ার) সহযোগে ভগবানের লীলা কিরূপ—তাহাও ব্রহ্মাকে জানান হইল।

এই শ্লোকে অন্বয়ীমুখেই ব্রহ্মের বা ভগবানের স্বরূপের কথা বলা হইয়াছে। পরবর্ত্তী শ্লোকে ব্যতিরেকীমুখে তাহা বলা হইতেছে। সুতরাং পরবর্ত্তী শ্লোকেও সম্বন্ধ-তত্ত্বের কথাই বলা হইতেছে—পূর্ব্বশ্লোকে অন্বয়ীমুখে এবং পরবর্ত্তী শ্লোকে ব্যতিরেকীমুখে।

বাস্তবিক, অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী এই উভয় রূপে না বুঝাইলে কোনও বস্তুর স্বরূপের উপলব্ধিতে ভ্রম হইতে পারে। আকাশে উদিত সূর্য্যকে দেখাইয়া, জগতে বিকীর্ণ তাহার আলো দেখাইয়া অন্বয়ী মুখে সূর্য্যের পরিচয় কাহারও নিকটে দেওয়া যায়। কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নয়। জলে যে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তাহাকেও দেখিতে সূর্য্যের মত মনে হয়। তাহা দেখিয়া যদি কেহ মনে করে—ইহাই সূর্য্য, তাহা হইলে তাহার ভ্রান্তিমাত্রই প্রকাশ পাইবে। তাই আকাশে সূর্য্য দেখাইবার (অর্থাৎ অন্বয়ীমুখে সূর্য্যের পরিচয় দেওয়ার) সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে ইহাও জানাইতে হইবে যে, জলে সূর্য্যের যে প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, তাহা কিন্তু সূর্য্য নয় (ইহাই ব্যতিরেকী মুখে সূর্য্যের পরিচয়)। ইহা যদি জানান যায়, তাহা হইলেই জলে প্রতিবিম্ব দেখিয়া কাহারও সূর্য্য বলিয়া ভ্রম জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না।

এজন্যই ভগবান্ "অহমেবাসমেবাগ্রে"-শ্লোকে অন্বয়ীমুখে ভগবানের বা ব্রহ্মের স্বরূপের পরিচয় দিয়া পরবর্ত্তী শ্লোকে আবার ব্যতিরেকী-মুখে তাহার পরিচয় দিতেছেন। ব্রহ্ম কি বস্তু—ইহাই অন্বয়ীমুখে পরিচয়। আর ব্রহ্ম কি নহেন—ইহাই ব্যতিরেকী মুখে পরিচয়।

ব্যতিরেকীমুখে ব্রহ্মের স্বরূপ-জ্ঞাপক দ্বিতীয় শ্লোকটী এই।

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথাতমঃ॥ শ্রীভা, ১।৯।৩৩॥

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন—পরমার্থবস্তু-আমা-ব্যতিরেকে (অর্থাৎ আমার প্রতীতি না হইলেই) যাহার প্রতীতি হয় (অর্থাৎ আমার প্রতীতি হইলে যাহার প্রতীতি হয় না বলিয়া আমার বাহিরেই যাহার প্রতীতি হয়), (আমার আশ্রয়ত্ব ব্যতীতও আবার) স্বতঃ যাহার প্রতীতি হয় না, তাহাকেই আমার মায়া বলিয়া জানিবে। যেমন আভাস বা প্রতিচ্ছবি, আর যেমন অন্ধকার।

ভগবান্ মায়ার দুইটী লক্ষণ বলিলেন—(১) ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত, তদ্বিদ্যাৎ আত্মনঃ মায়াম্—অর্থং (পরমার্থং) ঋতে (বিনা—পরমার্থভূত আমার প্রতীতি না হইলে) যৎ প্রতীয়েত (যাহার প্রতীতি হয়), তাহাই আমার মায়া এবং (২) ন প্রতীয়েত চ আত্মনি, তদ্বিদ্যাৎ আত্মনঃ মায়াম্—(যাহা) আত্মনি (নিজেতে—নিজে নিজে, আমায় আশ্রয় ব্যতীত) ন প্রতীয়তে (প্রতীতি জন্মাইতে পারে না), তাহাকে আমার মায়া বলিয়া জানিবে। আমরা দ্বিতীয় লক্ষণটীর আলোচনা প্রথমে করিব।

ন প্রতীয়েত আত্মনি। ভগবানের আশ্রয় ব্যতীত, ভগবানের সম্বন্ধহীনভাবে যাহা নিজে নিজেকে প্রকাশ করিতে পারে না, তাহা মায়া।

শ্রুতি হইতে জানা যায়, ভগবান্ যখন প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি মায়ার প্রতি দৃষ্টি করেন। গীতার "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া"-ইত্যাদি শ্লোক হইতে জানা যায়, মায়ার উপাদান হইতেছে গুণ (উপাদানার্থে ময়ট্প্রত্যয়); মায়াতে তিনটী গুণ আছে—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। তাই মায়াকে ত্রিগুণাত্মিকা বলে। মহাপ্রলয়ে এই তিনটী গুণ সাম্যাবস্থায় থাকে। বাহিরের কোনও শক্তির ক্রিয়া ব্যতীত কোনও বস্তুর সাম্যাবস্থা নষ্ট হইতে পারে না। ভগবান্ মায়ার প্রতি দৃষ্টি করিয়া শক্তিসঞ্চার করিলেন, তাহাতেই মায়ার সাম্যাবস্থা নষ্ট হইল, মায়া বিক্ষুব্ধা হইল; তাহারই ফলে মায়া ক্রমশঃ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, তন্মাত্রাদিতে পরিণতি লাভ করিল এবং তাহা হইতে ব্রহ্মাণ্ডাদির উৎপত্তি হইল। শক্তি-সঞ্চারের পরে ভগবানের (ভগবানের স্বরূপবিশেষ কারণার্ণবশায়ীর) দেহে লীন জীবাত্মা-সমূহকেও তিনি মায়াতে নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে জীবসমূহও তাহাদের স্ব-স্ব-কর্ম্মফলসহ আসিয়া সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে উপস্থিত হইল। তাহারা তাহাদের কর্ম্মফল-অনুযায়ী দেহ পাইল এবং কর্ম্মফল-ভোগের অনুকূল

দ্রব্যাদিরও সৃষ্টি হইল। এই সৃষ্টি পর্য্যন্ত হইল মায়ার গুণের কাজ। গুণের দ্বারা জগৎ-সৃষ্টিকারিণী মায়ার এই বৃত্তিকে বলে গুণমায়া। এইরূপে মায়া যে সৃষ্টব্রহ্মাণ্ডরূপে আত্মপ্রকাশ করিল, তাহা অন্যনিরপেক্ষভাবে নহে, কেবল নিজের প্রভাবে নহে। সৃষ্টির জন্য ভগবানের ইচ্ছা হওয়াতেই এবং তিনি দৃষ্টিদ্বারা মায়াতে শক্তিসঞ্চার করাতেই মায়া জগদ্রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ভগবানের শক্তির সহায়তা ব্যতীতই যদি জগদ্রূপে নিজেকে প্রকাশ করার সামর্থ্য মায়ার থাকিত, তাহা হইলে মহাপ্রলয়ে—যখন ভগবান্ সৃষ্টির ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই, তখনও—মায়া জগদ্রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিত। তাহা করে নাই, পারে নাই বলিয়াই করে নাই। ইহাতেই বুঝা যায়, ভগবানের শক্তিব্যতীত মায়া নিজেকে প্রকাশ করিতে পারে না। "ন প্রতীয়তে আত্মনি"—বাক্যে ভগবান্ ব্রহ্মার নিকটে একথাই বলিয়াছেন।

সৃষ্টির পরে জীব যখন ভোগায়তন দেহ লইয়া জগতে আসিল, তখন মায়ার আর একটী নূতন কাজের সূচনা হইল। কর্ম্মফল ভোগের জন্যই জীব এই মায়িক জগতে আসে। তাহাকে কর্ম্মফল ভোগ করাইবার জন্য মায়া দুইটী কাজ করে—জীবের স্বরূপের জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে এবং তাহার দেহেতে আত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া ভোগ্যবস্তুতে মমতাবুদ্ধি জন্মায়। মায়া যে শক্তিতে জীবের স্বরূপের জ্ঞানকে ভুলাইয়া রাখে, তাকে বলে আবরণাত্মিকা শক্তি এবং যে শক্তিতে জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি জন্মায় এবং ভোগ্যবস্তুতে মমতাবুদ্ধি জন্মায়, তাকে বলে বিক্ষেপাত্মিকা শক্তি। মায়ার যে বৃত্তিতে এই দুইটী শক্তি প্রকাশিত হয়, তাকে বলে জীবমায়া—এই জীবমায়ার প্রভাব কেবল জীবের উপরে। দৃষ্টিদ্বারা ভগবান্ মায়াতে যে শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তাহাই গুণমায়াকে জগৎ-সৃষ্টির যোগ্যতা দিয়াছে এবং তাহাই আবার জীবমায়াকে জীবমোহনের শক্তি দিয়াছে। ঈশ্বরের শক্তি না পাইলে গুণমায়াও জগৎ-সৃষ্টি করিতে পারিতনা, জীবমায়াও জীবকে মুগ্ধ করিতে পারিত না—অর্থাৎ গুণমায়াও আত্মপ্রকাশ করিতে পারিত না, জীবমায়াও আত্মপ্রকাশ করিতে পারিত না। মায়ার এই উভয়প্রকার আত্মবিকাশের মূলেই রহিয়াছে ঈশ্বরের শক্তি। "ন প্রতীয়তে আত্মনি"-বাক্যে ইহাই প্রকাশ করা হইয়াছে। ঈশ্বর-নিরপেক্ষভাবে, ঈশ্বরের শক্তি না পাইলে মায়া কেবল নিজের প্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। ঈশ্বরের শক্তিব্যতীত আত্মপ্রকাশ করার সামর্থ্য মায়ার থাকিলে মহাপ্রলয়েও আত্মপ্রকাশ করিতে পারিত। ইহাই মায়ার একটী লক্ষণ।

এক্ষণে দ্বিতীয় লক্ষণটীর বিষয় আলোচনা করা যাউক।

অর্থং ঋতে যৎ প্রতীয়েত—পরমার্থভূত ঈশ্বরের প্রতীতি ব্যতীত যাহার প্রতীতি হয়। প্রতীতি বলিতে উন্মুখতা, অনুভব বুঝায়। প্রতীতি—প্রতি+ই+ক্তি। ই-ধাতু গমনে। প্রতীতি—আভিমুখ্যে গমন; উন্মুখতা। ভগবানের সহিত সম্বন্ধের জ্ঞান যাঁহার স্ফূরিত হইয়াছে, ভগবানে বাস্তব-উন্মুখতা তাঁহারই। বাস্তব-উন্মুখতা যাঁহার আছে, ভগবদনুভবও তাঁহারই। তাই প্রতীতি-শব্দে ভগবদনুভবই সূচিত হইতেছে। ভগবদনুভব যে স্থলে নাই, সে স্থলেই মায়ার অনুভব। ইহাই "অর্থং ঋতে যৎ প্রতীয়েত"-বাক্যের তাৎপর্য্য।

যাঁহাদের ভগবদনুভব জন্মিয়াছে, তাঁহাদের কর্ম্মফল থাকেনা। সুতরাং কর্ম্মফল ভোগের জন্য সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবানও তাঁহাদিগকে মায়ার প্রতি নিক্ষেপ করেন না। গুণমায়াকেও তাই তাঁহাদের জন্য ভোগায়তন দেহ সৃষ্টি করিতে হয় না—সুতরাং জীবমায়ার পক্ষেও তাঁহাদিগকে মোহিত করার সুযোগ উপস্থিত হয় না। তাঁহাদের পক্ষে মায়ার অনুভবের—মায়ার প্রভাব অনুভবের—সম্ভাবনা নাই; তাঁহাদের সম্বন্ধে মায়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না।

কিন্তু যে সমস্ত জীব ভগবদনুভব-শূন্য (অর্থং ঋতে), তাঁহাদের কর্ম্মফল আছে; সৃষ্টির প্রারম্ভে কর্ম্মফল ভোগের জন্য ভগবান্ তাঁহাদিগকেই মায়ার প্রতি নিক্ষেপ করেন। তাঁহাদের জন্য গুণমায়াকে ভোগায়তন দেহের এবং তাঁহাদের ভোগ্যবস্তুরও সৃষ্টি করিতে হয় এবং সেই দেহে কর্ম্মফল ভোগ করাইবার জন্য জীবমায়াকেও তাঁহাদের স্বরূপের বিস্মৃতি জন্মাইয়া দেহে আত্মবুদ্ধি এবং ভোগ্যবস্তুতে মমতাবুদ্ধি জন্মাইতে হয়—অর্থাৎ তাঁহাদের সম্বন্ধে

মায়াকে তাহার উভয় বৃত্তিতেই আত্মপ্রকাশ করিতে হয়। ভোগায়তন দেহে মায়িক ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিয়া তাঁহারাই মায়ার অনুভব (প্রতীতি) লাভ করেন। ইহাই "অর্থং ঋতে যৎ প্রতীয়েত"-বাক্যের তাৎপর্য্য। ভগবদনুভবহীন জীবের নিকটেই মায়া আত্মবিকাশ করিতে পারে, ভগবদনুভবযুক্ত জীবের নিকটে পারে না—ইহাও মায়ার একটী লক্ষণ।

উক্ত আলোচনার মধ্যে লক্ষ্য করিবার একটী বিষয় আছে। ভগবান্ যে সমস্ত জীবকে (জীবাত্মাকে) মায়ার প্রতি নিক্ষেপ করেন, সে সমস্ত কর্ম্মফল-ভোগলিপ্সু জীবের জন্যই গুণমায়াকে ভোগায়তন দেহ এবং ভোগ্যবস্তু সৃষ্টি করিতে হয় এবং জীবমায়াও সে সমস্ত জীবকেই মোহিত করে। ভগবানের জন্য কোনও ভোগায়তন দেহই গুণমায়াকে সৃষ্টি করিতে হয় না; সুতরাং জীবমায়ার পক্ষেও ভগবান্‌কে মোহিত করার প্রশ্নও উঠে না। পূর্ব্বশ্লোকেই বলা হইয়াছে, ভগবান্ মহাপ্রলয়েও স্বীয় নিত্য চিন্ময় দেহে বিরাজিত, সৃষ্টির পরেও সেই দেহেই বিরাজিত। সৃষ্টির সূচনায় যখন তিনি মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করেন, তখনও তিনি তাঁহার নিত্য দেহেই বিরাজিত; সুতরাং তাঁহার জন্য দেহসৃষ্টির কোনও প্রয়োজন হয় না। পূর্ব্বশ্লোকে ইহাও সূচিত হইয়াছে যে, মহাপ্রলয়েও ভগবান্ স্বীয় নিত্য পরিকরদের সহিত লীলাবিলাস করিয়া লীলারস আস্বাদন করিতেছেন, সৃষ্টির পরেও তাহাই করিতেছেন (পশ্চাদহম্)। লীলারসই রসস্বরূপ ভগবানের একমাত্র উপভোগ্য বস্তু। বিশেষতঃ, জীবের ন্যায় ভগবানের কোনও কর্ম্মফলও নাই। তিনি যে কর্ম্ম করেন, তাহা তাঁহার লীলা; তাঁহার এই লীলারূপ কর্ম্ম তাঁহার কোনও পূর্ব্বকর্ম্ম হইতেও উদ্ভূত নয়; আনন্দস্বরূপের আনন্দোচ্ছ্বাসেই তাঁহার লীলারূপ কর্ম্মের স্ফূর্ত্তি; জীবের ন্যায় তাঁহার কোনও কর্ম্মফল না থাকাতে এবং কর্ম্মফল অনুযায়ী কোনও ভোগ্যবস্তুর প্রয়োজনও তাঁহার না থাকাতে গুণমায়াকে তাঁহার জন্য কোনও ভোগ্যবস্তুর সৃষ্টিও করিতে হয় না—সুতরাং জীবমায়ার পক্ষেও তাঁহাকে মোহিত করিবার প্রশ্ন উঠিতে পারে না। ভগবানের অনুভব লাভের সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহাদের উপরেই যখন মায়া কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, তখন ভগবানের উপর যে তাহার কোনও প্রভাবই থাকিতে পারে না, একথা বলাই বাহুল্য। ভগবান্ মায়ার অতীত; ভগবানের বহির্দ্দেশেই মায়ার আত্মপ্রকাশ।

যাঁহারা মনে করেন, ঈশ্বরের দেহ মায়িক সত্ত্বগুণময়, তাঁহাদের উক্তির যে কোনও মূল্যই নাই, তাহাও ইহাদ্বারা সূচিত হইল।

যাহা হউক, মায়ার উল্লিখিত লক্ষণ দুইটী স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য আলোচ্য শ্লোকে দুইটী দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হইয়াছে—যথাভাসঃ, যথা তমঃ। যথাভাসঃ = যথা + আভাসঃ।

যথা আভাসঃ—যেমন আভাস। আভাস—উচ্ছলিত প্রতিচ্ছবি। যেমন—আকাশস্থ সূর্য্যের প্রতিচ্ছবি পৃথিবীস্থ জলে দেখা যায়; জলস্থিত প্রতিচ্ছবিই আভাস। সূর্য্যের এই প্রতিচ্ছবি সূর্য্য হইতে দূরে প্রকাশমান-সূর্য্যের বহির্ভাগেই অবস্থিত থাকে; সূর্য্য থাকে আকাশে, আর প্রতিচ্ছবি থাকে পৃথিবীতে। তদ্রূপ, মায়াও শ্রীভগবানের সবিশেষ অভিব্যক্তি স্থানের বহির্ভাগে থাকে। (অর্থং ঋতে যৎ প্রতীয়েত)। ভগবানের সবিশেষ অভিব্যক্তি-স্থান—পরব্যোমাদি চিন্ময় ধাম; আর মায়ার অভিব্যক্তি স্থান—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড। আবার প্রতিচ্ছবি যেমন সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হয়, সূর্য্য আকাশে উদিত হইয়া কিরণ-জাল বিস্তার করিলেই যেমন প্রতিচ্ছবির উদ্ভব হয়, সূর্য্য কিরণ-জাল বিস্তার না করিলে যেমন পৃথিবীস্থ জলে তাহার প্রতিচ্ছবি দৃষ্ট হয় না (যেমন রাত্রিতে, কি মেঘাচ্ছন্ন দিবসে); তদ্রূপ, মায়াও শ্রীভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হয়। শ্রীভগবান্ যখন তাঁহার (সৃষ্টিকারিণী) শক্তির বিকাশ করেন, তখনই মায়ার আত্মপ্রকাশ; আর যখন তিনি এই শক্তি বিকাশ করেন না (যেমন মহাপ্রলয়ে), তখন মায়ার অভিব্যক্তি থাকে না। প্রতিচ্ছবির যেমন স্বতঃপ্রকাশ নাই, মায়ারও তেমনি স্বতঃপ্রকাশ নাই। "ন প্রতীয়েত আত্মনি।"

আভাসের দৃষ্টান্তে বিশেষ করিয়া জীবমায়াকে বুঝাইতেছে বলিয়া মনে হয়। প্রতিচ্ছবিটী উজ্জল চাকচিক্যময়। অপলক দৃষ্টিতে ইহার প্রতি চাহিয়া থাকিলে ইহার উজ্জ্বলতা ও চাকচিক্য বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া মনে হয়। আরও চাহিয়া থাকিলে মনে হয় যেন, ঐ প্রতিচ্ছবিতে নীল, পীত, লোহিতাদি নানা বর্ণ খেলা করিতেছে। প্রতিচ্ছবির কিরণচ্ছটায় দৃষ্টিশক্তি যখন প্রায় প্রতিহত হইয়া যায়, তখন ইহাও মনে হয়, যেন ঐ সমস্ত বিবিধ বর্ণ একত্র হইয়া (বর্ণশাবল্য প্রাপ্ত হইয়া) অন্ধকাররূপে পরিণত হইয়াছে। এই অন্ধকারের মধ্যেও আবার মাঝে মাঝে নীল-পীতাদি বিবিধ বর্ণ-রেখা পরিলক্ষিত হয়। প্রতিচ্ছবির কিরণচ্ছটায় যেমন দর্শকের দৃষ্টিশক্তি প্রতিহত বা আবৃত হইয়া যায় এবং অন্ধকার বা বর্ণের খেলা পরিলক্ষিত হয়; তদ্রূপ জীবমায়ার প্রভাবেও বহির্ম্মুখ জীবের স্বরূপজ্ঞান আবৃত হইয়া যায় এবং সত্ত্বাদি গুণসাম্যরূপা গুণমায়া—কখনও বা পৃথগ্‌ভূত সত্ত্বাদিগুণও—নানাবিধ ভোগ্যবস্তুরূপে জীবের সাক্ষাতে প্রকটিত হয়। জীবমায়া এসমস্ত ভোগ্যবস্তুতে জীবের মমত্ববুদ্ধি জন্মায়। এই দৃষ্টান্ত হইতে ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, প্রতিচ্ছবির কিরণচ্ছটা যেমন তাহার নিজস্ব নহে, পরন্তু আকাশস্থ সূর্য্য হইতেই প্রাপ্ত; তদ্রূপ, জীবমায়ার শক্তি—যদ্দ্বারা বহির্ম্মুখ জীবের স্বরূপ-জ্ঞান আবৃত হয় এবং মায়িক ভোগ্যবস্তুতে তাহার আসক্তি জন্মে, তাহাও—জীবমায়ার নিজস্ব নহে, পরন্তু তাহা শ্রীভগবান্ হইতেই প্রাপ্ত।

তারপর **যথা তমঃ**—অন্ধকার যেমন আলোকের বহির্ভাগে, আলোক হইতে দূরদেশেই প্রতীত হয়, যে স্থানে আলোক, সে স্থানে যেমন অন্ধকার প্রতীত হয় না; তদ্রূপ মায়াও শ্রীভগবানের সবিশেষ অভিব্যক্তি-স্থানের বহির্ভাগেই প্রকাশ পায়, ভগবানের অভিব্যক্তি-স্থানে মায়ার প্রকাশ নাই (অর্থং ঋতে যৎ প্রতীয়েত)। আবার যে স্থানে জ্যোতিঃ (আলোক), সে স্থানে অন্ধকার প্রকাশ না পাইলেও, জ্যোতিঃ ব্যতীত অন্ধকারের প্রতীতি হয় না। অন্ধকারের অনুভব হয় চক্ষুঃদ্বারা। চক্ষুঃ হইল জ্যোতিরাত্মক ইন্দ্রিয়। হস্তপদাদি যে সমস্ত ইন্দ্রিয় জ্যোতিরাত্মক নহে, সে সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা অন্ধকারের অনুভব হয় না। সুতরাং জ্যোতির আশ্রয়েই অন্ধকারের প্রতীতি; জ্যোতির সাহায্য ব্যতীত অন্ধকার নিজে নিজের প্রতীতি জন্মাইতে পারে না। তদ্রূপ শ্রীভগবানের আশ্রয়েই মায়ার অভিব্যক্তি, ভগবানের আশ্রয় ব্যতীত, তাঁহার শক্তিব্যতীত, মায়া নিজেকে নিজে প্রকাশ করিতে পারে না। "যথান্ধকারো জ্যোতিষোঽন্যত্র এব প্রতীয়তে, জ্যোতির্বিনা চ ন প্রতীয়তে, জ্যোতিরাত্মনা চক্ষুষৈব তৎপ্রতীতে র্ন পৃষ্ঠাদিনেতি, তথেয়মপীত্যেবং জ্ঞেয়ম্॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ। ১৮॥" ইহা গেল শ্লোকস্থ "ন প্রতীয়েত চাত্মনি"-অংশের দৃষ্টান্ত।

অন্ধকারের দৃষ্টান্তে বিশেষভাবে যেন গুণমায়াকেই বুঝাইতেছে। শ্লোকস্থ তমঃ-শব্দে পূর্ব্বকথিত প্রতিচ্ছবির অন্ধকারময় (বর্ণশাবল্যময়) অবস্থাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। গুণমায়া এই বর্ণশাবল্যময় অবস্থার অনুরূপ। এই অন্ধকার আকাশস্থ সূর্য্যে নাই; সূর্য্যের বহির্দ্দেশেই ইহার অবস্থিতি। তদ্রূপ গুণমায়াও শ্রীভগবানের সবিশেষ অভিব্যক্তি-স্থানে নাই; তাহার বহির্দ্দেশেই গুণমায়ার প্রতীতি (অর্থং ঋতে যৎ প্রতীয়েত)। আবার সূর্য্য কিরণজাল বিস্তার না করিলে যেমন প্রতিচ্ছবি জন্মে না—সুতরাং প্রতিচ্ছবিস্থ বর্ণশাবল্যময় অন্ধকারেরও প্রতীতি হয় না; তদ্রূপ শ্রীভগবান তাঁহার শক্তিবিকাশ না করিলে গুণমায়ারও অভিব্যক্তি বা পরিণতি হয় না (ন প্রতীয়েত চাত্মনি)। ইহাতেই বুঝা গেল, শ্রীভগবানের আশ্রয় ব্যতীত—শ্রীভগবানের শক্তি ব্যতীত—গুণমায়াও পরিণতি প্রাপ্ত হইতে পারে না। স্বতঃ-পরিণাম-প্রাপ্তির সামর্থ্য গুণমায়ার নাই।

আভাস এবং তমঃ-এর দৃষ্টান্তের আর একটা ব্যঞ্জনা এই যে, প্রতিচ্ছবি বা তদন্তর্গত অন্ধকারের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলে যেমন সূর্য্যকে দেখিতে পাওয়া যায় না, সূর্য্যকে দেখিতে হইলে যেমন প্রতিচ্ছবি হইতে দৃষ্টি উঠাইয়া সূর্য্যের দিকে চাহিতে হয়; তদ্রূপ মায়ানিবিষ্ট হইয়া থাকিলে—অর্থাৎ দেহেতে আত্মবুদ্ধি এবং ভোগ্যবস্তুতে আসক্তি থাকিলেও—কেহ ভগবদনুভূতি লাভ করিতে পারে না; দেহাত্মবুদ্ধি দূর হইয়া গেলেই তাঁহার অনুভূতি

সম্ভব। প্রতিচ্ছবি সূর্য্য নয়; তদ্রূপ মায়াও—মায়া হইতে জাত এই ব্রহ্মাণ্ড এবং তদন্তর্গত ভোগ্যবস্তু-আদিও—পরমার্থভূত বস্তু নয়। এইরূপেই এই শ্লোকে ব্যতিরেকীমুখে ভগবানের স্বরূপ-জ্ঞাপন।

এই শ্লোকে আরও কয়েকটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথমতঃ, সৃষ্টি করার ইচ্ছা হওয়ায় ভগবান্ যে মায়ার প্রতি দৃষ্টি করিলেন, সেই মায়া মিথ্যা বস্তু নহে, ভ্রান্তিবিলসিত কোনও একটা বস্তু নহে; যেহেতু, জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের পক্ষে ভ্রান্তি সম্ভব নয়। মায়া সত্য। ভগবান্ সত্য, তাঁহার দৃষ্টি সত্য, তাঁহার শক্তিও সত্য। মায়া ও ভগবানের শক্তির যোগে যে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাও সত্য; তাহা কখনও মিথ্যা হইতে পারেনা। ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পরে ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামিরূপে প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিলেন। শ্রুতিও একথা বলেন। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।" তাঁহার প্রবেশ যেমন মিথ্যা নয়, যাহাতে তিনি প্রবেশ করিলেন, তাহাও মিথ্যা নয়। মিথ্যাজ্ঞান ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ জীবেরই হইতে পারে, শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব ভগবানের হইতে পারেনা। আবার, ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পরেই ব্যষ্টিজীবের সৃষ্টি এবং ব্যষ্টি-জীবের মোহনের জন্যই জীবমায়ার প্রকাশ—ব্যষ্টিজীব-সৃষ্টির পরে। যখন ব্যষ্টি-জীবের সৃষ্টি হয় নাই, ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের মাত্র সৃষ্টি হইয়াছে, তখন জীবমায়ার কার্য্যও আরম্ভ হয় নাই—বিষয়ের অভাবে। তখন কেবল গুণমায়ারই অভিব্যক্তি, গুণমায়াতে মোহিনী শক্তির বিকাশ নাই। জীবমায়া গুণাতীত ভগবানকে মোহিত করিতে পারেনা বলিয়া তখন জীবমায়ারও বিকাশ নাই। সুতরাং তখন কোনও ভ্রান্তির অবকাশই থাকিতে পারে না। যে জগৎ সত্যসত্যই সৃষ্ট হইয়াছে, সেই জগতও সত্য—তবে মায়িক বলিয়া অনিত্য। সুতরাং যাঁহারা বলেন—জগৎ মিথ্যা, তাঁহাদের উক্তির কোনও মূল্যই থাকিতে পারেনা। সম্ভবতঃ গুণমায়ার প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য নাই বলিয়াই তাঁহারা ঐরূপ বলিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ, জীব যে ভোগায়তন দেহ পায়, তাহা গুণমায়াসম্ভূত, সুতরাং জড়। আর জীব হইল স্বরূপতঃ চিদ্‌বস্তু—দেহ হইতে ভিন্নজাতীয় বস্তু। সুতরাং জীবের ভোগায়তন দেহ তাহার আত্মা হইতে পারেনা। কিন্তু জীবমায়ার প্রভাবে জীব দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করে। জীবমায়া মিথ্যা না হইলেও জীবমায়া-জনিত দেহে-আত্মবুদ্ধি মিথ্যা—বিবর্ত্ত। তাই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"দেহে আত্মবুদ্ধি—এই বিবর্ত্তের স্থান।"

যাহা হউক, চতুঃশ্লোকীর প্রথম দুই শ্লোকে প্রণবোক্ত পরব্রহ্মের স্বরূপ, অন্বয়ী ও ব্যতিরেকীমুখে, প্রকাশ করা হইল। তিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ, তিনিই সম্বন্ধ-তত্ত্ব। তাই এই দুই শ্লোকে প্রণবোক্ত সম্বন্ধ-তত্ত্বের কথাও বিশেষভাবে বিবৃত হইল।

উক্ত দৃষ্টান্তে সূর্য্যকে ভগবান্ বা ব্রহ্মের সঙ্গে এবং সূর্য্যের প্রতিচ্ছবি বা প্রতিবিম্বকে মায়ার সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। ইহাতে যদি কেহ মনে করেন যে, মায়িক জগৎও ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব, তবে তাহা সঙ্গত হইবে না। কারণ, সূর্য্যের ন্যায় কোনও পরিচ্ছিন্ন বস্তুরই প্রতিবিম্ব সম্ভব, সর্ব্বব্যাপক অপরিচ্ছিন্ন বস্তুর প্রতিবিম্ব সম্ভব নয়। ব্রহ্ম হইলেন সর্ব্বব্যাপক অপরিচ্ছিন্ন বস্তু; ব্রহ্মের কোনও প্রতিবিম্ব হইতে পারেনা। ইহাদ্বারা প্রতিবিম্ববাদও নিরস্ত হইল। সূর্য্য ও প্রতিচ্ছবির দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে—কেবলমাত্র মায়ার পূর্ব্বোল্লিখিত লক্ষণ দুইটীকে পরিস্ফুট করার উদ্দেশ্যে, অন্য কোনও উদ্দেশ্যে নহে।

জগতিস্থ জীব ব্রহ্মের সহিত তাহার সম্বন্ধের জ্ঞান—সুতরাং নিজের স্বরূপের জ্ঞানও—হারাইয়াছে, ইহা প্রণবের অর্থ হইতে বুঝা যায়; কিন্তু কেন হারাইয়াছে, তাহা প্রণবের অর্থ হইতে জানা যায় না। গায়ত্রীর "ভর্গ"-শব্দের ব্যঞ্জনায় মায়াকে অপসারিত করার কথা জানা যায়; তাহাতে অনুমানমাত্র হয় যে, মায়াই বোধ হয় সম্বন্ধজ্ঞান-বিস্মৃতির হেতু। গীতা হইতে জানা যায়, মায়াই জীবকে সংসারে ঘুরাইতেছে। এই শ্লোক হইতে পরিষ্কারভাবে জানা গেল—জীবমায়াই আমাদের স্বরূপের জ্ঞানকে—সুতরাং ভগবানের সহিত সম্বন্ধের জ্ঞানকেও—ভুলাইয়া রাখিয়াছে এবং আমাদের দেহাত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া এবং ভোগ্যবস্তুতে আসক্তি জন্মাইয়া সংসারে ঘুরাইতেছে। এইরূপে প্রণবোক্ত উপাসনার হেতু এবং সম্বন্ধজ্ঞান-বিস্মৃতির হেতুও এই শ্লোক হইতে স্পষ্টরূপে জানা গেল। তাই এই শ্লোকটীও প্রণবের অর্থ-প্রকাশক।

এক্ষণে চতুঃশ্লোকীর তৃতীয় শ্লোকের আলোচনা করা যাইতেছে। তৃতীয় শ্লোকটী এই।

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহম্॥ শ্রীভা, ২।৯।৩৪॥

ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন—(আকাশাদি) মহাভূতসকল যেমন দেব-মনুষ্যাদি সর্ব্ববিধ প্রাণীর ভিতরে ও বাহিরে অবস্থিত, তদ্রূপ আমিও আমার চরণে প্রণত ভক্তগণের ভিতরে ও বাহিরে অবস্থিত।

পূর্ব্ববর্ত্তী "জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে"-ইত্যাদি শ্লোকে যে রহস্যের উল্লেখ আছে, সেই রহস্যের (পরম গুহ্যতম বস্তুর) কথাই এই শ্লোকে বলা হইতেছে। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম (আকাশ)—এই পাঁচটী মহাভূত। জীবের দেহ এই পাঁচটী মহাভূতে গঠিত। এই পাঁচটী মহাভূত দেহরূপেও জীবের মধ্যে আছে, পৃথক্ পৃথক ভাবেও জীবের দেহে বর্ত্তমান। আবার, দেহের বাহিরেও ইহারা সর্ব্বত্র আছে। এইরূপে এই পাঁচটী মহাভূত জীবের ভিতরেও আছে, বাহিরেও আছে। তদ্রূপ ভগবান্ও অন্তর্য্যামিরূপে প্রত্যেক জীবের মধ্যেও আছেন, আবার বাহিরে তাঁহার পরব্যোমাদি ধামেও আছেন। এই রূপে ভগবানও সকল জীবের ভিতরে এবং বাহিরেও বিদ্যমান। কিন্তু একথা বলাই এই শ্লোকের উদ্দেশ্য নহে; কারণ, এই কথার মধ্যে রহস্য কিছু নাই; ইহা অতি সাধারণ কথা। একটু বিশেষ রকমে "ভিতরে ও বাহিরে" ভগবানের থাকার কথাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। ইহাই রহস্য। এই রহস্য নিহিত রহিয়াছে "তেষু নতেষু অহম্"-বাক্যে। নতেষু অর্থ—প্রণতেষু; যাঁহারা ভগবচ্চরণে প্রণত, সমস্ত ত্যাগ করিয়া—গীতার কথায় বলিতে গেলে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য"—যাঁহারা ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন এবং ভগবৎ-সেবাকেই একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই এস্থলে 'নত' বলা হইয়াছে। "তেষু নতেষু—সেই প্রণত-জনগণের মধ্যে"-এই বাক্যের "তেষু"-শব্দের একটা বিশেষ ব্যঞ্জনা আছে। ব্রহ্মার নিকটে রহস্যটী প্রকাশ করিবার উপক্রমেই যেন শ্রীভগবানের মনে তাঁহার প্রিয়তম ভক্তদের কথা উদিত হইল; তিনি যেন মানস-নেত্রে তাঁহাদিগকে দেখিতেই পাইলেন। তাই যেন তাঁহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বলিলেন—"তেষু নতেষু—আমার পরম-প্রিয়তম সেই ভক্তদের মধ্যে।" যাঁহাদের কথা তিনি ব্রহ্মাকে বলিলেন, তেষু-শব্দেই, ভগবানের পক্ষে তাঁহাদের পরম-প্রিয়তমত্ব সূচিত হইতেছে। ভগবানের নিকটে এইরূপ প্রিয়তম হওয়া কেবলমাত্র প্রেমিক ভক্তদের—ভগবানের প্রীতি-সম্পাদন ব্যতীত অন্য কিছু যাঁহারা জানেন না, তাঁহাদের—পক্ষেই সম্ভব। "তেষু নতেষু"—বাক্যাংশে এইরূপ প্রেমবান্ ভক্তদের কথাই বলা হইয়াছে। পঞ্চভূত যেমন প্রাণিমাত্রের ভিতরে এবং বাহিরে বর্ত্তমান, শ্রীভগবানও, এইরূপ প্রেমিক-ভক্তদের ভিতরে এবং বাহিরে বর্ত্তমান। ইঁহাদের ভিতরে তিনি অন্তর্য্যামিরূপে তো আছেনই, আরও এক বিশেষরূপে আছেন—তাঁহাদের প্রেমের বশীভূত হইয়া তিনি স্বয়ংরূপেও তাঁহাদের মধ্যে আছেন। তাই শ্রীভগবান্ দুর্ব্বাসার নিকটে বলিয়াছেন—"স্বাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ।—ভক্তই আমার প্রিয়, আমিও ভক্তদের প্রিয়। সাধুভক্তগণ (স্বসুখ-বাসনার এবং স্বদুঃখনিবৃত্তি-বাসনার গন্ধলেশও যাঁহাদের মধ্যে নাই, আমার প্রীতিবিধান ব্যতীত অন্য কোনও বাসনাই যাঁহাদের মধ্যে নাই, তাঁহারাই সাধুভক্ত; তাঁহারা) তাঁহাদের হৃদয়ে আমাকে—যেই আমি তোমার সঙ্গে কথা বলিতেছি, সেই আমাকেই—আমার অন্তর্য্যামি-স্বরূপকে নহে—স্বয়ং আমাকেই তাঁহাদের হৃদয়ে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছেন। আমি পরম-স্বতন্ত্র হইলেও তাঁহাদের নিকটে আমার স্বাতন্ত্র্য নাই, আমি সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের অধীন। অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ॥ শ্রীভা, ৯।৪।৬৩॥" এইরূপেই ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার প্রিয়ভক্তদের ভিতরে—হৃদয়ে—অবস্থান করেন। আর তাঁহাদের বাহিরে—ভগবান্ তাঁহার স্বীয় ধামে তো থাকেনই, তদ্ব্যতীত—ভক্ত যখন তাঁহার দর্শন পাইতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি ভক্তের সাক্ষাতেও স্বীয় পরম-মধুর-রূপ প্রকটিত করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করেন। ভক্তের ভিতরে এবং বাহিরে তিনি কি ভাবে থাকেন, তাহার সংবাদটীই এই শ্লোকের রহস্য। পরম-কৃপালু শ্রীভগবান্ ব্রহ্মার নিকটে সেই রহস্যতত্ত্বটীই প্রকাশ করিলেন।

এই শ্লোকে ভগবান্ প্রেমভক্তির রহস্যের কথাই ব্যক্ত করিলেন। ভগবৎ-সুখৈকতাৎপর্য্যময় প্রেমের সহিত যে ভক্ত তাঁহার সেবা করেন, তিনি সর্ব্বতোভাবে সেই ভক্তের বশীভূত হন—"ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব গরীয়সী॥ শ্রুতি॥"—একথাই ব্রহ্মাকে জানাইলেন।

গীতাবাক্যের তাৎপর্য্যে জানা গিয়াছে, জীব স্বরূপতঃ ভগবানের দাস; সুতরাং ভগবৎ-সেবাই তাহার স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রেমব্যতীত সেবা হইতে পারে না। তাই প্রেমই যে জীবের প্রয়োজন, এই শ্লোকে ভগবান্ তাহাই জানাইলেন।

প্রণবের অর্থ হইতে জানা গিয়াছে, প্রণবের উপাসনায় যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই পাওয়া যায়। "ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্" হওয়ার কথাও প্রণবার্থে জানা গিয়াছে। অন্য সমস্ত অপেক্ষা "ব্রহ্মলোকে মহীয়ান" হওয়াই যে পরম-কাম্য, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু "ব্রহ্মলোকে—ভগবানের ধামে—মহীয়ান্" হওয়া যায় কেবল মাত্র প্রেমের সহিত ভগবানের সেবাদ্বারা; যেহেতু এরূপ সেবাদ্বারাই ভগবান্‌কে বশীভূত করা যায়। সুতরাং "যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তিনি তাহা পাইতে পারেন"—প্রণবার্থের অন্তর্গত এই "ইচ্ছার" মহীয়ান্ বিকাশও প্রেমপ্রাপ্তির ইচ্ছাতেই। সুতরাং প্রণবে যে প্রয়োজন-তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহার চরম-তম বিকাশ প্রেমে। প্রণবোক্ত প্রয়োজন-তত্ত্বের গূঢ় তাৎপর্য্যই এই শ্লোকে প্রকাশ করা হইয়াছে।

ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধজ্ঞান স্ফূরিত হইলেই ভগবৎ-সেবার জন্য বলবতী লালসা জন্মে; তখন ভগবানই কৃপা করিয়া ভক্তকে প্রেম দেন এবং স্বচরণ-সেবা দিয়া কৃতার্থ করেন। গীতার উক্তি এবং পূর্ব্ববর্ত্তী "ঋতেহর্থং যৎ প্রতীয়েত"-ইত্যাদি শ্লোকের মর্ম্ম হইতে জানা গিয়াছে—মায়া দ্বারা কবলিত হওয়াতেই জীব সম্বন্ধজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া আছে। কি উপায়ে সম্বন্ধজ্ঞান স্ফূরিত হইতে পারে, প্রেমলাভ হইতে পারে এবং মায়ার প্রভাবও অপসারিত হইতে পারে, তাহাই চতুঃশ্লোকীর শেষ শ্লোকে বলা হইয়াছে। শেষ শ্লোকটীই এখন আলোচিত হইতেছে।

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥ শ্রীভা, ২।৯।৩৫॥

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন—যিনি আমার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি যেন (শ্রীগুরুদেবের নিকটে) এমন বস্তুটীর কথাই জিজ্ঞাসা করেন, অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী মুখে শাস্ত্রে যাহার উপদেশ দৃষ্ট হয় এবং যাহা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সম্ভব হয়।

এই শ্লোকে তত্ত্বজিজ্ঞাসু অর্থে ভগবানের যথার্থ-অনুভব-লাভেচ্ছু বুঝায়। "তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা যাথার্থ্যমনুভবিতু-মিচ্ছুনা—ক্রমসন্দর্ভঃ।" ভগবানের যথার্থ-অনুভব-প্রাপ্তির উপায়টীই হইল একমাত্র জিজ্ঞাসার বস্তু—মুখ্য জিজ্ঞাস্য।

এই শ্লোক বলিতেছেন—ভগবানের যথার্থ-অনুভবপ্রাপ্তির জন্য এমন একটা উপায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, যাহা সকলের পক্ষে সকলস্থানে সকল সময়ে সর্ব্বতোভাবে নিশ্চিত উপায় হইবে। নচেৎ সাধকের চেষ্টা পণ্ডশ্রমে পরিণত হইতে পারে, সকল লোক সাধনের সুযোগও না পাইতে পারে। সকলের পক্ষে কোনও উপায়ের এইভাবে নিশ্চয়তা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে এই কয়টী বিষয় দেখিতে হইবে:—

প্রথমতঃ, উপায়টী সম্বন্ধে শাস্ত্রে কোনও অন্বয়-বিধি আছে কিনা। অর্থাৎ এই উপায়টী অবলম্বন করিলে অভীষ্ট-সিদ্ধি হইবে, এমন কোনও প্রমাণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় কিনা।

দ্বিতীয়তঃ, উপায়টী সম্বন্ধে কোনও ব্যতিরেক-বিধি আছে কিনা; অর্থাৎ এই উপায়টী অবলম্বন না করিলে অভীষ্ট-সিদ্ধি হইবে না, এমন কোনও প্রমাণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় কিনা।

তৃতীয়তঃ, উপায়টী অন্যনিরপেক্ষ কিনা। অর্থাৎ অভীষ্ট-ফলদান-বিষয়ে এই উপায়টী অন্য কিছুর সাহচর্য্যের অপেক্ষা রাখে কিনা। যদি অন্য বস্তুর সাহচর্য্যের অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলে অপেক্ষণীয় বস্তুর অভাবে, কিম্বা তাহার সাহচার্য্যের তারতম্যানুসারে, অভীষ্টলাভে বিঘ্ন জন্মিতে পারে।

যদি উপায়টী সম্বন্ধে অন্বয়-বিধি ও ব্যতিরেক-বিধি থাকে এবং যদি তাহা অন্যনিরপেক্ষ হয়, তাহা হইলে উপায়টীর অভীষ্ট-ফলদানের সামর্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহের কিছু থাকেনা। তথাপি কিন্তু এই উপায়টী সকল লোক সকল স্থানে সকল সময়ে অবলম্বন করিতে পারিবে কিনা, তাহাও বিবেচনা করা দরকার। যদি দেশ-কাল-পাত্রাদির অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলেও উপায়টী সকল লোকের, সকল সময়ের এবং সকল স্থানের অবলম্বনীয় নিশ্চিত উপায়রূপে পরিগণিত হইতে পারে না। তাই নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও দেখিতে হইবে।

চতুর্থতঃ, উপায়টীর সার্ব্বত্রিকতা আছে কিনা। অর্থাৎ উপায়টী সর্ব্বত্র অবলম্বনীয় কিনা। সর্ব্বত্র বলিতে—সকল লোকে, সকল স্থানে, সকল অবস্থায় বুঝায়। যে উপায়টী যে কোনও লোক, যে কোনও অবস্থায়, যে কোনও স্থানে অবলম্বন করিতে পারে, তাহারই সার্ব্বত্রিকতা আছে বুঝিতে হইবে। সার্ব্বত্রিকতা না থাকিলে দেশ, পাত্র ও অবস্থার প্রতিকূলতায় বা অনুকূলতার অভাবে অভীষ্ট-সিদ্ধিবিষয়ে বিঘ্ন জন্মিতে পারে। অবস্থা—দশা; বাল্য-যৌবনাদি, শুচি-অশুচি-আদি।

পঞ্চমতঃ, উপায়টীর সদাতনত্ব আছে কিনা। অর্থাৎ এই উপায়টী যে কোনও সময়ে অবলম্বন করা যায় কিনা। সদাতনত্ব না থাকিলে, সময়ের প্রতিকূলতায় বা অনুকূলতার অভাবে অভীষ্ট-সিদ্ধিবিষয়ে বিঘ্ন জন্মিতে পারে।

উল্লিখিত পাঁচটী লক্ষণ যে উপায়টীর থাকিবে, দেশ-কাল-পাত্র-দশা-নির্ব্বিশেষে তাহাকেই সর্ব্বতোভাবে নিশ্চিত উপায় বলিয়া গ্রহণ করা যায়। তাই শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা স্যাৎ, এতাবদেব জিজ্ঞাস্যম্॥"

এক্ষণে দেখিতে হইবে, উক্ত পাঁচটী লক্ষণযুক্ত নিশ্চিত উপায়টী কি? কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি—মোটামুটি-ভাবে এই চারিটী উপায়ের কথাই শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। যথার্থ-ভগবদনুভব-প্রাপ্তির পক্ষে ইহাদের প্রত্যেকটীই সর্ব্বতোভাবে নিশ্চিত উপায় কিনা, অথবা কোন্‌টী নিশ্চিত উপায়, তাহাই নির্ণয় করিতে হইবে। এই ব্যাপারে আমাদিগকে দেখিতে হইবে—এই উপায়-সম্বন্ধে উক্ত পাঁচটী লক্ষণ আছে কিনা। কোনও উপায়ে যদি প্রথম তিনটী লক্ষণের কোনও একটীর অভাব দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে উপায়টীর অভীষ্ট-ফলদানের সামর্থ্যই অনিশ্চিত বলিয়া মনে করিতে হইবে এবং উপায়টীরও নিশ্চিততা প্রতিপন্ন হইবে না। কোনও উপায়ে যদি প্রথম তিনটী লক্ষণ থাকে, তাহা হইলে তাহার সামর্থ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় বটে; কিন্তু তাহার সার্ব্বত্রিকতা এবং সদাতনত্ব আছে কিনা, তাহাও দেখিতে হইবে। এই দুইটী লক্ষণ না থাকিলেও উপায়টীকে সকলের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে নিশ্চিত উপায় বলিয়া স্বীকার করা যাইবে না।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ—এই তিনটী উপায়ের প্রত্যেকটী সম্বন্ধেই অন্বয়-বিধি আছে; কিন্তু ব্যতিরেক-বিধি একটীর সম্বন্ধেও নাই। বিশেষতঃ, এই তিনটী পন্থার একটীও অন্য-নিরপেক্ষ নহে; প্রত্যেকটীই ভক্তির অপেক্ষা রাখে (অভিধেয়তত্ত্ব-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। ইহাদের কোনওটীর সার্ব্বত্রিকতাও নাই, সদাতনত্বও নাই (আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে ২৬শ শ্লোকের টীকায় বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য)। কাজেই এই তিনটী উপায় ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে নিশ্চিত উপায় হইলেও দেশ-কাল-পাত্র-দশা-নির্ব্বিশেষে নিশ্চিত উপায় নয়। বিশেষতঃ, এসমস্ত উপায়ে ভগবানের যে অনুভব লাভ হয়, তাহাকেও যথার্থ-অনুভব বলা চলে না। কর্ম্মমার্গ কোনও পরমার্থ-বস্তুই দান করিতে পারে না, ভগবদনুভব তো দূরের কথা। জ্ঞানমার্গ ও যোগমার্গ ভক্তির সাহচর্য্যে অনুসৃত হইলে যথাক্রমে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মসাযুজ্য এবং পরমাত্মার সহিত সংযোগ দিতে পারে। কিন্তু তাহাতে জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধের জ্ঞান—সুতরাং সেব্য-সেবক-ভাবও—স্ফূরিত হইতে পারে না। সম্বন্ধের জ্ঞান স্ফূরিত হইলেই প্রেমের সহিত ভগবৎ-সেবা করিয়া জীব ভগবানের যথার্থ অনুভব—তিনি আনন্দ-স্বরূপ, রস-স্বরূপ, সমস্ত আনন্দবৈচিত্রী ও রসবৈচিত্রী যে তাঁহাতে বর্ত্তমান, এসমস্তের অনুভব—লাভ করিতে পারে। জ্ঞানমার্গে বা যোগমার্গে তাহা অসম্ভব। বিশেষতঃ পূর্ব্বশ্লোকে প্রয়োজন-তত্ত্বরূপে যে প্রেমের কথা বলা হইয়াছে, যোগমার্গের বা জ্ঞানমার্গের সাধনে তাহা দুর্ল্লভ।

সুতরাং কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগ—ইহাদের কোনওটীই দেশ-কাল-পাত্র-দশা-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য নিশ্চিত পন্থা নহে।

ভক্তিসম্বন্ধে অন্বয়বিধি এবং ব্যতিরেকী বিধি—উভয়ই শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। ভক্তি পরম-স্বতন্ত্রা বলিয়া অন্য-নিরপেক্ষও। "ভক্তিরেব এনং নয়তি। ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি। ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব গরীয়সী॥ মাঠর-শ্রুতিঃ॥" ভক্তির সার্ব্বত্রিকতা এবং সদানত্বও আছে। যে কোনও লোক যে কোনও অবস্থায়, যে কোনও স্থানে, যে কোনও সময়ে ভক্তিমার্গের অনুষ্ঠানে অধিকারী। (বিস্তৃত আলোচনা ও শাস্ত্রপ্রমাণাদি আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে ২৬শ শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য)। যথার্থ-ভগবদনুভবের পক্ষে যে প্রেম অপরিহার্য্য, একমাত্র ভক্তিমার্গের সাধনেই তাহা সুলভ। সুতরাং যথার্থ ভগবদনুভবের পক্ষে দেশ-কাল-পাত্র-দশা-নির্ব্বিশেষে ভক্তিমার্গের সাধনই সর্ব্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য নিশ্চিত পন্থা।

"জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে"-ইত্যাদি শ্লোকে "তদঙ্গঞ্চ"-পদে ভগবৎ-স্বরূপজ্ঞানের অঙ্গস্বরূপ যে সাধনের কথা বলা হইয়াছে, এই শ্লোকে তাহার পরিচয় দেওয়া হইল। এই শ্লোকে দেখান হইল—সাধন-ভক্তিই অভিধেয়-তত্ত্ব।

প্রণবের অর্থে যে উপাসনার কথা এবং গায়ত্রীতে যে ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে, চতুঃশ্লোকীর এই শেষ-শ্লোকে দেখান হইল—তাহার পর্য্যবসান সাধন-ভক্তিতে।

এইরূপে দেখান হইল—চতুঃশ্লোকীতে প্রণবের অর্থ বিবৃত করিয়া বলা হইয়াছে এবং প্রণব বা গায়ত্রীতে যে সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে, এই চতুঃশ্লোকীতে তাহাদেরও বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে—"অহমেবাসমেবাগ্রে"-ইত্যাদিশ্লোকে অন্বয়ীমুখে এবং "ঋতেঽর্থং যৎ"-ইত্যাদি শ্লোকে ব্যতিরেকীমুখে সম্বন্ধতত্ত্বের, "এতাবদেব জিজ্ঞাস্যম্"-ইত্যাদি শ্লোকে অভিধেয়তত্ত্বের এবং যথা মহান্তি ভূতানি"—ইত্যাদি শ্লোকে প্রয়োজনতত্ত্বের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

প্রণবরূপ বীজ চতুঃশ্লোকীতেই শাখাপত্রপুষ্পসমন্বিত বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে।

ব্রহ্মা যে চারিটী বস্তু জানিতে চাহিয়াছিলেন, এই চতুঃশ্লোকীতে ভগবান্ তাহাও জানাইলেন। "অহমেবা-সমেবাগ্রে"-ইত্যাদি শ্লোকে ভগবানের সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপ এবং মায়ার সহযোগে তাঁহার লীলাতত্ত্ব, "ঋতেঽর্থম্"-ইত্যাদি শ্লোকে মায়ার স্বরূপ এবং "যথা মহান্তি ভূতানি"-ইত্যাদি এবং "এতাবদেব জিজ্ঞাস্যম্"-ইত্যাদি শ্লোকে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবার উপায়ের কথা জানান হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রণবের অর্থ বিকাশ। শ্রীমদ্ভাগবত হইতেছে চতুঃশ্লোকীরই বিবৃতি। সুতরাং প্রণব বা গায়ত্রীর অর্থ চতুঃশ্লোকীতে যতদূর বিকাশ লাভ করিয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতে তদপেক্ষাও অধিকরূপে উজ্জ্বলতর বিকাশ লাভ করিয়াছে।

পূর্ব্বে গরুড়পুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবত গায়ত্রীর ভাষ্যসদৃশ ; সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত প্রণবেরও ভাষ্যস্বরূপ ; যেহেতু, "প্রণবের যেই অর্থ, গায়ত্রীতে সেই হয়॥ ২।২৫।৭৮॥" বস্তুতঃ, শ্রীমদ্ভাগবতের আরম্ভই গায়ত্রীর অর্থ-প্রকাশে। "গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ-আরম্ভণ। সত্যংপরং—সম্বন্ধ, ধীমহি—সাধন-প্রয়োজন॥ ২।২৫।১০৯॥" শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকটী আলোচনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। প্রথম শ্লোকটী এই।

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে ৫১ শ্লোকের টীকায় এই শ্লোকের বিবৃতি দ্রষ্টব্য। শ্লোকটীর মোটামোটি অর্থ এই :—যিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা, যিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং স্বরাট্, যিনি ব্রহ্মাতে বেদ বিস্তার করিয়াছেন,

যিনি স্বীয় তেজোদ্বারা (স্বরূপশক্তি দ্বারা) সর্ব্বদা মায়াকে নিরস্ত করিতেছেন, যিনি পর—সর্ব্বশ্রেষ্ঠতত্ত্ব, সেই সত্যস্বরূপকে ধ্যান করি।

এই শ্লোকে যে গায়ত্রীর অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহা দেখান হইতেছে।

গায়ত্রী-মন্ত্রটী এই। তৎসবিতুঃ বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ—যিনি আমাদের বুদ্ধির প্রেরয়িতা, সেই সবিতা দেবের সর্ব্ব-বরণীয়-ভর্গকে (তেজকে) ধ্যান করি।

গায়ত্রীর "সবিতুঃ"-(সবিতার, জগৎ-প্রসবিতার)-শব্দের অর্থ প্রকাশ পাইতেছে, শ্লোকস্থ "জন্মাদস্য যতঃ" (যাহা হইতে জগতের জন্মাদি, যিনি জগতের প্রসবিতা)-বাক্যে।

গায়ত্রীর "দেবস্য"-(যিনি দেবতা—লীলাপরায়ণ, তাঁহার)-শব্দের অর্থ প্রকাশ পাইতেছে শ্লোকস্থ "স্বরাট্"-শব্দে। স্বরাট্ অর্থ—স্বৈঃ গোকুলবাসিভিরেব রাজতে (ক্রমসন্দর্ভঃ); যিনি স্বীয় পরিকরবর্গের সহিত লীলাপরায়ণ।

গায়ত্রীর "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ—যিনি আমাদের বুদ্ধির প্রেরক"-বাক্যের অর্থ প্রকাশ পাইতেছে শ্লোকস্থ "তেনে ব্রহ্ম (বেদ) হৃদা য আদিকবয়ে—যিনি আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন"—এই বাক্যে; যিনি সমষ্টিজীব-স্বরূপ ব্রহ্মারও বুদ্ধি-প্রেরক।

গায়ত্রীর "বরেণ্যং—বরণীয়, সকলের ভজনীয়"-শব্দের অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে শ্লোকস্থ "পরম্"-শব্দে। পরম্—মন্ত্রে বরেণ্য-শব্দেনাত্র চ গ্রন্থে পরশব্দেন পারমৈশ্বর্য্যপর্য্যন্ততা দর্শিতত্বাৎ (ক্রমসন্দর্ভঃ)। গায়ত্রীর বরেণ্য-শব্দ এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতের পর-শব্দ ব্রহ্মের ভর্গের বা তেজের পারমৈশ্বর্য্যতাপর্য্যন্ত সূচনা করিতেছে। (বরেণ্য-শব্দ গায়ত্রীর ভর্গের বিশেষণ)। ব্রহ্মের ভর্গ বা তেজ—শক্তি—ব্রহ্মের পারমৈশ্বর্য্য পর্য্যন্ত বিকাশ লাভ করিয়াছে, ইহাই গায়ত্রীর বরেণ্য এবং শ্লোকস্থ পর-শব্দের তাৎপর্য্য। সুতরাং বরেণ্য ও পর—উভয়ের তাৎপর্য্যই এক।

গায়ত্রীর "ভর্গঃ—অবিদ্যাকে অপসারিত করিতে পারে, (ব্রহ্মের) এইরূপ শক্তি বা তেজ"-শব্দের তাৎপর্য্য শ্লোকস্থ "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকম্—যিনি স্বীয় তেজ বা শক্তিদ্বারা সর্ব্বদা মায়াকে নিরস্ত করেন"—এই বাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

গায়ত্রীর "ভর্গঃ ধীমহি—ব্রহ্মের সেই তেজের—সেই অবিদ্যা-ধ্বংসকর-তেজঃসমন্বিত ব্রহ্মের—ধ্যান করি"-বাক্যের অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে শ্লোকস্থ "সত্যং ধীমহি—সেই সত্যস্বরূপ—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম-বাক্যে শ্রুতি যে ব্রহ্মের কথা বলিয়াছেন এবং যিনি স্বীয় তেজোদ্বারা মায়াকে নিরস্ত করেন, সেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের ধ্যান করি"-এই বাক্যে।

এইরূপে দেখা গেল, গায়ত্রীর যাহা তাৎপর্য্য, শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রথম শ্লোকেরও তাহাই তাৎপর্য্য। গায়ত্রীতে যেমন সম্বন্ধ-তত্ত্ব (সবিতা), অভিধেয়তত্ত্ব (ধীমহি) এবং প্রয়োজনতত্ত্বের (মায়ানিরসনের) কথা আছে, এই শ্লোকেও তাহা আছে। "সত্যম্"-শব্দে সম্বন্ধতত্ত্বের স্বরূপলক্ষণ এবং "জন্মাদস্য যতঃ"-বাক্যে তাঁহার তটস্থ লক্ষণ, "ধীমহি"-শব্দে অভিধেয়-তত্ত্ব এবং "ধাম্না স্বেন নিরস্তকুহকম্"-বাক্যে প্রয়োজন-তত্ত্বের কথা শ্লোকে প্রকাশ করা হইয়াছে। এজন্যই বলা হইয়াছে—"গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ-আরম্ভণ।"

যাহা হউক, শ্রীমদ্‌ভাগবতে প্রণবের বা গায়ত্রীর অর্থ কিরূপে বিবৃত হইয়াছে, তাহা দেখা যাউক।

প্রথমতঃ সম্বন্ধতত্ত্বের কথা। প্রণবে সম্বন্ধতত্ত্ব—ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম। অপর-ব্রহ্মও তাঁহার বিকাশ।

অপর-ব্রহ্মের পরিচয়ঃ—প্রণবে ইদম্ বা এতৎ; গায়ত্রীতে ব্যাহৃতিতে, ভূর্ভুবাদি সপ্তলোক; চতুঃশ্লোকীতে স্থূল, সূক্ষ্মজগৎ, প্রধান; সদসৎপরম্। শ্রীমদ্‌ভাগবতে চতুর্দ্দশভুবন—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য—এই সপ্তলোক এবং পাতাল, রসাতল, মহাতল, তলাতল, সুতল, বিতল, অতল,—এই সপ্তপাতাল (শ্রীভা, ২।১।২৬।২৮)। চতুর্দ্দশভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড। ইহাতেই প্রণবের অপর-ব্রহ্ম-রূপের বিকাশের পূর্ণতা।

পরব্রহ্মের পরিচয়ঃ—প্রণবে সর্ব্বব্যাপক, কালাতীত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বেশ্বর, অন্তর্য্যামী, সর্ব্বযোনি, জগৎ-কারণ; সবিশেষ। গায়ত্রীতে—জগৎ-কারণ, বুদ্ধির প্রেরক, মায়া-নিরসনকারী-তেজঃসম্পন্ন, অন্তর্য্যামী। গায়ত্রী-

শিরোভাগে আপঃ (সর্ব্বব্যাপক), জ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশ, চিদ্রূপ), রসঃ (পরম-আস্বাদ্য এবং পরম-আস্বাদক), অমৃতম্ (মায়ানির্ম্মুক্ত, শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বভাব) এবং ব্রহ্ম (স্বরূপে, শক্তিতে, শক্তির কার্য্যে, শক্তিকার্য্যের বৈচিত্রীতে—সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্ববৃহত্তম তত্ত্ব)। গীতায়—শ্রীকৃষ্ণ প্রণব, পরব্রহ্ম, অবতারী, মায়ার নিয়ন্তা, তাঁহার প্রকাশবিশেষ—বিশ্বরূপ, অব্যক্তশক্তিক ব্রহ্ম। চতুঃশ্লোকীতে শ্যাম-চতুর্ভুজ-দ্বিভুজাদি-রূপবিশিষ্ট, স্বপরিকরসঙ্গে স্বীয় নিত্যধামে নিত্যলীলায় বিলাসবান্, মায়ার নিয়ন্তা, ভক্তবশ্য, প্রেমবশ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্, অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের মূল, অবতারী। গায়ত্রীর শিরোভাগস্থ রসঃ-স্বরূপের বিকাশ। শ্রীকৃষ্ণ রসরূপে পরম-মধুর, আত্মবিস্মাপনরূপ (শ্রীভা, ৩।২।১২), সাক্ষান্মন্মথমন্মথ (শ্রীভা, ১০।৩২।২)। শ্রীকৃষ্ণ রস-আস্বাদকরূপে স্বীয়পরিকরবর্গের সঙ্গে দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুরাদি নানারসোদ্গারিণী লীলায় বিলাসবান্—লীলারসের এবং ভক্তের প্রেমরসনির্য্যাসের আস্বাদনার্থ (শ্রীভা, দশম স্কন্ধ)। ঐশ্বর্য্যাত্মিকা ও মাধুর্য্যাত্মিকা উভয় প্রকার লীলায় বিলাসবান—বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্যাত্মিকা, দ্বারকা-মথুরায় ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত-মাধুর্য্যাত্মিকা এবং ব্রজে শুদ্ধমাধুর্য্যাত্মিকা লীলা। প্রেমবশ্যতার পরাকাষ্ঠা—বাৎসল্যপ্রেমের বশে যশোদামাতার হাতে বন্ধনপর্য্যন্ত স্বীকার, কান্তাপ্রেমের বশে গোপসুন্দরীদিগের নিকটে অপরিশোধ্যঋণে ঋণিত্ব স্বীকার (শ্রীভা, ১০।৩২।২২)।

পরব্রহ্মের শক্তির পরিচয় ঃ—প্রণবে প্রচ্ছন্ন, জগৎ-কর্ত্তৃত্বে এবং সর্ব্বজ্ঞত্বাদিতে শক্তির অস্তিত্বের ইঙ্গিত। গায়ত্রীতে ভর্গ-শব্দে শক্তির উল্লেখ। গীতায় জীবশক্তির ও মায়াশক্তির স্পষ্ট উল্লেখ; তাৎপর্য্যে স্বরূপশক্তির উল্লেখ। মায়াশক্তি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা। চতুঃশ্লোকীতে মায়াশক্তির স্পষ্ট উল্লেখ। শ্রীমদ্ভাগবতে ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তির উল্লেখ; তাহার জীবমোহিনী শক্তি, ভগবানের বহির্ভাগে অবস্থিতি। স্বরূপশক্তি ও লীলা-শক্তির (যোগমায়ার) এবং জীবশক্তির উল্লেখ।

পরব্রহ্মের ধামাদিরূপে বিকাশ। প্রণবে ব্রহ্মলোক। গায়ত্রীর শিরোভাগে ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ-শব্দাদিতে ধামের-নিত্যত্ব, সর্ব্বসুখময়ত্ব, চিন্ময়ত্ব, সর্ব্বব্যাপকত্ব ও স্বপ্রকাশত্বের উল্লেখ। গীতায় পরম-ধামের উল্লেখ। চতুঃশ্লোকীতে বৈকুণ্ঠাদির তাৎপর্য্যে উল্লেখ। শ্রীমদ্ভাগবতে বৈকুণ্ঠ, দ্বারকা, মথুরা, ব্রজ, বৃন্দাবনাদির উল্লেখ।

পরিকরাদিরূপে পরব্রহ্মের বিকাশ। প্রণবে সম্পূর্ণরূপে প্রচ্ছন্ন। গায়ত্রীতে "দেবস্য"-শব্দে ইঙ্গিত। গীতায় "দিব্যং কর্ম্ম"-(৪।৯)-শব্দে ইঙ্গিত। চতুঃশ্লোকীতে "অহমেবাসমেবাগ্রে"-ইত্যাদি শ্লোকে ইঙ্গিত। শ্রীমদ্ভাগবতে নন্দ, যশোদা, গোপী, উদ্ধবাদিতে স্পষ্ট উল্লেখ।

শক্তি, ধাম, পরিকরাদি পরব্রহ্মেরই স্বরূপের অন্তর্ভুক্ত।

অভিধেয় তত্ত্ব ঃ—প্রণবে ধ্যান। গায়ত্রীতে ধ্যান। গীতায় কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, ভক্তি—ভক্তির সর্ব্বগুহ্যতমত্ব, সুতরাং সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব। চতুঃশ্লোকীতে সাধনভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব। শ্রীমদ্ভাগবতে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি হইতেও ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা সাধন-ভক্তির স্পষ্ট উল্লেখ।

প্রয়োজনতত্ত্ব ঃ—প্রণবে ব্রহ্মকে জানা; যাহা ইচ্ছা, তাহার প্রাপ্তি, ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হওয়া। গায়ত্রীতে মায়ানিবৃত্তির ইঙ্গিত; গায়ত্রী-শিরোভাগে ভূর্ভুবঃস্বঃ এর উল্লেখে চিদ্রূপ নিত্যসর্ব্বসুখময় ধাম প্রাপ্তির ইঙ্গিত। গীতায় ব্রহ্মসাযুজ্য, পরমাত্মার সহিত যোগ এবং সেব্যরূপে ভগবৎ-প্রাপ্তির উল্লেখ, ভগবৎ-প্রাপ্তির পরমগুহ্যতমত্বের—সুতরাং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-কাম্যত্বের উল্লেখ। চতুঃশ্লোকীতে ভগবানের যথার্থ অনুভবলাভ এবং তাহার উপায়রূপে প্রেমের উল্লেখ। শ্রীমদ্ভাগবতে যোগ-জ্ঞানাদির লভ্য অপেক্ষা কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী শ্রীকৃষ্ণসেবা এবং তাহার উপায়ভূত প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব। প্রেমের অসাধারণ-ভগবদ্বশীকরণী-শক্তির কথা শ্রীমদ্ভাগবতেই সর্ব্বপ্রথম দৃষ্ট হয়।

গ্রন্থের কলেবর-বৃদ্ধির আশঙ্কায় শ্রীমদ্ভাগবতে প্রণবের অর্থবিকাশের বিস্তৃত আলোচনা করা হইল না, কেবল সূত্রাকারে উল্লেখ করা হইল।

প্রণবরূপ বীজ শ্রীমদ্ভাগবতে শাখাপত্রপুষ্পশোভিত বিরাট ফলবান্ বৃক্ষরূপে পরিণতি লাভ করিয়াছে। গায়ত্রীর শিরোভাগে রস-শব্দে (শ্রুতিপ্রোক্ত রসো বৈ সঃ) পরব্রহ্মের পরম আস্বাদ্যত্বের এবং পরম-আস্বাদকত্বের

যে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, কেবলমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতেই তাহার বিশেষ বিবৃতি দৃষ্ট হয়। শ্রুতি যে ব্রহ্মকে আনন্দ-স্বরূপ এবং রস-স্বরূপ বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য শ্রীমদ্ভাগবতেই পরিস্ফুট হইয়াছে। উপনিষদাদি সমগ্র শাস্ত্রের একমাত্র অনুসন্ধেয় রসস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধমাধুর্য্য-নিঃস্যন্দিনী লীলাতরঙ্গিণীর রসধারায় পরিনিষিক্ত শ্রীমদ্ভাগবতও এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় পরমাস্বাদ্য রসভাণ্ডাররূপে জগতে প্রকটিত হইয়াছেন। তাই বলা হইয়াছে—"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতরসসংযুতম্ পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥ শ্রীভা, ১।১।৩॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রণবের অর্থবিকাশ। প্রণবের এবং গায়ত্রীর যে অর্থ শ্রীমদ্ভাগবতে বিকশিত হইয়াছে, তাহার কোনও কোনও অংশ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উজ্জ্বলতর ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। এস্থলে অতি সংক্ষেপে দিগ্‌দর্শন দেওয়া হইতেছে। মাত্র শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত বিশেষতত্ত্বগুলিই উল্লিখিত হইবে।

অভিধেয়-তত্ত্ব। সাধন-ভক্তিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—বৈধী ভক্তি ও রাগানুগা ভক্তি। উভয় প্রকারেই অনুষ্ঠানের অঙ্গগুলি প্রায় একই—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি। পার্থক্য কেবল সাধন-প্রবর্ত্তক মনোভাবে। যাঁহারা শাস্ত্রের আদেশেই কেবল কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে ভজনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের ভজনকে বলে বৈধীভক্তি (শাস্ত্রবিধি-দ্বারা প্রণোদিত সাধনভক্তি)। আর যাঁহারা শাস্ত্রবিধির অপেক্ষা না রাখিয়া কেবল প্রাণের টানে ভজনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের ভজনকে বলে রাগানুগাভক্তি। বৈধীভক্তি হইল ভজনের-নিমিত্ত-শাস্ত্রবিধির অনুগত—শাস্ত্রে ভজনের আদেশ আছে বলিয়াই ভজনে প্রবৃত্তি। ভজন না করিলে পরকালে দুঃখভোগ হইতে পারে—এই ভয়ে ভজনে প্রবৃত্তি। আর রাগানুগা হইল রাগ বা আসক্তি বা লোভের অনুগত; এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের জন্য লোভবশতঃই ভজনে প্রবৃত্তি; ইহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত। বৈধীর ভজন বিধি-স্ফূর্ত্ত।

বৈধীভজনে সাধারণতঃ ভগবানের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান, তাঁহার মাহাত্ম্যের জ্ঞান প্রাধান্য লাভ করে। সিদ্ধি-কাল পর্য্যন্তও যদি এইরূপ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের প্রাধান্যই থাকিয়া যায়, তাহা হইলে ঐশ্বর্য্য-প্রধান পরব্যোমেই সারূপ্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তির কোনও এক মুক্তি লাভ করিয়া সাধক বৈকুণ্ঠেশ্বরের সেবা পাইয়া থাকেন। ইহাতে ভগবানের যথার্থ অনুভব লাভ হয়না। কারণ, বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণে ঐশ্বর্য্যের বিকাশই সর্ব্বাতিশায়ী; তাই ভক্তের পক্ষে মন-প্রাণ-ঢালা সেবার অবকাশ নাই। মনপ্রাণঢালা সেবা ব্যতীত ভগবানের মাধুর্য্য আস্বাদনের সম্ভাবনা নাই; শুদ্ধমাধুর্য্যের আস্বাদনেই যথার্থ অনুভব।

রাগানুগাতে মাধুর্য্যের জ্ঞানই প্রধান। কারণ, মাধুর্য্যের আকর্ষণেই লোভ জন্মায়, এই লোভই ভজনের প্রবর্ত্তক। তাই রাগানুগার ভজনে সাধক শুদ্ধমাধুর্য্যময় ব্রজধামে মাধুর্য্যঘন-বিগ্রহ রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইয়া তাঁহার যথার্থ অনুভব লাভ করিতে পারে। ইহাই পরম পুরুষার্থ।

বৈধীভক্তির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত সাধকেরও ভাগ্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের লোভ জন্মিতে পারে। এই লোভ জন্মিলে তখন হইতে তাঁহার ভজনও রাগানুগার ভজনই হইবে।

সম্বন্ধ-তত্ত্ব। শক্তি। স্বরূপ-শক্তি তিনরূপে প্রকাশ পায়—হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সম্বিৎ (বিষ্ণুপুরাণ ১।১২।৬৯)। সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের সৎ-অংশের শক্তির নাম সন্ধিনী (সত্তাসম্বন্ধিনী শক্তি, আধার-শক্তি), চিৎ-অংশের শক্তির নাম সম্বিৎ (জ্ঞানসম্বন্ধিনী শক্তি) এবং আনন্দাংশের শক্তির নাম হ্লাদিনী (আনন্দদায়িকা শক্তি)। সন্ধিনী অপেক্ষা সম্বিতের, সম্বিৎ অপেক্ষা হ্লাদিনীর উৎকর্ষ। শক্তির অভিব্যক্তি দুইরূপে—অমূর্ত্ত এবং মূর্ত্ত। অমূর্ত্তরূপে শক্তি থাকে শক্তিমানের মধ্যে। মূর্ত্তরূপে হয় শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। (কেনোপনিষদে মায়ার মূর্ত্ত-বিগ্রহের কথা শুনা যায়)।

ভগবানের ধাম, লীলাপরিকর এবং লীলার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি—সমস্তই তাঁহার স্বরূপশক্তির বিলাস-বিশেষ।

ঋক্‌-পরিশিষ্ট-প্রোক্ত-শ্রীরাধিকা হ্লাদিনীর মূর্ত্ত বিগ্রহ এবং সর্ব্বশক্তির অধিষ্ঠাত্রী (রাধাতত্ত্ব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। ভক্তি এবং প্রেমও হ্লাদিনীরই বৃত্তিবিশেষ. তাই পরম আস্বাদ্য। প্রেমের চরমতম বিকাশ যে স্তরে, তাহার নাম মাদনাখ্য-মহাভাব। শ্রীরাধাতেই এই মাদন বিদ্যমান। তিনি মহাভাবেরই মূর্ত্তরূপ—মহাভাব-স্বরূপা। তিনি সমস্ত ভগবৎ-কান্তাগণের অংশিনী।

স্বরূপ। শ্রীমদ্‌ভাগবতের আত্মপর্য্যন্তবিস্মাপন-রূপধর সাক্ষান্মন্মথমন্মথ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে "ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্। সর্ব্ব-অবতারী সর্ব্ব-কারণ প্রধান॥ অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সভার আধার॥ সচ্চিদানন্দ-তনু ব্রজেন্দ্র-নন্দন। সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বরসপূর্ণ॥ বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন। কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন॥ পুরুষ যোষিৎ কিম্বা স্থাবর জঙ্গম। সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন॥ নানা ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়। সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয়॥ শৃঙ্গার-রসরাজময় মূর্ত্তিধর। অতএব আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্ত হর॥ লক্ষ্মীকান্ত-আদি অবতারের হরে মন। লক্ষ্মী-আদি নারীগণের করে আকর্ষণ॥ আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন। আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন॥ ২।৮।১০৬-১৪॥"

উদ্ধৃত পয়ারসমূহে শ্রীকৃষ্ণকে "মন্মথ-মদন" এবং "অপ্রাকৃত নবীন মদন" বলা হইয়াছে। এই দুইটী নামের একটু তাৎপর্য্য ব্যক্ত করা আবশ্যক।

মন্মথ-মদন-শব্দে মদনমোহন বুঝায়; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের এমন এক সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশকে বুঝায়, যাহাতে অপ্রাকৃত মদনপর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ রূপের বিকাশ হয় একমাত্র তখন, যখন তিনি শ্রীরাধার সান্নিধ্যে থাকেন। "রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ। অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ॥" শ্রীরাধার সান্নিধ্যে যখন তিনি থাকেন, তখন তাঁহার অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার স্বমুখের উক্তি এই—"মন্মাধুর্য্য রাধাপ্রেম দোঁহে হোড় করি। ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে দোঁহে কেহো নাহি হারি॥" পরিকর-ভক্তের প্রেমই শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক মাধুর্য্যকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিতে পারে। এইরূপই "মন্মথ-মদন"-শব্দের তাৎপর্য্য।

শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথও বলা হইয়াছে। যাঁহার মোহিনীশক্তির এক কণিকার আভাস লাভ করিয়া প্রাকৃত মদন সমস্ত জগৎকে মুগ্ধ করেন, তিনি হইলেন অপ্রাকৃত মন্মথ। চক্ষুর চক্ষুর ন্যায়, যিনি মন্মথেরও মন্মথ—যিনি অপ্রাকৃত মন্মথেরও মূল, তিনি মন্মথ-মন্মথ। সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ—স্বয়ং মন্মথ-মন্মথ; যাঁহার মোহিনী-শক্তির এক অংশ মাত্র অপ্রাকৃত মন্মথের মোহিনী শক্তি, তিনিই স্বয়ং মন্মথ-মন্মথ। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের চিত্তাকর্ষিণী শক্তির সর্ব্বাতিশায়িতা প্রকাশ পাইতেছে।

আর "অপ্রাকৃত নবীন মদন"-বাক্যের তাৎপর্য্য এইরূপ। স্বীয় অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যে সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া, সকলের চিত্তে সেই মাধুর্য্য-আস্বাদন-বাসনার উদ্দামতা জন্মাইয়া, সকলকে উন্মত্ত করিয়া তোলেন বলিয়া তিনি "মদন"। তাঁহার যে মাধুর্য্য এই উন্মত্ততার হেতু, তাহা প্রতিক্ষণে নব-নবায়মান বলিয়া তিনি "নবীন-মদন।" তিনি এবং তাঁহার মাধুর্য্য অপ্রাকৃত চিদ্‌বস্তু বলিয়া তিনি "অপ্রাকৃত নবীন মদন।"

বাসনার (বা কামনার) উদ্দামতা জন্মাইয়া যিনি মত্ততা জন্মাইতে পারেন, তাঁহাকে কামদেবও (কামের—কামনার—বাসনার দেবতা বা নিয়ন্তা) বলা যায়। এইভাবে পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণকে "অপ্রাকৃত নবীন কামদেবও" বলা যাইতে পারে। তিনি প্রাকৃত কামদেব নহেন; যেহেতু, প্রাকৃত কামদেবের ন্যায় তিনি প্রাকৃত ভোগ্যবস্তুর জন্য বাসনা জন্মান না; তাঁহার মাধুর্য্য-আস্বাদনের বাসনা জাগাইয়া বরং প্রাকৃত-ভোগবাসনা তিনি দূরীভূতই করেন।

সকল দেবতারই বীজ এবং গায়ত্রী থাকে; বীজ এবং গায়ত্রী দেবতার নামেই অভিহিত হয় এবং তাহাতে দেবতার স্বরূপই প্রকাশিত হয়। এই অপ্রাকৃত কামদেবেরও তাঁহার স্বরূপব্যঞ্জক বীজ এবং গায়ত্রী আছে—কামবীজ ও কামগায়ত্রী। তাই বলা হইয়াছে—"বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন। কামগায়ত্রী কামবীজে তাঁর

উপাসন ॥” প্রাকৃত কামদেবকে “ফুল-শর” বলে, “পঞ্চশর”-ও বলে। তাঁর যেন পাঁচটী ফুলের শর (বাণ) আছে, তদ্দ্বারা তিনি তাঁহার শিকারকে বিদ্ধ করেন অর্থাৎ প্রাকৃত ভোগ-বাসনায় বিচলিত করেন। “পঞ্চশর” বলার সার্থকতা এই যে, প্রাকৃত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ—এই পাঁচটী বস্তুর ভোগের জন্য বাসনা জাগাইয়া জীবকে তিনি জর্জ্জরিত করেন; এক একটী বস্তুর জন্য বাসনাই তাঁহার এক একটী শর। তাঁহার বাণ ফুলের আকারে—লোভনীয় বস্তুর আকারে—আসে; ভীতি উৎপাদন করে না। “অপ্রাকৃত নবীন মদন”-শ্রীকৃষ্ণেরও পাঁচটী শর আছে—স্বীয় অপ্রাকৃত রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ আস্বাদনের বলবতী বাসনারূপ শর। এই বাসনাও পরম-লোভনীয় বস্তুর জন্য লোভনীয় বাসনারূপেই আসে। তাই এই পাঁচটী বাসনাকেও “অপ্রাকৃত নবীন মদনের” পাঁচটী পুষ্পবাণ বলা যায় এবং তাঁহার এইরূপ পুষ্পবাণ আছে বলিয়া তাঁহাকেও “পুষ্পবাণ” বলা যায়।

শ্রীকৃষ্ণরূপাদির পরম-লোভনীয়তার এবং মহা-আকর্ষিণী শক্তির পরিচয় দেওয়ার ভাষা নাই। রাধাভাবাবিষ্ট শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কথায় সামান্য একটু দিগ্‌দর্শন এস্থলে দেওয়া হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের রূপাদি পাঁচটী বস্তুর আকর্ষণে তাঁহার পাঁচটী ইন্দ্রিয় প্রবলবেগে আকৃষ্ট হওয়াতে তাঁহার একটী মনের কি অবস্থা হইয়াছিল, নিম্নোদ্ধৃত বাক্যসমূহে তাহাই তিনি বর্ণন করিয়াছেন।

“কৃষ্ণ-রূপ-শব্দ-স্পর্শ, সৌরভ্য অধর-রস, যার মাধুর্য্য কহন না যায়। দেখি লোভী পঞ্চজন, এক অশ্ব মোর মন, চড়ি পঞ্চ পাঁচ দিগে ধায়॥ সখি হে শুন মোর দুঃখের কারণ। মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ, মহালম্পট দস্যুগণ, সভে করে হরে পরধন॥ এক অশ্ব এক ক্ষণে, পাঁচ পাঁচ দিকে টানে, এক মন কোন দিকে যায়। এক কালে সভে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে, এই দুঃখ সহনে না যায়॥ ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ, ইহা সভার কাহাঁ দোষ, কৃষ্ণরূপাদি মহা আকর্ষণ॥ রূপাদি পাঁচ পাঁচে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে, মোর দেহে না রহে জীবন॥ কৃষ্ণরূপামৃতসিন্ধু, তাহার তরঙ্গবিন্দু, এক বিন্দু জগত ডুবায়॥...কৃষ্ণের বচনমাধুরী, নানারস নর্ম্মধারী, তার অন্যায় কহন না যায়।...কৃষ্ণ-অঙ্গ সুশীতল, কি কহিব তার বল, ছটায় জিনে কোটীন্দু চন্দন। ...কৃষ্ণাঙ্গ-সৌরভ্যভর, মৃগমদ-মদহর, নীলোৎপলের হরে গর্ব্বধন।...কৃষ্ণের অধরামৃত, তাতে কর্পূর মন্দস্মিত, স্বমাধুর্য্যে হরে নারীমন। ছাড়ায় অন্যত্র লোভ, না পাইলে মনে ক্ষোভ, ব্রজনারীগণের মূলধন॥ এত কহি গৌরহরি, দু’জনের কণ্ঠধরি, কহে শুন স্বরূপ-রামরায়। কাহাঁ করোঁ কাহাঁ যাঙ, কাহাঁ গেলে কৃষ্ণ পাঙ, দোঁহে মোরে কহ সে উপায়॥ ৩।১৫।১৩-২২॥”

এক্ষণে কামবীজ ও কামগায়ত্রীর উল্লেখ করা হইতেছে। “তৎসবিতুর্বরেণ্যমিত্যাদি”-পূর্ব্বোল্লিখিত গায়ত্রী যেমন প্রণবসহ জপ করিতে হয়, কামগায়ত্রীও তদ্রূপ কামবীজসহ জপের বিধি।

কামবীজ—ক্লীম্। শ্রুতি বলেন, কামবীজ ও প্রণব একই বস্তু। “ক্লীমোঙ্কারস্যৈক্যত্বং পঠ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ॥ গো, তা, উ, তা, ৫৭॥” কামবীজ এবং প্রণব এক হইলেও কামগায়ত্রীর সঙ্গে প্রণবের যোগ না করিয়া কামবীজ যোগ করার হেতু বোধ হয় এই যে, কামবীজে এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যের ব্যঞ্জনা আছে। “সাক্ষাৎ-মন্মথ-মন্মথ অপ্রাকৃত নবীন মদনের” উপাসনায়—তাই প্রণব অপেক্ষা কামবীজই প্রশস্ততর। শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০।২৯।৩-শ্লোকের অন্তর্গত “জগৌ-কলং বামদৃশাং মনোহরম্॥”—বাক্যাংশের অর্থে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—“অত্র শ্লেষেণ কামবীজং জগাবিতি রহস্যম্। যতো বামদৃক্‌সম্বন্ধি যত্তৎসহিতং কলমিতি প্রথমাক্ষরত্রয়ং ব্যঞ্জিতম্। কীদৃশং মনোহরং মনঃশব্দেন তদধিষ্ঠাতা চন্দ্র উচ্যতে। স চ তদাকারত্বেন লবকঃ তং হরতীতি আকর্ষতীতি তৎ সম্বলিতমিত্যর্থঃ।” চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—“শ্লেষেণ কলং ককার-লকারম্। বামদৃশামিতি লুপ্তবিভক্তিকং পদং বামদৃক্ চতুর্থঃ স্বরঃ। তয়া সহ পঞ্চদশস্বরং কামবীজং জগাবিতি রহস্যং মনোহরং মনসঃ আকর্ষকত্বাৎ স্ব-স্বরূপভূত-মহামন্মথ-মন্ত্রমিত্যর্থঃ।” উদ্ধৃত শ্লোকাংশের যথাশ্রুত অর্থ এই—রাসারম্ভে গোপীমণ্ডলীকে আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বেণুসহযোগে “বামনয়নাদিগের মনোহর কল-গান করিয়াছিলেন।” টীকাকারগণ বলিতেছেন—ইহা যথাশ্রুত অর্থ হইলেও শ্লেষার্থে উক্তবাক্যে একটা রহস্য নিহিত আছে। সেই রহস্যটী হইতেছে এই যে, শ্রীকৃষ্ণ

স্বীয় বেণুযোগে স্বীয়-স্বরূপভূত-মহা-মন্মথত্ব-সূচক কামবীজই গান করিয়াছিলেন। উদ্ধৃত বাক্যাংশে কিরূপে কামবীজ বুঝাইতে পারে, তাহাও তাঁহারা বলিয়াছেন। কামবীজে (ক্লীম্ বা ক্লীঁ-এ) এ-কয়টী অক্ষর আছে—ক, ল, ঈ (স্বরবর্ণের চতুর্থ অক্ষর) এবং ঁ (স্বরবর্ণের পঞ্চদশ অক্ষর)। শ্লোকস্থ "কল"-শব্দে ক এবং ল-এই দুইটী অক্ষর আছে। বামদৃক্-শব্দে চতুর্থ স্বরবর্ণ (ঈ) বুঝায়। মনোহরং-শব্দের অন্তর্গত মনঃ-শব্দে মনের অধিষ্ঠাতা চন্দ্রকে বুঝায়। দ্বিতীয়া কি তৃতীয়ার চন্দ্রের সঙ্গে পঞ্চদশ স্বরবর্ণ চন্দ্রবিন্দুর আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনঃ-শব্দে চন্দ্রবিন্দুকে বুঝায়। তাহাকে (চন্দ্রবিন্দুকে) হরণ বা আকর্ষণ করিয়া নিজের সঙ্গে সংযুক্ত করে যে "কলং", সেই "মনোহরং কলম্"। এইরূপে ক, ল, ঈ এবং ঁ—এই কয়টী অক্ষরের যোগে কামবীজ হইল। গোপীদিগের আকর্ষণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ এই কামবীজ গান করিয়াছিলেন এবং তাহা শুনিয়াই গোপীগণ—যিনি যেই অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থাতেই, বেদধর্ম্ম-কুলধর্ম্ম-লোকধর্ম্ম-স্বজন-আর্য্যপথ সমস্ত ত্যাগ করিয়া—উন্মত্তের ন্যায় ধাবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সমীপে উপনীত হইয়াছিলেন। ইহা হইতেই কামবীজের সর্ব্বাকর্ষকত্ব—সর্ব্বচিত্ত-মোহনত্ব সূচিত হইতেছে। ইহাই প্রণব অপেক্ষা কামবীজের বৈশিষ্ট্য। প্রণবের মধ্যে যাহা অত্যন্ত গূঢ়ভাবে আছে, কামবীজে তাহা অনাবৃত—প্রকাশ্য—ভাবে আছে।

কামগায়ত্রীটী এই—"কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ ॥"

এই গায়ত্রীতে—প্রথমতঃ, যিনি স্বীয় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদিদ্বারা সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া, সেই সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির আস্বাদন-বাসনা জাগাইয়া, সেই বাসনাকে উদ্দাম করিয়া মত্ততা জন্মাইয়া থাকেন, সেই অপ্রাকৃত কামদেব রস-স্বরূপ পরব্রহ্মকে জানার কথা (প্রণবোক্ত-"ব্রহ্মকে জানার" কথা), দ্বিতীয়তঃ, যিনি তাঁহার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ—এই পাঁচটী পরম-লোভনীয় এবং মহা আকর্ষিণী শক্তিযুক্ত বস্তুর আস্বাদন-বাসনাজনিত পরম-উৎকণ্ঠার তীব্র যন্ত্রণায়—চিত্তকে জর্জ্জরিত করিতে সমর্থ, সেই অপ্রাকৃত-কন্দর্প রসস্বরূপ-পরব্রহ্মের ধ্যানের কথা এবং তৃতীয়তঃ, তাদৃশ পরম-রমণীয়, পরম-চিত্তাকর্ষক রসস্বরূপ-পরব্রহ্মকর্ত্তৃক মনের বা বুদ্ধির প্রেরণের কথা দৃষ্ট হয়। প্রণবের সহিত অভিন্ন কামবীজের সহিত সংযুক্ত থাকাতেই কামগায়ত্রীর অন্তর্ভুক্ত "কামদেব", "পুষ্পবাণ" এবং "অনঙ্গ"-শব্দত্রয়ে প্রণবোক্ত পরব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে।

প্রণবে, গায়ত্রীতে, গীতায়, চতুঃশ্লোকীতে এবং শ্রীমদ্ভাগবতেও ব্রহ্মের দুইটী রূপের কথা জানা যায়—অপর এবং পর। পর-রূপের এক রকম বিকাশই অপর-রূপ। প্রণবের অর্থালোচনায় এবং আরও পরিষ্কাররূপে চতুঃশ্লোকীতে আমরা দেখিয়াছি, অপর-রূপ পররূপের একরকম অভিব্যক্তি হইলেও অপর-রূপের সঙ্গে পর-রূপের স্পর্শ নাই। জীবের সহিত পর-রূপেরই নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ—অপর-রূপের নহে। প্রণব এবং শ্রুতি যে ব্রহ্মকে জানার কথা বলিয়াছেন, সেই ব্রহ্মও পরব্রহ্মই—অপর-ব্রহ্ম নহেন; কারণ, অপর-ব্রহ্ম কালাধীন এবং পর-ব্রহ্ম কালাতীত। জীবের সহিত নিত্যসম্বন্ধযুক্ত এই কালাতীত পরব্রহ্মের ইঙ্গিত গায়ত্রীর শিরোভাগে "আপো-জ্যোতিরিত্যাদি"-বাক্যে পাওয়া যায়, আর পাওয়া যায় শ্রুতিতে—"আনন্দং ব্রহ্ম", "রসো বৈ সঃ"-ইত্যাদি বাক্যে। শ্রীমদ্ভাগবতেই সর্ব্বপ্রথমে এই "রস-স্বরূপের" বিশেষ বিবরণ পাওয়া গিয়াছে।

গায়ত্রীতে পর-ব্রহ্মের রস-স্বরূপত্বের ইঙ্গিতমাত্র আছে শিরোভাগে। কিন্তু শিরোভাগ জপ্য-গায়ত্রীর অঙ্গীভূত নহে। মহাব্যাহৃতিসহ সপ্রণব গায়ত্রীরই জপের ব্যবস্থা।

জপ্য-গায়ত্রীতে যে ধ্যানের ব্যবস্থা আছে, তাহার উদ্দেশ্য যে মায়ানিবৃত্তি, সায়নাচার্য্যকৃত "ভর্গ"-শব্দের অর্থ হইতেই তাহা জানা যায়। গায়ত্রীস্থ "সবিতু"-শব্দও সাধকের চিত্তকে ব্রহ্মের অপর-রূপের দিকেই যেন একটু টানিয়া নিতে চায়; তাহাতে বুঝা যায়, এই "সবিতু"-শব্দটীও মায়ানিবৃত্তির ইঙ্গিতই বহন করিতেছে। অবশ্য "দেবস্য"-শব্দের একটা গূঢ় ব্যঞ্জনা আছে; কিন্তু তাহা এত গূঢ় যে, সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে না। শ্রীপাদ সায়নও এই ব্যঞ্জনাকে রহস্যময়ই রাখিয়া গিয়াছেন। রহস্য উদ্‌ঘাটিত না হইলে গায়ত্রী হইতে

মায়া-নিবৃত্তির বেশী কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু জীবের মায়ানিবৃত্তি পরব্রহ্মকে জানার পথে একটী ব্যাপারমাত্র হইলেও, তাহাই পরব্রহ্মকে জানা নয়। পরব্রহ্মকে জানার উপদেশ প্রণবে ইঙ্গিতে এবং শ্রুতিতে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইলেও গায়ত্রীতে বেশ একটু প্রচ্ছন্ন। প্রচ্ছন্ন বলিয়া, গায়ত্রী যে কেবল পরব্রহ্ম-বিষয়ক, তাহাও সকলের চক্ষুতে ধরা পড়ে না; সায়নাচার্য্য গায়ত্রীর সূর্য্যবিষয়ক এবং কর্ম্ম-বিষয়ক অর্থ করিয়া তাহাও দেখাইয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মকে জানাই যখন শ্রুতির আদেশ, তখন এই সূর্য্যাদিবিষয়ক অর্থ যে নিতান্ত বাহিরের কথা, তাহা সহজেই বুঝা যায়। আর কেবল মায়ানিবৃত্তিকেও একরকমের বাহিরের কথা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না; কারণ, ব্রহ্মকে জানার তাৎপর্য্য যদি পরব্রহ্মের যথার্থ-অনুভূতিই হয়, তাহা হইলে মায়ানিবৃত্তিমাত্রে ব্রহ্মের যথার্থ-অনুভূতি জন্মে না।

ব্রহ্মকে জানার চেষ্টা দুই ভাবে হইতে পারে—কর্ত্তব্যবুদ্ধিবশতঃ এবং লোভবশতঃ। কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-প্রবর্ত্তিত প্রয়াস অপেক্ষা লোভ-প্রবর্ত্তিত প্রয়াসের মূল্য অনেক বেশী এবং লোভ-প্রবর্ত্তিত প্রয়াসই পরব্রহ্মের যথার্থ-অনুভূতির অনুকূল। কিন্তু পর-ব্রহ্মের লোভনীয় রূপটী যদি সাধকের মনশ্চক্ষুর সাক্ষাতে ধরা যায়, তাহা হইলেই তাহাতে লোভ জন্মিবার সম্ভাবনা। "আনন্দং ব্রহ্ম", "রসো বৈ সঃ"-ইত্যাদি বাক্যে সেই লোভনীয় রূপটীর কথা শ্রুতিতে থাকিলেও তাহার প্রতি প্রত্যহ লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। যদি তাহা নিত্য-জপ্য গায়ত্রীতে স্পষ্টভাবে থাকিত, তাহা হইলে অন্ততঃ গায়ত্রী-জপের সময়েও সেই দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিত। কিন্তু গায়ত্রীতে তাহা নাই। গায়ত্রীর শিরোভাগে গূঢ়ভাবে তাহা থাকিলেও শিরোভাগ জপ্য-গায়ত্রীর বহির্ভূত। সুতরাং জপ্য-গায়ত্রী রস-স্বরূপ পরব্রহ্মের প্রতি লোভ জন্মাইবার পক্ষে ততটা অনুকূল নয়; এবং গায়ত্রীর সূর্য্যাদি-পর-অর্থে বরং তাহা প্রতিকূলই।

কামগায়ত্রীতে কিন্তু রস-স্বরূপ ব্রহ্মের লোভনীয় রূপটী সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কামগায়ত্রীতে এই রূপটী অনাবৃত, স্পষ্ট। অতি অল্প কথায় এবং অন্যরূপ অর্থ করার সম্ভাবনারহিত ভাবে কামগায়ত্রী সেই পরম-লোভনীয় রূপটীর পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাকেই জানিবার কথা বলিয়াছেন, জানিবার জন্য তাঁহারই ধ্যানের কথা বলিয়াছেন এবং তাঁহার এই সর্ব্বচিত্তাকর্ষক রূপের প্রতি তিনি যেন আমাদের মনকে—বুদ্ধিকে—প্রেরণ করেন, আকর্ষণ করেন, এইরূপ প্রার্থনার ইঙ্গিতও দিয়াছেন।

কামবীজ যেমন প্রণবেরই রসাত্মকরূপ, কামগায়ত্রীও তদ্রূপ, "ভূর্ভুবঃ স্বঃ"-ইত্যাদি পূর্ব্বোল্লিখিত গায়ত্রীর রসাত্মক রূপ। কামগায়ত্রীতে যেমন সাড়ে চব্বিশটী অক্ষর, কামগায়ত্রীর অক্ষর-গণনা-প্রণালী অনুসারে পূর্ব্বোল্লিখিত গায়ত্রীতেও সাড়ে চব্বিশটী অক্ষর (গায়ত্রীর অক্ষর-গণনায় "বরেণ্যং"-শব্দকে "বরেণীয়ং" ধরা হয়)। গায়ত্রী যেমন প্রণব-সংযোগে জপ করিতে হয়, কামগায়ত্রীও তদ্রূপ প্রণবের সহিত অভিন্ন কামবীজ-সংযোগে জপ করিতে হয়। রূপ এবং পরিমাণ উভয়েরই এক; পার্থক্য কেবল এই যে, গায়ত্রীতে রস-স্বরূপটী প্রচ্ছন্ন—আবৃত, আর কামগায়ত্রীতে তাহা অনাবৃত।

রাধাভাবাবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ-বাক্যে কামগায়ত্রীতে অভিব্যক্ত রস-স্বরূপ পরব্রহ্মের রূপটী জাজ্জ্বল্যমান ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রলাপ-বাক্যগুলি এই। "কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণস্বরূপ, সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর যার হয়। সে অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণে করি উদয়, ত্রিজগৎ কৈল কামময়॥ সখি হে কৃষ্ণমুখ দ্বিজরাজ-রাজ। কৃষ্ণবপু সিংহাসনে, বসি রাজ্যশাসনে, করি সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ॥ দুই গণ্ড সুচিক্কণ, জিনি মণি দর্পণ, সেই দুই পূর্ণ চন্দ্র জানি। ললাট অষ্টমী ইন্দু, তাহাতে চন্দনবিন্দু, সেহো এক পূর্ণচন্দ্র মানি॥ করনখ চাঁদের ঠাট, বংশী-উপর করে নাট, তার গীত মুরলীর তান। পদনখ-চন্দ্রগণ, তলে করে নর্ত্তন, নূপুরের ধ্বনি যার গান॥ নাচে মকর কুণ্ডল, নেত্র লীলাকমল, বিলাসী রাজা সতত নাচায়। ভ্রূ-ধনু নাসা বাণ, ধনুর্গুণ দুই কান, নারীগণ লক্ষ্য বিন্ধে তায়॥ এই চাঁদের বড় নাট, পসারি চাঁদের হাট, বিনিমূলে বিলায় নিজামৃত। কাঁহো স্মিত-জ্যোৎস্নামৃতে, কাহাকে অধরামৃতে, সব লোক

করে আপ্যায়িত॥ বিপুল আয়তারুণ, মদন-মদঘূর্ণন, মন্ত্রী যার এই দুই নয়ন। লাবণ্যকেলি-সদন, জননেত্র-রসায়ন, সুখময় গোবিন্দ-বদন॥ যার পুণ্যপুঞ্জফলে, সে মুখদর্শন মিলে, দুই অক্ষ্যে কি করিবে পানে। দ্বিগুণ বাঢ়ে তৃষ্ণা-লোভ, পিতে নারে মনঃক্ষোভ, দুঃখে করে বিধির নিন্দনে॥ না দিলেক লক্ষকোটি, সবে দিল আঁখি দুটী, তাতে দিল নিমিষ-আচ্ছাদন। বিধি জড় তপোধন, রসশূন্য তার মন, নাহি জানে যোগ্য সৃজন॥ যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তারে করে দ্বিনয়ন, বিধি হঞা হেন অবিচার। মোর যদি বোল ধরে, কোটি আঁখি তার করে, তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তার॥ ২।২১।১০৪-১৩॥"

ইহাই কামগায়ত্রী-প্রকাশিত "বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদনের" পরম-মধুর স্বরূপ। ইহা অপেক্ষা পরম-মধুরতর এক স্বরূপও রস-স্বরূপ পরম-ব্রহ্ম এই মন্মথ-মন্মথ নবীন-মদনের আছে। গোদাবরী-তীরে সেই রূপ এবং কামগায়ত্রী-কথিত এই নবীন-মদনের রূপ দেখিয়া কৃতার্থতা লাভ করার সৌভাগ্য রায়রামানন্দের হইয়াছিল।

"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃশান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥"-বাক্যে মহাভারত যাঁহার কয়েকটী বাহিরের লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন, "অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ। হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্॥"—ব্যসদেবের প্রতি এই শ্রীকৃষ্ণবাক্যে যাঁহার করুণার কথা উপপুরাণ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, পুরাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্‌ভাগবত "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লরক্তস্তথাপীতঃ ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥"-বাক্যে যাঁহার সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত এবং "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"—বাক্যে যাঁহার উপাস্যত্ব এবং উপাসনার বিধি প্রচার করিয়া গিয়াছেন, "সদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥"-বাক্যে শ্রুতিও যাঁহার অসাধারণ প্রেমদাতৃত্বের ইঙ্গিত দিয়াছেন (শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য), সেই ন্যাসিশিরোমণি শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিকটে রায়রামানন্দ করযোড়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে। কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে॥ পহিলে দেখিলুঁ তোমা সন্ন্যাসিস্বরূপ। এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপরূপ॥ তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা। তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্বঅঙ্গ ঢাকা॥ তাহাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন। নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন॥ এইমত তোমা দেখি হয় চমৎকার। অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার॥ ২।৮।২২০—২৪॥" (ইঁহাই রামানন্দ-দৃষ্ট কামগায়ত্রী-কথিত স্বরূপ)।

নৃসিংহদেবের নিকটে মহাভাগবত-প্রবর প্রহ্লাদ যাঁহাকে "ছন্নঃ কলৌ" বলিয়াছিলেন, সন্ন্যাসের বেশে প্রচ্ছন্ন চতুর-চূড়ামণি সেই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু আত্মগোপনের প্রয়াসে রামানন্দকে বলিলেন—রামানন্দ, আমি সন্ন্যাসীই অপর কেহ নই; তবে তুমি যাহা দেখিতেছ, তাহার হেতু—রাধাকৃষ্ণে তোমার গাঢ়-প্রেম। "রাধাকৃষ্ণে তোমার গাঢ়-প্রেম হয়। যাহাঁ তাহাঁ রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয়॥ ২।৮।২২৮॥" কিন্তু প্রেমাঞ্জনবিচ্ছুরিত-দৃষ্টি ভক্তের নিকটে ভগবানের আত্মগোপনের প্রয়াস ব্যর্থই হইয়া থাকে। এস্থলেও তাহাই হইল। "রায় কহে তুমি প্রভু ছাড় ভারিভুরি। মোর আগে নিজরূপ না করহ চুরি॥ রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার। নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥ নিজ গূঢ় কার্য্য তোমার প্রেম আস্বাদন। আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন। আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার। এবে কপট কর, তোমার কোন ব্যবহার॥" ভগবান অপেক্ষা ভক্ত বেশী চতুর। প্রভু ধরা পড়িয়া গেলেন। তখন আর কি করিবেন—"তবে হাসি প্রভু তারে দেখাইলা স্বরূপ। রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥ ২।৮।২২৯—৩৩॥"

আত্মপর্য্যন্ত-সর্ব্বচিত্তহর অশেষ-রসামৃতবারিধি শৃঙ্গার-রসরাজময়-মূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাব-স্বরূপা অখণ্ড-রস-বল্লভা শ্রীরাধা—এতদুভয়ের মিলিত এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় রূপে রায়-রামানন্দকে প্রভু দর্শন দিলেন। ইহাই প্রভুর স্বরূপ। এই স্বরূপে আছে—সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ রসিক-শেখর-ব্রজেন্দ্রনন্দনের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য, আর

আছে পূর্ণতম ভগবান্ "অপ্রাকৃত নবীন-মদনেরও" চিত্ত-চাঞ্চল্যজনক শ্রীরাধার মাধুর্য্য এবং "হুড়াহুড়ি" করিয়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল উভয়ের সম্মিলিত মাধুর্য্য। তাই, অত্যল্পকাল পূর্ব্বেই শ্রীরাধার অঙ্গকান্তিতে আচ্ছাদিত শ্যাম-সুন্দর বংশীবদন কমল-লোচনের মদন-মোহন রূপের মাধুর্য্য দর্শন করিয়াও যিনি স্বীয় ধৈর্য্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই পরম-গম্ভীর রায়-রামানন্দ এই অদ্ভুত রূপ দেখিয়া সর্ব্বাতিশায়ী আনন্দের আধিক্যে আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না। "দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিতে। ধরিতে না পারে দেহ, পড়িলা ভূমিতে ॥ ২।৮।২৩৪ ॥" তখন—"প্রভু তারে হস্ত স্পর্শে করাইল চেতন। সন্ন্যাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হইল মন ॥"

প্রেমঘনবিগ্রহা শ্রীরাধা যেন প্রগাঢ় অনুরাগতাপে স্বীয় দেহকে গলাইয়া স্বীয় প্রতি অঙ্গদ্বারা রসরাজের প্রতি অঙ্গকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার শ্যাম-অঙ্গকে গৌর করিয়া দিয়াছেন। যেন ঘনীভূত-বিজলী-ঢাকা নব-জলধর। ঘনবিজলীর আবরণের ভিতর দিয়াও যেন নব-জলধরের স্নিগ্ধ শ্যামল-ছটা অনুভূত হইতেছে। এ যেন এক অদ্ভুত অনির্ব্বচনীয় রূপ। কৃপা করিয়া রামানন্দের নিকটে প্রভু এই রূপের পরিচয়ও দিলেন। তাঁর তত্ত্ব তিনিই জানেন। তিনি না জানাইলে কে-ই বা তাঁহাকে জানিতে পারেন? প্রভু বলিলেন—"মোর তত্ত্ব-লীলা-রস তোমার গোচরে। অতএব এই রূপ দেখাইল তোমারে ॥ গৌর-অঙ্গ নহে মোর, রাধাঙ্গ-স্পর্শন। গোপেন্দ্রসুত বিনা তেহোঁ না স্পর্শে অন্যজন ॥ তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন। তবে নিজ মাধুর্য্যরস করি আস্বাদন ॥ ২।৮।২৩৭-৩৯ ॥" এই অদ্ভুত রূপেই রস-স্বরূপ পরব্রহ্মের পূর্ণতম অভিব্যক্তি; এই রূপেতেই প্রণবার্থের চরমতম বিকাশ। এই চরম-তম বিকাশই নদীয়াবিনোদ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর।

———